বাংলাপিডিএফ.নেট

অন্তরে তুমি

প্রণব ভট্ট

AKAS
SUVOM

অন্তরে তুমি

প্রণব ভট্ট

দিব্যপ্রকাশ

অ · ন্ত · রে

অন্তরে তুমি

প্রণব ভট্ট

দ্বিতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০০১
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০১

দিব্য প্রকাশ
অন্তরে তুমি
প্রণব ভট্ট

©
লেখক

প্রকাশক
দিব্যপ্রকাশ
৩৮/২ক বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০
✆ ৭১২১৫৭৪

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
বাংলাবাজার কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড
ঢাকা ১০০০

মুদ্রণ
সালমানী মুদ্রণ
নয়াবাজার, ঢাকা

মূল্য ৭০ টাকা

ISBN 984 483 062 1

উৎসর্গ

স্যাটেলাইট সংস্কৃতির এই যুগে
টেলিভিশনের রঙিন পর্দার চেয়ে
বই যার কাছে অনেক বেশি প্রিয়
কন্যাতুল্য **শামীমা নাসরিন ডালিয়াকে**

দেখেই চমকে ওঠে !

কেন যেন নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে উত্তর জানতে চায়, এত সুন্দর এর আগে কখনও দেখেছে কি ?

না। এমন স্নিগ্ধ সুন্দর, এমন মায়াবতী মুখের মেয়ে এর আগে কখনওই দেখেনি সে।

পুতুলের মতো সুন্দর মেয়েটাকে বেশ ক'দিন ধরেই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, ক্যান্টিন, করিডোর কিংবা এখানে-ওখানে দেখছে।

ছিপছিপে গড়ন, বেশ মানানসই লম্বা। গায়ের রং ফর্সা না, আবার কালোও না। শ্যামলা বা উজ্জ্বল শ্যামলাই বলা যায়।

নজরকাড়া মেয়েটার সবচেয়ে বেশি যা নজর কাড়ে তা হচ্ছে, দেবী-প্রতিমার মতো সুন্দর মুখের ওপর বড়-বড় দুটো চোখ। 'পাখির নীড়ে'র মতো চোখ একেই বলে কি না জানে না ! তবে দুটো চোখে যখন বিষন্ন দৃষ্টিতে তাকায় তখন মনে হয়, পৃথিবীর সব সৌন্দর্য যেন ঐ দুটো চোখের মধ্যেই লুকিয়ে আছে।

কিন্তু সবুজ ভেবে পায় না, এত বিষন্ন কেন মেয়েটা ! এদিক-ওদিক এমন অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকায় যে, সত্যি হতবাক না হয়ে পারে না। কারও দিকে যে মুখ তুলে তাকায়, তাও নয়।

এমনিতেই কোনও মেয়েকে পটিয়ে-পাটিয়ে ভালবাসাবাসিতে জড়িয়ে পড়বে এমন ইচ্ছেও কখনও ছিল না। কিন্তু এই দুঃখী মুখ করে ঘুরে বেড়ানো মায়াবতী মুখের মেয়েটাকে দেখার পরই, কী হয় কে জানে ! দিন-রাত কেবল মেয়েটাকে নিয়ে ভাবতে শুরু করে সবুজ।

নাম জানে না, ঠিকানা জানে না, হলে থাকে নাকি অন্য কোথাও থাকে— তাও জানে না।

দুঃখী সুন্দর এই মেয়েটা সম্পর্কে আসলে কিছুই জানে না। তবে এটা জানে, পড়াশোনা একই ডিপার্টমেন্টে, অর্থাৎ ইংরেজিতে; তার দু'বছরের জুনিয়র এই মেয়ে।

মেয়েটা দুঃখী, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। নইলে কেউ এমন রাত-দিন বিষণ্ণ মুখ করে ঘুরে বেড়ায় !

কিন্তু কী এমন দুঃখ, কী সেই কষ্ট মেয়েটার, যার কারণে মুখে নামমাত্র হাসিও

থাকে না ! সবুজ মেয়েটাকে নিয়ে গত ক'দিন ধরে অনবরত ভাবছে। কিন্তু এত ভেবেও কোনও কূল-কিনারা করতে পারেনি।

দেখে মনে হয় রাজ্যের দুঃখের বোঝা যেন বয়ে বেড়াচ্ছে ! কিন্তু কী সেই দুঃখ, কী এমন কষ্ট নিয়ে ঘুরে বেড়ায় বুঝতে পারে না।

অনেক ভাবনা-চিন্তা করে অবশেষে সিদ্ধান্ত নেয়, সোজা বুক টান-টান করে গিয়ে একদিন দাঁড়াবে। দাঁড়িয়ে বলবে, 'আচ্ছা, আপনি এমন সুন্দর মুখের একটা মেয়ে, অথচ সব সময় মুখ ভার করে থাকেন কেন বলুন তো ?'

কিন্তু ভাবা যত সহজ, কাজটা করা তত সহজ নয়। এরপরও দুঃখী সুন্দর মেয়েটাকে কেবল দু'-একদিন নয়, বেশ কয়েকদিন দেখে। কিন্তু সাহস করে কিছু বলা তো দূরের কথা, সামনে এগিয়ে যাওয়াও হয় না।

অনেক ভেবে-চিন্তে এরপর সবুজ বুদ্ধিমান এবং অতি সুন্দর বাচন ভঙ্গির অধিকারী বলে বন্ধুমহলে পরিচিত সাজাহানকে গিয়ে চেপেচুপে ধরে। বুদ্ধির জন্যে এবং সুচতুর বাচনভঙ্গির জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে সব বন্ধু-বান্ধবের কাছে, ইতিমধ্যে সাজাহান 'অতি বুদ্ধিমান সাজাহান' বলে পরিচিতি পেয়েছে।

জিয়া হলে নিজের রুমে বসে সাজাহান সব শুনে বেশ খানিকক্ষণ চোখ বন্ধ করে কী যেন ভাবে। তারপর ধীরে-ধীরে চোখ খুলে বলে, 'তোকে আমি যা-যা প্রশ্ন করব, তার সাফ-সাফ উত্তর দিবি কি না বল ?'

সবুজ দ্রুত বলে, 'দেব দোস্ত।'

'কথা দিলি ?'

'হ্যাঁ। কথা দিলাম।'

চোখ খুলে খানিক পিটপিট করে তাকিয়ে, সবুজের আপাদমস্তক বেশ ভাল করে দেখে নিয়ে বলে, 'কত মেয়েই তো তাদের সুখ-দুঃখ নিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। এ মেয়েটাকে নিয়ে তোর এত মাথা ব্যথা কেন রে ?'

'ভাবলাম ওর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে পারলে মন্দ হয় না, তাই।'

'ভালবেসে ফেলেছিস কি না বল ? সাফ-সাফ জবাব দে ?'

এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে ভাবতেও পারেনি। নিজেও কী জানে, ভালবাসে কী বাসে না। তাই দ্রুত বলে, 'আমি জানি না দোস্ত।'

আবার চোখ খোলে। আবার পিটপিট করে তাকায়। মনে হয় সবুজের মুখে কী যেন খোঁজে।

সবুজ আবার বলে, 'আমি সত্যি জানি না দোস্ত।'

সাজাহান মুচকি হাসে। হেসে বলে, 'বুঝেছি। ভালবেসে ফেলেছিস।'

'কী বলছিস তুই !'

সাজাহান চোখ বন্ধ করেই বলে, 'আমার গণনা কখনও ভুল হয় না। কখনও ভুল হয়নি।'

সাজাহানের কথা শুনে সবুজ ভেতরে-ভেতরে যার-পর-নাই বিরক্ত হয়। সে সাজাহান নামের কোনও দরবেশের কাছে তো কোনও তাবিজের জন্যে আসেনি,

অথবা সাজাহান জ্যোতিষীর কাছে নিজের ভাগ্য গণনা করতেও আসেনি। সে আসলে এসেছে বুদ্ধিমান বলে পরিচিত এক বন্ধুর কাছে বুদ্ধি নিতে।

স্বভাবতই সাজাহানের ঢং-ঢাং, পোজপাজ ভাল লাগার কথা নয়, ভাল লাগেও না। তাই বলে যে মনের কথা প্রকাশ করে তাও নয়। ভাবখানা এই যে, দেখা যাক না, শেষমেষ কী বলে।

সবুজ চুপ করে আছে দেখে সাহাজান বলে, 'কী হল, চুপ করে আছিস কেন তুই ?'

সবুজ বলে, 'কী বলব ?'

'কী বলব মানে ? শোন, তুই প্রেমে পড়েছিস। প্রেম মানে, 'প্রেমের মরা জলে ডোবে না' টাইপের প্রেম। যাকে বলে ফাটাফাটি প্রেম।'

সবুজ এবার সত্যি বিরক্ত না হয়ে পারে না। বিরক্ত হয়ে তাই বলে, 'একে কি বলে জানিস সাজাহান ?'

প্রশ্ন শুনে চোখ খুলে পিটপিট করে তাকায়। তাকিয়ে বলে, 'কী বলে ?'

'যার বিয়ে তার খবর নাই, পাড়াপড়শীর ঘুম নাই।'

'তার মানে ?'

'মানে হচ্ছে, আমি জানি না ভালবাসি কি না, অথচ তুই জানিস !'

সাজাহান চোখ খোলে। পিটপিট করে নয়, এবার রেগেমেগে বেশ কটমট করে তাকায়। রেগে সবুজের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমার কাছে এসেছিস কেন তুই ? বল কেন ?'

'বুদ্ধি নিতে।'

'ডাক্তার রোগ নির্ণয় করেই তো ঔষধ দেবে, নাকি ? নাকি, বল ব্যাটা ?'

সবুজ হেসে বলে, 'ডাক্তারকে ওষুধ দিতে হলে তো রোগ নির্ণয় করতেই হবে।'

'উল্টা-পাল্টা ওষুধ দিলে হবে, তুই বল ?'

সবুজ আগের মতো হেসে বলে, 'না। হবে না।'

আবার চোখ বন্ধ করে খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকে।

সাজাহানকে চোখ বন্ধ করে চুপচাপ থাকতে দেখে সবুজ বলে, 'কী হল, চুপচাপ হয়ে গেলি যে ?'

'তোর ওপর আমি খুব বিরক্ত হয়েছি।'

সবুজ স্বভাবতই বলে, 'কেন ?'

চোখ খুলে সবুজকে এক পলক দেখেই আবার চোখ বন্ধ করে বলে, 'তুই হচ্ছিস একটা গাধা। মস্তবড় একটা গাধা।'

'কী বললি !'

'আমার নির্ভুল গণনাকে চ্যালেঞ্জ করিস তুই ব্যাটা সবুজ ? এমন গাধা তুই, এ্যাঁ ? স্বীকার করতে হবে, একদিন তোকে ঠিকই স্বীকার করতে হবে, আমি ভুল কিছু বলিনি। হ্যাঁ, শুধু গাধা না। তুই হচ্ছিস সেই কিসিমের গাধা, যে পানি খায়, কিন্তু ঘোলা করে খায়।'

সবুজ কী আর করে, দ্রুত বলে, 'ভুল হয়ে গেছে দোস্ত।'
পিটপিট করে তাকিয়ে বলে, 'শুধু ভুল স্বীকার করলেই হয় না, বুঝেছিস গর্দভ শাবক ?'
'আমাকে বলছিস বল, তা আবার আমার বাবাকে এর মধ্যে টেনে আনছিস কেন ? তা ভুল স্বীকার করার পরও আর কী করতে হবে, তুই বল ?'
'ক্ষমাও চাইতে হয়, বুঝেছিস ? অবশ্য তুই ক্ষমা চাইলে আমি যে ক্ষমা করব না, তা তো নয়। তুই ক্ষমা চাইবি, আর আমি ক্ষমা করব না, এত ক্ষুদ্র আমি নই, বুঝেছিস ? ক্ষমাই মহত্বের লক্ষণ, ঠিকই ক্ষমা করে দেব।'
সবুজ শুধু বিরক্ত নয়, যাকে বলে মহা বিরক্ত হয়। যা হোক একটা বুদ্ধির জন্যে এসেছে, তাই বিরক্তি প্রকাশ না করে বলে, 'ঠিক আছে। ভুল স্বীকার তো আগেই করেছি। এবার ক্ষমাও চাইলাম, হল ?'
'ঠিক আছে। এবার ঝটপট একশ' টাকা ছাড় তো।'
'টাকা কেন ?'
'ডাক্তারের কাছে গেলে ফি দিতে হয়, উকিলের কাছে গেলেও দিতে হয়। ঠিক কি না বল তুই ?'
সবুজ রেগে বলে, 'তাই বলে তোকে আমি টাকা দেব নাকি ?'
চোখ বন্ধ করে রেখেই ভিরিক্কি চালে সাজাহান বলে, 'দিবি। একশ'বার দিবি, হাজারবার দিবি। তুই আমার বন্ধু। তোকে একটা কথা বলি শোন, টাকা পেলে আমার ব্রেন নামক ফ্যাক্টরি থেকে চমৎকার সব বুদ্ধি বের হয়। না পেলে হয় না। এ জন্যেই কথাটা তোকে বলা।'
'তাই বলে টাকা দেব তোকে ! না, না। এ হয় না। কিছুতেই না।'
সাজাহান সামান্য চোখ খুলে বোধহয় তাকায়। তারপর আবার চোখ বন্ধ করে। চোখ বন্ধ করে বলে, 'ঠিক আছে। একশ' দিতে না চাস, পঞ্চাশ ছাড়। না হয় বিশ-পঁচিশ যা পারিস দে তুই।'
খানিক কী করবে ভাবে। তারপর পকেটে হাত দিয়ে মানিব্যাগ বের করে বিশ নয়, পঁচিশও নয়, পঞ্চাশ টাকার একটা নোট সাজাহানের সামনে এগিয়ে ধরে। সাজাহান বোধহয় চোখ বন্ধ করেই ছিল। কিন্তু সবুজের হাতে পঞ্চাশ টাকার নোটটা কী করে দেখে কে জানে ! দ্রুত হাত বাড়িয়ে সবুজের হাত থেকে খপ্ করে নোটটা ছিনিয়ে নিয়ে পকেটে পুরে বলে, 'আমি জানি, তুই খুব ভাল ছেলে। তা হলে তুই এখন যা। ম্যালা কাজ আমার, বুঝলি ? আমি এখন ম্যালা ব্যস্ত আছি রে।'
পঞ্চাশ টাকা পকেটে পুরেই এ কী বলছে সাজাহান !
সবুজের মাথায় বোধহয় হঠাৎ করে এক চিলতে রক্ত উঠে যায়। সবুজ সামনের টেবিলে একটা জোরে চাপড় মেরে বলে, 'আরে রাখ তোর বুজরুকি। নো হাঙ্কিপাঙ্কি, নো ফ্যাচাং। সাফ-সাফ কোনও বুদ্ধি থাকলে দে। নইলে টাকাটাও সাফ-সাফ ফেরত দে।'

সাজাহান হাসে। মুচকি হেসে বলে, 'তোর কাছে টাকাটা বড়, না ভালবাসা বড়, তুই বল ?'
সাজাহানের কথার চাতুরী বুঝতে পারে না যে তা নয়। তাই বলে, 'তোর কি মনে হয়, টাকাটা আমার কাছে ছোট ? টাকাটার কোনও দাম নেই ?'
'তোর কাছে পঞ্চাশ টাকাই বড় হল ?'
'টাকাও বড়, ভালবাসাও বড়, হল ?'
সাজাহান হাসে। হেসে বলে, 'এই তো বললি তুই, ঐ মেয়েটাকে ভালবাসিস না ব্যাটা ? এখন বলছিস ভালবাসাও বড় ? ভালই যদি না বাসবি, তো ভালবাসা বড় বললি কেন তুই ? নিজের কথায় নিজেই তুই কেমন ফেঁসে গেলি, দেখ ?'
সাজাহানের কথা শুনে নিজেরও কেমন যেন খটকা লাগে। হ্যাঁ, তাই তো, মেয়েটাকে ভালবেসে ফেলেনি তো ! নইলে মেয়েটাকে নিয়ে এত ভাবাভাবিইবা করছে কেন সে ! মেয়েটার সঙ্গে কী করে আলাপ পরিচয় করা যায়, সে বুদ্ধি নিতে সাজাহানের কাছেই বা ছুটে এল কেন ?
তাহলে কি সত্যি ভাল-টাল বেসে বসে আছে ? নিজের আচরণে নিজেই যেন হতবাক হয়ে যায় সবুজ।
আবার উল্টোটাও ভাবে। ভাবে, তাই বা কী করে হয় ? যার সঙ্গে ওসব কিছু তো দূরের কথা, আজ পর্যন্ত আলাপও হয়নি, কেউ-কাউকে চেনেও না পর্যন্ত, তাদের মধ্যে আবার কিসের সম্পর্ক ?
সাজাহান সবুজকে ভাবতে দেখে বলে, 'কিচ্ছু ভাববি না, আমি তো আছি, না কি ?'
সবুজ বিরক্ত হয়ে বলে, 'পঞ্চাশটা টাকা নগদ নিয়ে বসে আছ বাছাধন। এখন বলছ, আমি তো আছি, তাই না ?'
সাজাহান মুচকি হেসে বলে, 'বলেছি তো, আমি আছি। দেখ না কী হয়।'
সবুজ অবাক হয়ে বলে, 'কী হবে মানে ? তুই আমাকে বুদ্ধি দিবি না এখন ?'
'অত বুদ্ধি-বুদ্ধি করছিস কেন রে ? শোন, মাত্র তিন দিন সময় নিলাম তোর কাছ থেকে। দেখ না কী হয়।'
'কী হবে বল ?'
সাজাহান হেসে বলে, 'গিট্টু বুঝিস ?'
সবুজ বিরক্ত হয়ে বলে, 'বুঝব না কেন ? বুঝি।'
'পিরিতি কাঁঠালের আঠা, জানিস তো ?'
সবুজ এতই বিরক্ত হয় যে, এবার আর কিছুই বলে না।
সাজাহান আবার বলে, 'দু'জনের মধ্যে এমন গিট্টু লেগে যাবে যে, যাকে বলে একদম পিরিতি কাঁঠালের আঠা হয়ে যাবে। এ জীবনে আর নো খোলাখুলি, নো ডিভোর্স।'
'ডিভোর্স মানে !'
'ডিভোর্স বুঝিস না ? ডিভোর্সের বাংলা অনুবাদ হচ্ছে, বিবাহ বিচ্ছেদ।'

সবুজ হতবাক হয়ে বলে, 'বলছিস কী শালা ! বিয়েরই কোনও খবর নেই, তা আবার বিবাহ্ বিচ্ছেদ !'
'হবে। সব হবে। প্রেম হবে। মহব্বত হবে। বিবাহ হবে। শুভ বিবাহে প্রচুর খানাপিনাও হবে। হবে মানে, হতেই হবে। না হয়ে আর কোনও উপায়ই নেই রে। আমি হাত দিয়েছি না ?'
সবুজ হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে বলে, 'আমার সাফ কথা, আমি মেয়েটাকে ভালবাসি কি না বলতেও পারব না। আলাপ-পরিচয় করতে ইচ্ছে হল, তাই তোর কাছে এলাম। কিন্তু দোস্ত, একটু ভেবে-চিন্তে কাজ করবি। কোনও ফ্যাসাদ-ট্যাসাদে যেন আবার জুড়িয়ে না যাই, দেখবি প্লিজ।'
সাজাহান সবুজের কথা শুনে বলে, 'ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না, এই তো ? আমি ভেবে-চিন্তেই যুদ্ধে নেমে পড়েছি। তুই এখন যা তো। ভাগ।'
তিন দিন সময় নিলেও, সাজাহানের কেরামতি বুঝতে কিন্তু তিন দিন লাগে না। দু'দিনের মধ্যেই একদম হাতে-হাতে ফলাফল পেয়ে যায়।
আর্টস ফ্যাকালটির সামনের রাস্তা দিয়ে আসছিল। পেছন থেকে নারী কণ্ঠের মৃদু ডাক শুনে থমকে দাঁড়ায়।
'এই যে, শুনুন !'
পেছন ফিরে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে যায়। যাকে নিয়ে এ ক'দিন আকাশ-পাতাল কত কী ভেবেছে, সেই দুঃখী-সুন্দর মেয়েটা মাথা নিচু করে তাকেই ডাকছে ! এমনও হয় ! এও হতে পারে কখনও !
মেয়েটার কাছে যে এগিয়ে যাবে, তাও যেন ভুলে যায়। দূর থেকেই বলে, 'আমাকে বলছেন !'
মাথা নিচু করে বলে, 'জ্বি।'
এতদূরে দাঁড়িয়ে কথা বলা ঠিক নয় ভেবে, এবার এক পা-দু'পা করে কাছে গিয়ে বলে, 'বলুন ?'
'আপনার সঙ্গে আমার কথা ছিল।'
'বলুন কী কথা ?'
একইরকম মাথা নিচু করে বলে, 'কোথাও বসলে হয় না ?'
স্বভাবতই খুশিতে ডগমগ হয়ে সবুজ বলে, 'বসা যাবে না কেন ? একশ'বার বসা যাবে। কিন্তু কোথায় বসবেন, বলেন ?'
'আমিও তো সে কথাই আপনাকে বলছি। কোথায় বসা যায়, বলুন তো ?'
কী ভেবে সবুজ বলে, 'আপনার কি এখন কোনও ক্লাশ আছে ?'
মাথা নেড়ে বলে, 'না।'
ভয়ে-ভয়ে বলে, 'তো চলুন না, বাইরে কোথাও গিয়ে বসি।'
'কোথায় ?'
'রমনা পার্কে বা অন্য কোথাও।'
'আমি রমনা পার্কে কোনওদিন যাইনি।'

ভয়ে-ভয়ে সবুজ বলে, 'আজ যাবেন। ভয় কী ?'
কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবে। তারপর বলে, 'বেশ, চলুন।'
যদিও সবুজ একটা রিক্সাই ভাড়া করে, কিন্তু এক রিক্সায় ওঠে না।
দু'টি পৃথক রিক্সায় চেপে দু'জনে রমনা পার্কে এসে ঢোকে।
নির্জন দুপুরে এদিক-ওদিক দু'-একজন থাকলেও, রমনা পার্ক প্রায় ফাঁকাই বলা যায়।
দু'জন নিরিবিলি লেকের ধারে গিয়ে বসে।
সবুজ কিছুই বুঝতে পারে না, কেন পেছন থেকে ডেকে দাঁড় করিয়েছে ! কেন ওখানেই বা দাঁড়িয়ে বলতে পারল না !
সবুজই প্রথম বলে, 'বলুন ? তা কেন ডেকেছেন ?'
মুখোমুখি বসে ঠিকই। কিন্তু বেশ দূরত্ব রেখে এবং মাথা নিচু করেই বসে।
সবুজের যেন তর সয় না। সবুজ আবার বলে, 'কই, বলুন ?'
মাথা নিচু করে বলে, 'সবুজ ভাই !'
তার নাম জানে দেখে সবুজ ভেতরে-ভেতরে খুশিই হয়। দ্রুত বলে, 'আপনি আমার নাম জানেন ?'
'আপনার নাম কে না জানে বলেন ? বিশ্ববিদ্যালয়ের ইট-পাথরও আপনার নাম জানে। আর জানবে নাই বা কেন ?'
শুনতে যার-পর-নাই ভাল লাগে। খুশিতে মন ভরে যায় তার। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী কেন তার নাম জানে তাও জানে। তবু বলে, 'কেন জানবে ?'
মাথা নিচু করেই বলে, 'জীবনে কোনও পরীক্ষায় আপনি সেকেন্ড হয়েছেন, বলেন ?'
'থাক সে কথা। কেন তলব করেছেন বলুন ? ওরকম ভাল রেজাল্ট নিয়ে কত ছেলে ক্যাম্পাসের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই।'
'সবুজ ভাই, এভাবে আমি আপনাকে কেন ডেকেছি, আপনি কি বুঝতে পারছেন না ?'
হতবাক হয়ে যায় সবুজ ! কেন ডেকেছে, সে কী করে বুঝবে ! তাই কী আর করে, কিছু না বলে চুপচাপই থাকে।
'আপনি আমার নাম জানেন ?'
সবুজ মাথা নেড়ে বলে, 'না।'
মাথা নিচু করে ধীরে-ধীরে বলে, 'নাম জানেন না ! অথচ পাগলের মতো ভালবেসে বসে আছেন !'
মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়লেও এত অবাক হত না। বলে কী মেয়েটা !
'আমার নাম শ্যামলী। বড় দুঃখী মেয়ে আমি, সবুজ ভাই। আমাকে কষ্ট দিয়ে আপনার কী লাভ, বলেন ?'
এই প্রথম সাজাহানের কথা মনে পড়ে। এতে সাজাহানের কোনও ব্লু প্রিন্ট নেই তো !

প্রশ্নটা মনের মধ্যে উঁকি দিতেই বুদ্ধি করে আর কিছু বলে না। চুপচাপ থাকে। সবুজকে চুপচাপ হয়ে যেতে দেখে, কেন যেন হঠাৎ করে কেঁদে ফেলে শ্যামলী। খুব যে শব্দ করে কাঁদে, তাও নয়।

কী বলবে সবুজ বুঝতে পারে না। শুধু বলে, 'শ্যামলী !'

ওড়নায় দু'চোখ মুছে শ্যামলী বলে, 'বলুন সবুজ ভাই ?'

'ছিঃ ! কাঁদে না শ্যামলী।'

'আপনার মতো এমন একজন কৃতী ছেলের জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। আর আমি অনুরোধ করে ফেরানোর চেষ্টাও করব না, না ?'

এবার ঠিকই বুঝতে পারে, এর মধ্যে সাজাহানের নিশ্চয়ই কোনও কারসাজি আছে। কিন্তু সাজাহান কী চাল চেলেছে, শ্যামলীই বা জীবন নষ্ট হওয়া-টওয়া কী সব বলছে, কিছুই বুঝতে পারে না। তাই বুদ্ধি করে বলে, 'এ পৃথিবীতে কত স্কলার ছেলেরইতো জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কে কার খবর রাখে, বলুন ?'

'কিন্তু আমার জন্যে একটা জীবন নষ্ট হবে কেন সবুজ ভাই ? বিশেষত আপনার মতো ব্রিলিয়ান্ট একটা জীবন, বলেন ?'

এবার মোটামুটি একশ' ভাগ নিশ্চিন্ত হয়। কৌশলী সাজাহানের পাতা ফাঁদেই পা দিয়েছে শ্যামলী। কিন্তু কূলে এসে তরী ডুবে যাওয়ার ভয়ে কিছু বলে না। চুপচাপই থাকে।

সবুজকে চুপচাপ থাকতে দেখে, শ্যামলী আবার বলে, 'সবুজ ভাই !'

'বলুন ?'

'একটা কথা বলব আপনাকে ?'

'বলুন, শ্যামলী ?'

'আগে বলুন, আমি যে অনুরোধ করব তা আপনি রাখবেন ?'

'বেশ তো, বলুন ?'

এতক্ষণ বসে থেকে, একবারও মাথা উঁচু করে না। মাথা নিচু করেই বলে, 'আমাকে কথা দিলেন সবুজ ভাই ?'

সাজাহান কী কারুকাজ করেছে কে জানে ! কিন্তু শেষ-মেষ এসে চালে ভুল হলে তো চলবে না। ভেবেটেবে তাই পুরোপুরি কথাও যেমন দেয় না, আবার প্রত্যাখ্যানও করে না। বলে, 'সাধ্যমতো হলে রাখব শ্যামলী।'

সাজাহানের কারিশমা দেখে শুধু চমকে যাওয়া নয়, ভয়ানক চমকে ওঠে ! মনে-মনে বলে, 'বেঁচে থাক সাজাহান। এত বুদ্ধি নিয়ে তুই এই ধুলার ধরনীতে বহুদিন বেঁচে থাক।'

সবুজকে চুপচাপ থাকতে দেখে শ্যামলী আবার বলে, 'কই, বলুন ? কিছু বলুন ?'

'কী বলব ?'

'আপনি হঠাৎ করে কোনও আজেবাজে সিদ্ধান্ত নেবেন না। হুট করে মরে যাবেন না, বলুন ?'

যেন আকাশ থেকে পড়ে ! এ কী বলছে শ্যামলী ! সে হঠাৎ মরতে যাবে কেন ! মরতে যাবেই বা কোন দুঃখে !

খানিক থামে। থেমে শ্যামলী আবার বলে, 'কেন আত্মহত্যার কথা ভাবছেন ? বলেন, কেন ? জানেন না, আত্মহত্যা পাপ ? এটা ভীরুতা, এটা দুর্বলের কাজ ?' মনে-মনে দারুণ হাসে, আর সাজাহানের অপরিসীম ক্ষমতা দেখে হতবাক হয়ে যায়।

সবুজ কিছু বলছে না দেখে, শ্যামলী আবার বলে, 'আমার মতো একটা নাম-গোত্রহীন মেয়ের জন্যে, দিওয়ানা হয়ে আত্মহত্যার কথা ভাবছেন আপনি ! ছি !'

বিষয়টা মোটামুটি দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যায়। সাজাহানের কারসাজি এ-টু-জেড সব বুঝতে পারে। তাই এবার বুদ্ধি করে বলে, 'বাঁচব ? তো কেন বাঁচব ? কার জন্যে বাঁচব, বলেন ?'

এই প্রথম মাথা তুলে তাকায় শ্যামলী। এক পলক তাকিয়েই আবার আগের মতো মাথা নিচু করে বলে, 'আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। আপনার মুখে একথা মানায় না। একেবারে মানায় না।'

এ কথার উত্তরে কী বলবে, সবুজ ঠিক বুঝতে পারে না। খানিক ভেবে বলে, 'কেন মানায় না বলুন ?'

'আপনি বুঝতে পারছেন না কেন, দুর্বলের মতো, কাপুরুষের মতো কথা বললে আপনাকে মানায় না।'

শ্যামলীর কথা শুনে খুশি হয় না, তা নয়। তবু বলে, 'একটা কথা বলব ?'

'বলুন ?'

'ভালবাসা ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে, বলুন ?'

সবুজের মুখে ভালবাসার কথা শুনে চমকে ওঠে। কিন্তু একই রকম মাথা নিচু করে থাকে। কিছু বলে না।

সবুজ আবার বলে, 'কিসের এত অহংকার আপনার ? কিসের ? কোন দিক দিয়ে আমি আপনার যোগ্য নই, বলুন ?'

সবুজের এ কথা শুনেই ডুকরে কেঁদে ওঠে। কী যেন বলতে চায়। কিন্তু পারে না। শ্যামলীর কান্না দেখে হতচকিত সবুজ দ্রুত বলে, 'কাঁদবেন না শ্যামলী। এভাবে কাঁদবেন না। প্লিজ।'

সবুজের অনুরোধে কান্না থামিয়ে চোখ মোছে।

সবুজ আবার একই কথার পুনরাবৃত্তি করে বলে, 'কই, বললেন না, আমি কোন দিক দিয়ে আপনার যোগ্য নই ?'

মাথা নিচু করে ধীরে-ধীরে বলে, 'প্রশ্নটা যোগ্যতার নয়। অযোগ্যতার।'

সবুজ বুঝতে পারে না। স্বভাবতই বলে, 'তার মানে !'

একটু বোধহয় থেমেছিল। আবার ডুকরে কেঁদে ওঠে। ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে বলে, 'আমি আপনার যোগ্য নই। কিছুতেই যোগ্য নই। আপনি আমার সম্পর্কে কী জানেন, কতটুকু জানেন ?'

'আমি আপনার সম্পর্কে কিছু জানতে চাই না শ্যামলী।'
কেঁদে বলে, 'বড় দুঃখী, বড় অপয়া একটা মেয়ে আমি। আমাকে এত কষ্ট দিয়ে আপনার কী লাভ, বলুন ?'
শ্যামলীর কথা শেষ হতে-না-হতেই, সবুজ বলে, 'আপনাকে কষ্ট দিতে চাই, এ কথা কেন বলছেন আপনি ? কষ্ট নয় শ্যামলী। আমি তো আপনাকে ভালবাসতে চাই।'
মুখ তুলে খানিক তাকায়। এক পলক তাকিয়েই আবার মাথা নিচু করে বলে, 'কেন ? কেন কষ্ট দিচ্ছেন আমাকে সবুজ ভাই, বলুন তো ?'
সবুজেরও কী হয় কে জানে ! বলে, 'আমি আপনাকে ভালবাসি শ্যামলী।'
'কিন্তু আমি তো আপনাকে ভালবাসতে পারব না।'
সবুজ মরিয়া হয়ে বলে, 'কেন ? কেন পারবেন না শ্যামলী ?'
একটা অন্তর্ভেদী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'আমার মতো দুঃখী মেয়ে এ দুনিয়ায় বোধহয় আর নেই। আমার মতো একটা অপয়া মেয়ের ভালবাসতে চাওয়াটাও অপরাধ, বিশ্বাস করুন আপনি।'
সবুজ মুচকি হেসে বলে, 'এত লেখাপড়া শিখে লাভটা কী হল আপনার, বুঝতে পারছি না।'
সবুজের কথা শ্যামলী বোধহয় বুঝতে পারে না। তাই চুপচাপ থাকে। কিছু বলে না।
সবুজ আবার বলে, 'রাখেন আপনার এমন সব অবৈজ্ঞানিক কথা-বার্তা। মানুষ আবার অপয়া হয় কী করে ?'
মাথা নিচু করে শ্যামলী বলে, 'আপনি আমার সম্পর্কে জানেন না।'
'জানার দরকারও নেই।'
মাথা নিচু করেই হাত ঘড়ির দিকে তাকায়। ঘড়িতে সময় দেখেই বলে, 'আমাকে এখন উঠতে হবে সবুজ ভাই।'
সবুজ দ্রুত বলে, 'আমাকে কিছু বলে গেলেন না শ্যামলী ?'
শ্যামলী উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে বলে, 'বলতে তো খুব ইচ্ছে করে। কিন্তু সে সাহস যে আমার নেই।'
সবুজও উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে অস্ফুট স্বরে বলে, 'শ্যামলী !'
'আমি যাই। যাবার আগে একটা অনুরোধ করব। রাখবেন কি না বলুন ?'
সবুজ দ্রুত বলে, 'আপনি বলুন ? রাখার মতো হলে নিশ্চয়ই রাখব।'
'কথা দিন, এই দুঃখী মেয়েটাকে আর দুঃখ দেবেন না।'
সবুজ হেসে বলে, 'আমি তো আপনাকে দুঃখ দিতে চাই না। ভালবাসতে চাই।'
মাথা নিচু করে বলে, 'আমাকে কথা দিন, হুট করে কোনও কিছু করে বসবেন না।'
সবুজ মুচকি হাসে। হেসে বলে, 'বেশ তো, কথা দিলাম।'
'আমি তাহলে এখন যাই, সবুজ ভাই।'

শ্যামলীকে চলে যেতে দেখে সবুজ দ্রুত বলে, 'আমাদের আবার কবে দেখা হবে ?'
শ্যামলী যাওয়ার জন্যে দু'পা বাড়িয়েও থমকে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে বলে, 'আমাকে ক'টা দিন ভাবতে দিন। কমসে-কম দুটো দিন ভাবতে দিন সবুজ ভাই।'
কথা শেষ করে আর যে দাঁড়ায়, তা নয়। মাথা নিচু করে এসেছিল, মাথা নিচু করেই বসেছিল, মাথা নিচু করেই চলে যায়।
একটা অফুরান খুশির সুবাতাস যেন বয়ে যায় সবুজের বহতা রক্তের মধ্যে।
খুশি ! খুশি ! খুশি ! জীবনে এত খুশি আগে কখনও হয়েছে কি সে ?
জীবনে কোনও পরীক্ষায় কখনও দ্বিতীয় হয়নি। বহু পরীক্ষায় বহুবার ফার্স্ট হয়েছে। কই, কখনও তো এত খুশি লাগেনি।
প্রথমেই ভাবে, সাজাহানের সঙ্গে দেখা করা দরকার।
ভাবতে-না-ভাবতেই পার্ক থেকে বেরিয়ে জিয়া হলের উদ্দেশে একটা রিকশায় চেপে বসে।
হলে এসে সাজাহানকে রুমে একলা পেয়েও যায়।
রুমে ঢুকেই সবুজ প্রাণের আনন্দে হেসে বলে, 'তোকে শালা আজ থেকে আমার গুরুদেব মানতে ইচ্ছে করছে রে। বিশ্বাস কর, ঠাস করে তোর দু'পায়ে এখনই ইয়াবড় একটা কদমবুসি করতে ইচ্ছে করছে আমার। সত্যি, তুই কী রে ? তুই কী, সত্যি বল তো দোস্ত ?'
এতক্ষণ নিজের রুমের মধ্যে লেখাপড়া নিয়ে বোধহয় ব্যস্ত ছিল। সবুজকে দেখেই চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসে। চোখ বন্ধ করে ধ্যানস্থ হয়ে বলে, 'আমার নাম মোহাম্মদ সাজাহান। জ্বি না, আর কোনও নাম নেই। তা প্রণাম না করলেও, প্রণামিটা তো হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে আসবি।'
'প্রণামি ?'
'কদমবুসি না করতে পারিস, গুরুদেব হিসেবে শ্রদ্ধা না করতে পারিস, একটা যা হোক রসগোল্লা বা সন্দেশের প্যাকেটতো হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে আসবি গাধা। তা খুব কাঁদল বুঝি ? আত্মহত্যা না করার জন্যে তোর হাতে-পায়ে খুব ধরল, তাই না ?'
আগেই জানত, সবই সাজাহানের কারসাজি। তারপরও যেটুকু সন্দেহ ছিল, এখন আর তাও থাকে না। সবুজ তাই বলে, 'সত্যি, তুই যে একটা মস্তবড় চিজ, এবার সেটা প্রমাণ হল দোস্ত।'
এই প্রথম সাজাহান চোখ খুলে খানিক পিটপিট করে তাকায়। বেশিক্ষণ যে তাকিয়ে থাকে, তাও নয়। আবার চোখ বন্ধ করে। চোখ বন্ধ করে বলে, 'তা শেষ খবর কী ?'
সবুজ বুঝতে পারে না কী বলছে। তাই বলে, 'শেষ খবর মানে ? কী বলছিস ?'
'বলছি গিট্টু কি জোরেশোরে লেগেছে, না অল্পস্বল্প লেগেছে ?'
'এখনও লাগেনি।'

'লাগবে।'
'বলছিস দোস্ত ?'
'বলেছি তো, আমার গণনা কখনও ভুল হয় না।'
সবুজের অবস্থা এমনই যে, পারে তো সাজাহানের সব কথা নির্ভুল বলে ধরে নেয়। বলে, 'তোর মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক দোস্ত।'
চোখ খুলে পিটপিট করে তাকায়। তাকিয়ে সাজাহান বলে, 'না দোস্ত, হল না। মুখে ফুল-চন্দনের কোনও দরকার নেই। এখন পকেটে কিছু কড়কড়ে নোট পড়লেই হবে।'
সবুজ সাজাহানের মুখে আবার টাকার কথা শুনে স্বভাবতই ভড়কে যায়। তাই দ্রুত বলে, 'আগে ইয়েটা হোক দোস্ত, তারপর না হয়—'
মুখের কথা শেষ করতে পারে না সবুজ। মুখ থেকে বাজপাখির মতো কথা কেড়ে নিয়ে সাজাহান বলে, 'তুই জানিস কি না জানি না, কিন্তু আমি জানি, বাকির নাম ফাঁকি।'
বুঝতে পারে, কিছু-না-কিছু না-হাতিয়ে ছাড়বে না। তাই কম দেয়ার জন্যে বলে, 'আমার মানিব্যাগে খুব বেশি নেইও। দেখি কী আছে।'
ব্যাস, আর চোখ বন্ধ করে থাকে না। চোখ বড়-বড় করে বলে, 'দেখি, তোর মানিব্যাগটা আমাকে দে তো দোস্ত। আমি দেখি কী আছে।'
সবুজ হতবাক হয়ে বলে, 'কী ! বলছিস কী তুই ! তার মানে আমার মানিব্যাগ তুই চেক করে দেখবি !'
সাজাহান মুচকি হেসে বলে, 'জানিস তো, লজ্জা, মান, ভয়, এই তিন থাকতে উন্নতি নয়।'
সবুজ কী আর করে, পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে, একশ' টাকার একটা নোট সাজাহানের হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, 'ঠিক আছে, এই নে।'
টাকাটা পকেটে গুঁজে সাজাহান হেসে বলে, 'যে দেশে রাজাকার বড়, সে দেশে তুই নিজের পকেটের টাকা বাঁচাবার জন্যে একটা মিথ্যা কথা বলেছিস, এ আর এমন কী দোস্ত। নেভার মাইন্ড। ঠিক আছে, তুই এখন যা।'
'শ্যামলী মেয়েটা কিন্তু খুব ভাল রে দোস্ত।'
সবুজের কথা শুনে যে হাসে তা নয়। বরং কটমট করে তাকিয়ে সাজাহান বলে, 'এই হয়েছে এক জ্বালা, যে যায় লঙ্কায় সে হয় রাবণ।'
'তার মানে !'
'শুরু করলি তো মেয়েছেলের মতো প্যানপ্যানানি-ঘ্যানঘ্যানানি ? প্রেমে পড়লেই ছেলেগুলির যে কী হয় ! ছেলেগুলি যেন সব মেয়েছেলে হয়ে যায়। মেয়ে মানুষের মতো আচার-আচরণ, কথা-বার্তা শুরু করে। যা। ভাগ এখান থেকে। আর এক মুহূর্তও দাঁড়াবি না। যা তুই। ভাগ।'
ভাগটাগ বলে তাড়িয়ে দিলেও, সাজাহানকে এরপরও বড় ভাল লাগে। আর ভাল লাগবেই বা না কেন ? সাজাহান শুধু তার উপকার করেনি, মহাউপকার করেছে।

পুতুলের আদলে গড়া দুঃখী সুন্দর মুখের মেয়েটাকে মিথ্যে-টিথ্যে বলে দুর্বল করে দিয়েছে।

জিয়া হল থেকে বেরিয়ে যখন পথে নামে, ঢাকার রাস্তায় তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল নেমেছে।

হঠাৎ মনে হয়, হ্যাঁ তাই তো, আজ দুপুরে তো পেটে কিছুই পড়েনি।

বুঝতে পারে, এত আনন্দে খাওয়া-দাওয়ার কথাও বেমালুম ভুলে গেছে। কথাটা ভাবতে গিয়ে নিজে-নিজেই ফিক্ করে হেসে ফেলে সে।

ভাবনা-চিন্তা করার জন্যে দু'দিনের সময় নিয়ে গেছে শ্যামলী।

কিন্তু দু'দিন বলে সেই যে উধাও হয়েছে, সাত দিনেও আর কেন যেন দেখা নেই।

গত ছয়-সাত দিন ধরে সবুজ তাই মরিয়া হয়ে শ্যামলীকে খোঁজে।

কিন্তু কোথায় শ্যামলী ? শ্যামলী যেন হাওয়া হয়ে গেছে।

ক্লাশও যে করে না, তা নয়। কিন্তু কখন যে আসে, আর কখন চলে যায় বুঝতে পারে না।

আজ মনে-মনে ঠিক করেই এসেছে, ক্লাশের সামনে গিয়ে কোথাও দাঁড়িয়ে থাকবে। ক্লাশ ছুটির পর বেরুলেই সামনে গিয়ে দাঁড়াবে।

ব্যাস, ক্লাশ থেকে বেরিয়ে মাথা নিচু করে একাকী হেঁটে আসছিল, সোজা সামনে গিয়ে দাঁড়ায় সবুজ। বলে, 'কেমন আছ শ্যামলী ?'

যেন ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে ! কিন্তু কিছু বলে না।

সবুজ শ্যামলীর অবস্থা দেখে, মুচকি হেসে বলে, 'চলো।'

সবুজের মুখে 'চলো' শুনেই বোধহয় আরও চমকে ওঠে। বলে, 'চলো মানে ! কোথায় যাব !'

'রমনায়।'

মাথা নিচু করে চমকে বলে, 'রমনায় !'

চমকে উঠে ঠিকই, তাই বলে সবুজের পেছন-পেছন যায় না, তা নয়। প্রথমে সবুজ একটা রিক্সায়, এরপর শ্যামলী অন্য একটা রিক্সায় চেপে, রমনা পার্কে লেকের ধারে নির্জন ঝোপ-ঝাড়ের পাশে গিয়ে বসে।

শ্যামলীকে মাথা নিচু করে আরও দুঃখ ভারাক্রান্ত মুখে বসে থাকতে দেখে সবুজ বলে, 'তোমার মন খারাপ শ্যামলী ?'

সবুজের এ প্রশ্নের উত্তরে, শ্যামলী কিছু বলে না। মাথা নিচু করে নিশ্চুপ বসে থাকে।

শ্যামলীকে চুপচাপ থাকতে দেখে, সবুজ বলে, 'কোথায় যাবে তুমি, বলো শ্যামলী ?'

সবুজের কথা বুঝতে পারে না, তাই বলে, 'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

সবুজ হেসে বলে, 'আমি তোমাকে ভালবাসি শ্যামলী। আমার নিজের জীবনের চেয়েও বোধহয় বেশি ভালবাসি ! এত ভালবাসি যে, যেখানেই যাও না কেন, আমি তোমাকে খুঁজে বের করবই।'

মাথা নিচু করে থাকে। এবারও কিছুই বলে না।
'হ্যাঁ শ্যামলী। হ্যাঁ। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল যেখানেই যাও না কেন, আমি তোমাকে খুঁজে বের করবই।'
মাথা নিচু করে শ্যামলী বলে, 'আপনি আমাকে কেন ডেকেছেন ?'
'কথা আছে।'
'কী কথা ?'
'তুমি ভেবে-চিন্তে বলবে বলে দু'দিনের সময় নিয়েছিলে। শুধু দু'দিন নয়, বোধহয় সাত দিন শেষ হয়ে গেল শ্যামলী।'
নিচু মাথা আরও নিচু করে। কিন্তু কিছু বলে না।
সবুজের যেন তর সয় না। আবার বলে, 'বলো শ্যামলী, কিছু বলো ?'
'কী বলব ?'
'কী বলব মানে ! দু'দিনের সময় নিয়েছ বলার জন্যে। অথচ এখন কি না বলছ কী বলব !'
মাথা নিচু করে শ্যামলী ধীরে-ধীরে বলে, 'আপনি কিন্তু আমাকে তুমি বলছেন। তুমি বলাটা কি ঠিক ?'
শ্যামলীর এ কথায় সবুজের কী হয় কে জানে, লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে বলে, 'বলব। একশ'বার বলব। হাজারবার বলব আমি।'
মাথা নিচু করে শ্যামলী বলে, 'কেন বলবেন ?'
'আমার ইচ্ছে। আমি বলব।'
'আপনার ইচ্ছে মতো সব হবে ?'
'একশ'বার হবে। হাজারবার হবে।'
মাথা নিচু করে বলে, 'আমি আপনাকে ভাল না বাসতে চাইলেও, আপনার ইচ্ছে মতো আমাকে ভালবাসতেই হবে ?'
'হ্যাঁ। হবে ! একশ'বার হবে ! হতেই হবে !'
মাথা নিচু করে দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'আপনার কথা যদি আমি না শুনি, যদি ভাল না বাসি, তাহলে ? তাহলে কী হবে ? আপনি মরে যাবেন ! আপনি মরে গেলে আমার অসুবিধা কী ? দুনিয়ায় কত লোকইতো রোজ মরে যাচ্ছে। যাচ্ছে না বলুন ?'
শ্যামলীর কথা শুনে ভেতরটা যেন দুমড়ে-মুচড়ে যায়। অসহায়ের মতো বলে, 'কেন শ্যামলী ? কী অপরাধ আমি করেছি ? কেন ভালবাসবে না আমাকে, বলো তুমি ?'
শ্যামলী সবুজকে দাঁড়িয়ে অসহায়ের মতো কথা বলতে দেখে বলে, 'আপনি বসুন।'
শ্যামলীর কথা শুনে সবুজ বসে ঠিকই, কিন্তু বসেই বলে, 'বিশ্বাস করো শ্যামলী, আমি তোমাকে ভালবাসি, বড় ভালবাসি।'
শ্যামলীরও হঠাৎ কী হয় কে জানে, মাথা নিচু করে কেন যেন বলে, 'কতটা

ভালবাসেন আপনি আমাকে, বলেন ?'
নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারে না। নিজের কথা শুনে নিজেই যেন চমকে ওঠে। কেন যে হুট করে হঠাৎ একথা বলল, নিজেও বুঝতে পারে না।
শ্যামলীর কথা শুনে সবুজ দ্রুত বলে, 'আমি তোমাকে আমার নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসি শ্যামলী, বিশ্বাস করো তুমি।'
সবুজের এ কথায় শ্যামলী নিরুত্তর থাকে। কেন যেন কিছুই বলে না।
শ্যামলীকে চুপচাপ দেখে, সবুজ আবার বলে, 'তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না শ্যামলী। সত্যি বাঁচব না।'
মাথা নিচু করে শ্যামলী ধীরে-ধীরে বলে, 'ঠিক বলছেন ?'
শ্যামলীর কথা শুনে সবুজ দ্রুত বলে, 'ঠিক শ্যামলী। ঠিক বলছি। বিশ্বাস করো তুমি।'
'আমাকে ছাড়া বাঁচবেন না আপনি ?'
'না শ্যামলী, না। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। কিছুতেই বাঁচব না।'
'আমি বিশ্বাস করি না।'
শ্যামলীর কথা শেষ হতে-না-হতেই, চিৎকার করে বলে, 'কেন শ্যামলী ? কেন ? কেন তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না, বলো ? তাকাও। চেয়ে দেখো আমার এই দুটো চোখের দিকে। দেখো তুমি, আমার এই দু'টি চোখে ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই নেই।'
কী ভেবে এক পলক মাথা তুলে তাকিয়ে দেখেই, আবার মাথা নিচু করে। খানিক বোধহয় কী ভাবে। তারপর বলে, 'আমাকে আজ রাতটা শুধু ভাবতে দিন।'
শ্যামলীর আর একদিন ভাবার কথা শুনে সবুজ বোধহয় ক্ষেপেই যায়। বলে, 'তোমার কথা শুনে আমার খুব রাগ হচ্ছে জানো ?'
'আমি অন্যায় কিছু বলিনি তো। ভাবতে সময় চেয়েছি। তাও শুধু মাত্র একটা রাত।'
উদভ্রান্তের মতো সবুজ খানিক ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলে, 'যদি বলি, আজই বলতে হবে। এখনই, তাহলে ?'
'জোরাজুরি নাকি ?'
'কী ভাববে শ্যামলী ? কী ? কোন দিক দিয়ে আমি তোমার চোখে অপদার্থ ? কোন দিক দিয়ে অযোগ্য, বলো তুমি ?'
মাথা নিচু করে শ্যামলী বলে, 'এ প্রশ্নের উত্তর দিন সাতেক আগে প্রথম দিনই আমি আপনাকে দিয়েছি। আসলে আমিই অযোগ্য।'
দিশেহারা ভঙ্গিতে খানিক মাথা নিচু করে থাকা শ্যামলীর দিকে তাকিয়ে থেকে, সবুজ অসহায়ের মতো বলে, 'যদি বলি আমার চোখে এই পৃথিবীতে তুমিই একমাত্র যোগ্য, তাহলে ? শোনো শ্যামলী, তুমি বিশ্বাস করো—আর নাই করো, এই পৃথিবীতে তোমাকে ছাড়া আর কিছুই চাই না আমি। কাউকেই চাই না।'
'চলুন। উঠা যাক।'

সবুজ দ্রুত বলে, ‘উঠা যাক মানে !’
‘আমি এখন বাড়ি যাব।’
‘চলে যাবে ? কিছুই বলবে না শ্যামলী ?’
‘বলব। কাল বলব।’
‘কাল কি এখানেই আসবে ?’
‘হ্যাঁ। আসব। ঠিক এই সময়, এইখানে। আচ্ছা, আসি।’
‘আসি’ বলে সে আর দাঁড়ায় না। চলে যায়।
শ্যামলীর গমন পথের দিকে তাকিয়ে থেকে এই প্রথম উপলব্ধি করে সবুজ, শ্যামলীকে ছাড়া সত্যি বোধহয় সে বাঁচবে না। দিনের পর দিন মাথা নিচু করে হাঁটা-চলা-ফেরা করা দুঃখী মুখের শ্যামলীকে দেখে প্রথমে বোধহয় সামান্য ভাললাগা, তারপর অল্প-অল্প করে বোধহয় আরও ভাললাগা, শেষমেষ নিজের অজান্তে কখন ভালবেসে ফেলেছে নিজেও বোধহয় জানে না।
অনেক ভেবে বুদ্ধিমান বলে পরিচিত বন্ধু সাজাহানের কাছে, শুধু একটু আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেয়ার বুদ্ধি বাতলে দেয়ার জন্যে ছুটে যাওয়া।
তখনও কী ছাই জানত, এই শ্যামলীই তার জীবন-মরণ হয়ে যাবে। সর্বশেষে এখন এমনই অবস্থা যে, শ্যামলীহীন জীবনকে জীবনই মনে হয় না তার।

নির্দিষ্ট সময়ের ঘণ্টা খানেক আগেই সবুজ রমনা পার্কে লেকের পাড়ে ঝোপ-ঝাড়ের পাশে এসে বসে।

শ্যামলীও আসে। যথাসময়েই আসে।

এসেই মাথা নিচু করে বসে।

সবুজ কথা শুরু করার জন্যে কোনও কথা খুঁজে না পেয়ে বলে, 'কেমন আছ শ্যামলী ?'

শ্যামলী বলে, 'ভাল নেই।'

'কেন শ্যামলী ? কী হয়েছে ? ভাল নেই কেন তুমি ?'

সবুজের এ প্রশ্নের উত্তরে শ্যামলী আর কিছু বলে না। চুপচাপ থাকে।

'কই, বললে না, কী হয়েছে তোমার ?'

এবারও কিছু বলে না। মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে থাকে।

খানিকটা সময় কেটে যায়। দু'জনের কেউ কিছু বলে না।

মাথা নিচু করে থাকা শ্যামলীর দিকে তাকিয়ে সবুজ বলে, 'শ্যামলী !'

শ্যামলী মাথা নিচু করে বলে, 'বলুন ?'

'তুমি গত রাতটা ভাবার সময় নিয়েছিলে এবং আজ —'

মুখের কথা শেষ করতে পারে না। মাথা নিচু করেই শ্যামলী বলে, 'হ্যাঁ। বলেছিলাম। আজ বলব বলেছিলাম।'

'বলো শ্যামলী ?'

খানিক বোধহয় কী ভাবে। ভেবে বলে, 'আমি ভেবে কিছু ঠিক করতে পারিনি।'

'কী বলছ তুমি শ্যামলী !'

'বিশ্বাস করুন, আমি —'

শ্যামলীকে কথা শেষ করতে দেয় না। সবুজ বলে, 'এত প্রাণ দিয়ে ভালবেসেও, তোমার কাছ থেকে সামান্য ভালবাসা পেতে পারি না আমি ? এতটাই অপদার্থ আমি ? এতটাই অযোগ্য ?'

মাথা নিচু করে শ্যামলী বলে, 'আমাকে খুব ভালবাসেন, তাই না ?'

যেন ক্ষেপে যায়। বলে, 'এখনও প্রশ্ন করে তুমি উত্তর জেনে নিতে চাও শ্যামলী, ভালবাসি কি না !'

'আমাকে না পেলে মরে যাবেন আপনি, না ?'

'বিশ্বাস হয় না তোমার ? বিশ্বাস হয় না শ্যামলী ?'

'না।'

'কেন বিশ্বাস করতে পারছ না ? বলো শ্যামলী, বলো তুমি ?'
মাথা নিচু করে খানিক বোধহয় কী যেন ভাবে। ভেবে বলে, 'কারণ, আমার সব কথা শুনলে আমার প্রতি আপনার এই ভালবাসা থাকবে না। উড়াল দিয়ে পালিয়ে যাবে।'
'কিন্তু আমি তো তোমার কোনও কথা শুনতে চাই না শ্যামলী। আমি তো শুধু তোমাকে ভালবাসতে চাই।'
'কিন্তু শুনতে তো হবে।'
'যদি বলি, আমি শুনব না ?'
'কেন শুনবেন না ?'
'আমি না শুনতে চাইলেও শুনতে হবে আমাকে ? বলেছি তো তোমাকে, আমি কিচ্ছু চাই না। কিচ্ছু জানতে চাই না। শুধু তোমাকে চাই, তোমাকে। আর কিচ্ছু না।'
'আমার সম্পর্কে জানতে হবে না আপনাকে ?'
সবুজ দৃঢ়ভাবে বলে, 'না।'
মাথা নিচু করে শ্যামলী খানিক কী যেন ভাবে। তারপর বলে, 'কিন্তু আমার তো একটা অতীত আছে সবুজ ভাই। আজকের এই বর্তমান নিয়েই তো আর আমি নই।'
সবুজ উত্তেজনায় যেন কাঁপতে থাকে। বলে, 'যদি বলি, আমি আজকের এই বর্তমান থেকেই তোমাকে চাই, তাহলে ? তাহলে কী বলবে শ্যামলী ?'
'হয় না। তা হয় না সবুজ ভাই।'
'কেন হয় না বলো ? বলো শ্যামলী ? বলো তুমি ?'
'বাজার থেকে কোনও কিছু কিনতে গেলেও মানুষ দেখে কেনে।'
এত উত্তেজনার মধ্যেও শ্যামলীর কথা শুনে ফিক্ করে হেসে ফেলে সবুজ। বলে, 'আমি তোমাকে দেখেই কিন্তু ভালবেসেছি। না দেখে নয়, শ্যামলী।'
'আমি এখন উঠব।'
শ্যামলীর কথা শুনে সবুজ দিশেহারা ভঙ্গিতে তাকায়। দ্রুত বলে, 'উঠব মানে ! বলছ কী তুমি শ্যামলী !'
মাথা নিচু করে শ্যামলী বলে, 'আপনি আমার কথা যদি না শুনতে চান, বসে থেকে কী লাভ ?'
আবার হেসে ফেলে। হেসে বলে, 'শুনতেই হবে ?'
'হ্যাঁ।'
'বেশ বলো, কী বলবে বলো ? ছাইপাশ যা বলবে সবই শুনতে হবে। তো কান পেতে থাকলাম। বলো তুমি, আমি শুনি।'
'ছাইপাশ নয়। আমার ফেলে আসা জীবন। জীবনের কাহিনী। আমার অতীত। তবে এত কষ্টের, এত দুঃখের অতীত যে, সব বলতে পারব কি না , বলতে গিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলব কি না, জানি না।'

সবুজ দ্রুত বলে, 'তো কী দরকার বলার ? আমি শুনতে চাই না। আমার শোনার এতটুকু আগ্রহ নেই। তবু তুমি বলবে শ্যামলী ?'

'হ্যাঁ, বলব। কারণ, তারপর তো আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন, এরপরও আমাকে ভালবাসা যায় কী যায় না।'

সবুজ হেসে বলে, 'সিদ্ধান্ত তো আমি নিয়েই ফেলেছি। আর কী সিদ্ধান্ত নেব ?'

'সব শুনে সেই সিদ্ধান্ত তো আপনি পরিবর্তনও করতে পারেন।'

সবুজ দৃঢ়তার সঙ্গে বলে, 'না শ্যামলী, করব না। আমি কিছুতেই তা করব না।'

শ্যামলী মাথা নিচু করে বলে, 'করবেন-কী-করবেন না, আমার সম্পর্কে আগে পুরোটা শুনুন, তারপর বলুন সবুজ ভাই। বড় দুঃখী একটা মেয়ে আমি জানেন ? এত দুঃখী যে, ভাষায় বর্ণনা করেও বোধহয় শেষ করা যাবে না। বাংলাদেশের হাজারো গ্রামে যেমন হয়, তেমনি এক দরিদ্র, অশিক্ষা আর কুসংস্কারের গ্রামে আমার জন্ম। বাপ ছিলেন কৃষক। কৃষক মানে ক্ষেতগৃহস্থই বলতে পারেন। বাপের ধানি জমি যা ছিল, তাতে খরা বা বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে, বছরের খোরাক হয়েও বোধহয় খানিকটা বাড়ন্ত হত।'

সবুজ হাসে। হেসে বলে, 'জন্ম থেকেই বলা শুরু করেছ শ্যামলী ?'

'কী করব বলুন ? জন্ম থেকেই জ্বলছি যে।'

সবুজ হেসে আবার বলে, 'তোমার এই জীবনবৃত্তান্ত, তোমার এই সুখ-দুঃখের গল্প, কে শুনতে চেয়েছে বলো ? আমি তো তোমাকে চাই, তোমার অতীতকে নয়।'

মাথা নিচু করে শ্যামলী বলে, 'কিন্তু অতীত ছাড়া তো আমি নই। আর সুখ-দুঃখের গল্প বলছেন কেন ? শুধু দুঃখের গল্প বলুন সবুজ ভাই। কারণ, আমার এই জীবনের পুরোটা গল্প দুঃখের, সম্পূর্ণটাই দুঃখে ভরা।'

সবুজ মুচকি হেসে বলে, 'সুখ আর দুঃখ দুটোই কিন্তু মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। দুটো নিয়েই কিন্তু জীবন। ঘাবড়ে গেলে, মুষড়ে পড়লে চলবে কেন শ্যামলী ?'

'আমি তো সে কথাই বলছি সবুজ ভাই। হ্যাঁ, দুটো নিয়েই একজন মানুষের জীবন। কিন্তু আমি তো কেবল সারাটা জীবন দুঃখের মধ্যে কাটিয়ে গেলাম। সুখের এতটুকু নাগালও পেলাম না। জন্ম থেকেই জ্বলছি শুনে, আপনি হয়তো মনে-মনে হাসছেন।'

'হাসব কেন ? না, হাসিনি। তুমি বলো ?'

'আমার মাকে আমি দেখিনি।'

সবুজ স্বভাবতই অবাক হয়। অবাক হয়ে বলে, 'দেখনি মানে !'

শ্যামলী মাথা নিচু করে বলে, 'আমাকে জন্ম দেয়ার সময়ই আমার মা মারা যান।'

সবুজ বলে, 'তারপর ?'

'তারপর যা হবার তাই হল। বছর ঘুরতে-না-ঘুরতেই বাপ আবার পায়জামা, আচকান পরে পাগড়ি মাথায় দিলেন। ঘরে নতুন বউ এল। ব্যাস, নিজের বাপের ঘরে পর হয়ে গেলাম। সৎ মা'র দু'চোখের বিষ হয়েও আরও বোধহয় বছর

খানেকের মতো ছিলাম। তারপর আর থাকা হল না।'

'তারপর ? তারপর কোথায় গেলে ?'

'আবদুল মজিদ নামে মা'র এক বড় ভাই তখন ঢাকার শান্তিনগর বাজারে একটা ছোট্ট মুদি দোকান করেন। নিঃসন্তান মজিদ মামাই কোলে তুলে নিলেন।'

'তারপর ?'

'মামার বাড়িতে ভাগ্নির এই অনুপ্রবেশকে মামী কিন্তু প্রথমে সহজ ভাবে নিলেন না। তাই বলে নিঃসন্তান মামীর একটা অবোধ শিশু সন্তানের জন্যে মায়া বাড়তেও কিন্তু খুব বেশি সময় লাগল না। যখন পুরোপুরি ভালবেসে মাতৃস্নেহে কোলে তুলে নিয়েছেন, তখনই একদিন কাকরাইলে রিকশায় করে কোথা থেকে যেন ফেরার সময় মামী ট্রাকের নীচে পড়ে হঠাৎ করেই মারা গেলেন।'

'তারপর ?'

'মামাও স্বভাবতই আবার পাগড়ি মাথায় দিলেন। মামার সংসারে এল নতুন মামী। কী দুর্ভাগ্য দেখুন, সেই মামীও নিঃসন্তান অবস্থায় বছর পাঁচেকের মধ্যে একদিন এক দুপুরে নিজের শোবার ঘরে বৈদ্যুতিক শকে মারা যান।'

একটানা কথা বলে শ্যামলী থামে। খানিক বোধহয় কী যেন ভাবে।

সবুজ মাথা নিচু করে শ্যামলীকে ভাবতে দেখে বলে, 'এতে তোমার কী দোষ শ্যামলী ? এর মধ্যে তোমার তো কোনও হাত নেই।'

'সবাই কিন্তু আমাকেই অপরাধী করল। বলল, অপয়া, অলক্ষুণে।'

'বললেই হল অপয়া ! তোমার দোষটা কী ! তুমি কী করেছ বলো ! কারও জন্ম মৃত্যুতে তোমার তো কোনও হাত নেই।'

মাথা নিচু করে ম্লান হাসে। হেসে বলে, 'একটি দুঃখের গল্পের এটা তো কেবল শুরু। আরও আছে, শুনুন।'

সবুজ অবাক হয়ে বলে, 'কী বলছ তুমি শ্যামলী !'

'অবাক হচ্ছেন তো ? জানি, অবাক হবেন।'

শ্যামলীর কথা শুনে, সবুজ বলে, ' ঠিক আছে। তারপর বলো ?'

'মজিদ মামাও যে থেমে থাকলেন তা নয়। আবার পায়জামা-আচকান পরলেন। আবার পাগড়ি মাথায় দিলেন।'

'তৃতীয়বার বিয়ে করলেন ?'

'হ্যাঁ। তৃতীয়বার বাসর ঘরে ঢুকলেন মামা। আমি জীবনে খারাপ মানুষ দেখেছি, আমার এই মামীর মতো খারাপ মানুষ আর দেখিনি। শুরু হল লাঞ্ছনা-গঞ্জনা। শুরু হল অবিরাম চোখের পানিতে এক মানবেতর জীবন-যাপন। এমন একটা দিনও নেই যেদিন শুধু একবার নয়, একাধিকবার মামীর হাতে লাথি-গুঁতো খাইনি।

এতটা শুনবে ভাবেনি। নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সবুজ বলে, 'তারপর ?'

'তারপর অনাদারে-অবহেলায় মামার সংসারে পরিত্যক্ত বাসনকোসনের মতো

বড় হওয়া। তবে এরপরও একটা কথা স্বীকার করতে হবে, মামা আজও আমাকে ভালবাসেন। তাই বলে মামীর অত্যাচার থেকে রক্ষা করার সাহস মজিদ মামা কখনওই দেখাতে পারেননি। আদর করেছেন, তাও মামীর চোখের আড়ালে লুকিয়ে-চুরিয়ে।'

অবাক হয়ে বলে, 'এতটা দুর্বল কেন তোমার মামা ?'

'ভাল মানুষ, অথচ মেরুদণ্ডহীন মানুষ একেই বলে কি না কে জানে।'

সবুজের নিজের ভেতরটাও ভিজে ওঠে না, তা নয়। বলে, 'আশা করি তোমার দুঃখের গল্প বলা শেষ হয়েছে শ্যামলী ?'

শ্যামলী মাথা নিচু করে বলে, 'না।'

অবাক হয়ে বলে, 'আরও আছে !'

'হ্যাঁ, আছে। মামা কিন্তু আমি লেখাপড়া করে বড় হই, এটা মনে-প্রাণে চেয়েছেন। নইলে এ্যদ্দূর পর্যন্ত পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে কখনওই সম্ভব ছিল না। তবে দরিদ্র ছোট্ট মুদি দোকানদার মামা লেখাপড়ার সমস্ত খরচ চালাতে পেরেছেন, তাও নয়। আমি ছোটবেলা থেকে কখনও দুটো, কখনও তিনটা বা চারটা টিউশনি করে নিজের খরচাপাতি যোগাড় করার চেষ্টা করেছি।' শ্যামলী থামে।

সবুজের আর বোধহয় শুনতে ভাল লাগে না। এতটা কষ্ট আর দুঃখের ভার বয়ে বেড়াচ্ছে, আসলে বুঝতে পারেনি। তাই বলে, 'তোমার দুঃখের গল্প এবার বোধহয় শেষ হয়েছে শ্যামলী। প্লিজ, এবার দয়া করে থামো।'

মাথা নিচু করে শ্যামলী বলে, 'খুব খারাপ লাগছে সবুজ ভাই ?'

এ প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়ে সবুজ বলে, 'আমি বলি কী, অনেক হয়েছে। এবার থামো শ্যামলী। প্লিজ, দোহাই তোমার।'

'ভূমিকা শুনলেন, মাঝখানেরটা শুনলেন। শেষটা শুনবেন না, তাই বা কী করে হয় ?'

সবুজ কী আর করে, বলে, 'বলো তুমি ? বেশ, শেষটাও শুনি।'

'মাধ্যমিকে মাত্র এক নম্বরের জন্যে আমার মেধা তালিকায় নাম ছিল না। খুব ইচ্ছে, আরও পড়ি। কিন্তু প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়ালেন মামার তৃতীয় পক্ষ, নিঃসন্তান জদ্দাল মামী। মামীর একটাই কথা, অনেক হয়েছে, এবার বিয়ে দিয়ে দাও। মামাও কী আর করেন, মামীর চাপ সহ্য করতে না পেরে পাত্র খুঁজতে শুরু করলেন। বেশ ক'টা পাত্রের মধ্য থেকে বেছে এক ধনীর দুলালকে আমার জন্যে নির্বাচনও করা হল।'

সবুজের যেন কৌতূহলের সীমা-পরিসীমা থাকে না। দ্রুত বলে, 'তারপর !'

'তারপর আর কী, বাংলাদেশের হাজারো মেয়ের যা হয়, আমার ভাগ্যেও তাই হল।'

দ্রুত বলে, 'বলছ কী শ্যামলী !'

মাথা নিচু করে ওড়নার আঁচলে চোখ মোছে। কখন কেঁদে ফেলেছে, বোধহয়

বলতেও পারবে না। চোখ মুছে বলে, 'পাত্রীর ইচ্ছে-অনিচ্ছার যেন কোনও দামই নেই। কেউ জিজ্ঞেস পর্যন্ত করল না, শ্যামলী, তুমি এ বিয়েতে রাজি আছ কি না !'

শ্যামলী থামে। শ্যামলীকে থামতে দেখেই সবুজ বলে, 'শ্যামলী, তুমি কী বলছ এসব ! তার মানে বিয়ে হয়ে গেছে তোমার !'

মাথা নিচু করে শ্যামলী বলে, 'খুব কষ্ট হচ্ছে সবুজ ভাই ? হ্যাঁ। বিয়ে হয়ে গেছে। তবে আমার এখন কোনও স্বামী নেই। কেমন অদ্ভুত, তাই না ?'

বিস্ময়ের যেন শেষ থাকে না। বলে, 'কী বলছ তুমি ! আমি তো মাথা-মুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'বিশ্বাস করবেন আপনি, বিয়ে হতে-না-হতেই বিধবা হয়েছি আমি ?'

মুখ দিয়ে আর কথা বের হয় না। যেন থ' হয়ে যায় সবুজ।

শ্যামলী চোখের জল মুছে আবার বলে, 'কেমন দুর্ভাগ্য দেখুন, বড়লোকের এক হেরোইন আসক্ত ছেলের সঙ্গেই আমার বিয়ে হয়ে গেল।'

'তোমার মামা এ বিয়েতে রাজি হলেন কেন !'

'ছেলে যে নেশাগ্রস্ত মামা তা জানতেন না। ছেলের মা-বাবার ধারণা ছিল, ঘরে বউ এলে ছেলের এই আসক্তি বোধহয় আর থাকবে না।'

শ্যামলী থামে।

একটা অসহনীয় কষ্ট যেন দ্রুত রক্তের মধ্যে ছড়িয়ে যায় সবুজের। কী বলবে তাও যেন বুঝতে পারে না।

শ্যামলী বলে, 'বিয়ে হয়েছে। অথচ নিজেকে বিধবা বললাম কেন জানতে চাইলেন না ? বিয়ের পর-পরই বর-বধূ দু'জন মিলে মধুচন্দ্রিমায় গিয়েছিলাম সুদূর সিঙ্গাপুর। কিন্তু দু'জন আর ফিরলাম না। ফিরলাম একজন। পাঁচ তারকা হোটেলে গভীর রাতে ভীষণ শব্দে ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখি, মেঝের কার্পেটে, এখানে-ওখানে জানালার কাঁচ ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে পড়ে আছে। বিছানা থেকে নেমেই বুঝতে পারি, হোটেল কক্ষ থেকে নীচে লাফিয়ে পড়েছে আমার মাদকাসক্ত স্বামী। ব্যাস, যা হবার তাই হল। আমি আবার ফিরে এলাম মামার বাড়ি। মামীর দুই রক্তচক্ষুর সামনে।'

দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে এদিক-ওদিক তাকায় সবুজ। সে বুঝতে পারে না, এখন কী বলা উচিত, কী বলবে !

মাথা নিচু করে হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে শ্যামলী, 'আমি এখন যাব, সবুজ ভাই।'

সবুজের হঠাৎ কী হয় কে জানে, কেন যেন ভয়ানক রেগে যায়। রেগে বলে, 'যাব মানে !'

'বারে, আমাকে বাড়ি যেতে হবে না, বলেন ?'

দাঁতে দাঁত চেপে সবুজ চিবিয়ে-চিবিয়ে বলে, 'কী মনে করো তুমি ! কী মনে করো তুমি নিজেকে !'

মাথা নিচু করে শ্যামলী বলে, 'আপনার কথা আমি বুঝলাম না, সবুজ ভাই।'
'নিজেকে খুব সুন্দরী ভাব তুমি, রূপসী ভাব, তাই না শ্যামলী ?'
'মনে করি না। একদম মনে করি না। বিশ্বাস করুন।'
'হ্যাঁ, হ্যাঁ। অনেক অহংকার তোমার। অনেক।'
মাথা নিচু করে শ্যামলী দৃঢ়ভাবে বলে, 'কথাটা ঠিক নয়, সবুজ ভাই।'
'করো। নিজেকে অনেক সুন্দরী, অনেক রূপসী মনে করো তুমি।'
মাথা নিচু করেই ছিল। এবার মাথা তুলে এক পলক তাকায়। তারপর আবার মাথা নিচু করে বলে, 'আমি একটা শ্যামলা মেয়ে। সব হারানো এক দুঃখী মেয়ে আমি। কেন আমাকে এভাবে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে কষ্ট দিচ্ছেন, সবুজ ভাই ?'
রাগে বিড়বিড় করে সবুজ বলে, 'এমন মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি। একটা বাজে মেয়ে, একটা অহংকারী মেয়ে !'
মাথা নিচু করে ম্লান হাসে। ম্লান হেসে বলে, 'ভালবাসার অচিন পাখি উড়ে গেল তো ? আমি কিন্তু জানতাম, এই হবে।'
শ্যামলীর কথা শুনে রেগেমেগে আগুন হয়ে বলে, 'ভালবাসার কতটুকু বোঝো তুমি ? কতটুকু বোঝো, বলো শ্যামলী ?'
'সত্যি কথা বলব ?'
'বলো ?'
মাথা নিচু করে ওড়নার আঁচলে চোখ মোছে। কখন আবার কেঁদে ফেলেছে বলতেও পারবে না। চোখ মুছে বলে, 'জন্মের পর থেকে মা'র ভালবাসা, কিংবা পিতার স্নেহ কিছুই দেখা হয়নি। বড় দুঃখে, বড় কষ্টে, বড় অনাদরে এটুকু পথ পাড়ি দিয়ে, এতদূর এসেছি আমি। একটু ভালবাসার ঝিলিক যা দেখেছি, তাও আপনার দু'চোখে। দয়া, মায়া, ভালবাসা জীবনভর এই দুঃখী মেয়েটার দেখাই হয়নি বলতে পারেন। ভালবাসা বুঝি, কী করে বলি বলুন, সবুজ ভাই ?'
শ্যামলীর চোখের জলে বলা প্রতিটি শব্দ অন্তরের ভেতরে গিয়ে লাগে। কী ভেবে ক্রন্দনরত শ্যামলীর দিকে তাকায়। খানিক তাকিয়ে থেকে নিজের অজান্তেই অস্ফুট স্বরে বলে, 'শ্যামলী !'
ওড়নায় চোখ মুছে শ্যামলী বলে, 'বলুন ?'
আবেগে, উত্তেজনায় যেন কাঁপতে থাকে সবুজ। মাথা নিচু করে মুখোমুখি বসে থাকা ক্রন্দনরত শ্যামলীর দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমি তোমাকে ভালবাসি শ্যামলী। সত্যি ভালবাসি।'
শ্যামলী দ্রুত বলে, 'এখনও ?'
ফিস্‌ফিস্ করে বলে, 'এখনও বলছ কেন শ্যামলী ? না। বিশ্বাস করো, তোমার জন্যে আমার ভালবাসায় এখনও-তখনও বলে কিছু নেই। আমার গত দিনের ভালবাসা, আর সব শুনে আজকের ভালবাসায় কোনও প্রভেদ নেই। বিশ্বাস করো। বিশ্বাস করো তুমি শ্যামলী।'
মুখ তুলে তাকায়। মুখোমুখি বসা সবুজের মুখের দিকে তাকিয়ে বোধহয় কী যেন

খোঁজে। সুতীক্ষ্ণ চোখে খানিক তাকিয়ে থেকে, আবার মাথা নিচু করে বলে, 'বিশ্বাস করব ! কী বিশ্বাস করব ! কী করে বিশ্বাস করি বলেন, এরপরও আপনি আমাকে ভালবাসবেন ?'

শ্যামলীর কথা শুনে উদভ্রান্তের মতো তাকিয়ে থেকে বলে, 'কী হলে তুমি বিশ্বাস করবে শ্যামলী ? বলো, কী হলে ?'

জলে ডোবা দু'টি চোখ তুলে তাকায়। ফ্যালফ্যাল করে খানিক তাকিয়ে থেকে বলে, 'একটা দুঃখী মেয়ে আমি। অনেক কষ্ট আর অবহেলা পেয়েছি জীবনে। এত ভালবাসা দেখেও বিশ্বাস করতে বড় কষ্ট হয়, সবুজ ভাই।'

অপরিসীম উত্তেজনায় যেন কাঁপতে থাকে সবুজ। বলে, 'শুধু আজ নয়। চিরদিন, চিরকাল আমি তোমাকে ভালবাসব। ঠিক এই ভাবে ভালবাসব শ্যামলী।'

অফুরান আবেগে শ্যামলীও বোধহয় কাঁপতে থাকে। দ্রুত বলে, 'আমিও—'

'আমিও' বলে শ্যামলীকে থেমে যেতে দেখে, সবুজ দ্রুত বলে, 'বলো শ্যামলী ? থামলে কেন তুমি ? বলো ?'

মাথা নিচু করে কোনও মতে বলে, 'আমিও আপনাকে চিরদিন ভালবাসব।'

আকাশের চাঁদ হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলেও, সবুজ এত খুশি হত কি না কে জানে ! আবেগ, উত্তেজনায় ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে, 'আপনি নয়, তুমি। তুমি বলো শ্যামলী।'

দুঃখী মুখে বোধহয় এক চিলতে হাসি ফোটে। বলে, 'আজ বলতে পারব না।'

আবার ক্ষেপে যায় সবুজ। বলে, 'কেন ?'

'দু'একদিনও সময় দেবেন না, এটা কী বলছেন ?'

'দেবেন না নয়। দেবে না বলবে এবং আজই বলবে তুমি। এক্ষুণি বলবে তুমি। তোমার কোনও আরগুমেন্ট, কোনও কথা আর আমি শুনব না। বলো ? বলো তুমি ?'

'কী বলব ?'

'বলো, আমি তোমাকে ভালবাসি।'

এতক্ষণ ধরে চোখে যে জল ছিল, তা কোথায় উধাও হয়ে যায় কে জানে ! অজান্তেই রক্তের মধ্যে যেন অফুরন্ত এক খুশি রিমঝিম বেজে ওঠে। কান্নাকাটি নয়, ফিক্‌ করে হেসে ফেলে। মাথা নিচু করে ধীরে-ধীরে কোনও মতে বলে, 'আমি তোমাকে ভালবাসি।'

হাসতে-হাসতে বলে শ্যামলী। বলেই অপরিসীম এক লজ্জায় নিজের দু'হাত দিয়ে, নিজেই দ্রুত নিজের চোখ ঢাকে।

অফুরান এক খুশির বন্যায় সবুজও যেন ভেসে যায়। বুঝতে পারে না সবুজ, কেন রক্তের মধ্যে এত খুশি রিমঝিম বেজে উঠেছে ! কেন এত খুশি লাগছে !

সবুজের বাবার নাম আবদুর রহমান। পেশায় তিনি উকিল। উকিল মানে, যেনতেন প্রকারের উকিল বা বটতলার উকিল নন। ডাকসাইটে উকিল বলতে যা বোঝায়, ঠিক তাই।

কুমিল্লার টমসম ব্রিজের কাছে বাসা। বাসার সামনে সুপরিসর উঠান। উঠান ঘেঁষে চেম্বার। চেম্বারে মোটা-মোটা আইনের বইয়ে ঠাসা বেশ ক'টা বড়সড় আলমারী। ক্রিমিনাল কেসের জন্যে খুব নাম-ডাক সবুজের বাবা আবদুর রহমানের। সকাল-সন্ধ্যা পুরানো-নতুন মক্কেলরা চেম্বারে জায়গা না পেয়ে আশে-পাশেও ভিড়ভাট্টা করে থাকে। সকাল-সন্ধ্যা চেম্বারের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, কী ব্যস্ত একজন উকিল তিনি !

ক্রিমিনাল মামলার অত্যধিক যশের কারণে শহর জুড়ে মানুষ কখন থেকে, ক্রিমিনাল ল-ইয়ার আবদুর রহমানের নামের সঙ্গে ল-ইয়ার শব্দটা বাদ দিয়ে দিয়েছে কেউ জানে না।

এখন মানুষ শুধু সংক্ষেপে ক্রিমিনাল আবদুর রহমান বলে।

শুনে প্রথম-প্রথম পঞ্চাশোর্ধ উকিল আবদুর রহমানের একেবারে খারাপ লাগত না তা নয়। কিন্তু এখন আর তাও লাগে না। এখন ভাবেন, লোকজন বলছে, বলুক না। ক্ষতি কী ?

কুমিল্লা শহরের ডাকসাইটে উকিল আবদুর রহমানের দুই ছেলে এবং দুই মেয়ে। ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সবুজ এবং সতেজ- দু'ছেলেই শুধু মেধাবী নয়, বেশ মেধাবী।

সবুজ জীবনে কোনও পরীক্ষায় কখনও দ্বিতীয় হয়নি। সতেজ অবশ্য মাধ্যমিকে মেধা তালিকায় তৃতীয় হয়েছে, প্রথম বা দ্বিতীয় নয়।

তবে মেয়ে দুটো লেখাপড়ায় যাকে বলে অষ্টরম্ভা। প্রথমজন প্রথম ও দ্বিতীয়বার মাধ্যমিকে অকৃতকার্য হয়ে, তৃতীয়বার কোনও মতে টেনেটুনে তৃতীয় বিভাগে পাস করে।

প্রথম মেয়ে নাভিলার বিদ্যার দৌড় আন্দাজ করতে খুব বেশি অসুবিধা হয় না, বুদ্ধিমান উকিল আবদুর রহমানের। বার-বার ফেল করার চেয়ে মেয়ের সুপাত্র দেখে বিয়ে দিয়ে দেয়াটাকে তিনি স্বভাবতই শ্রেয় মনে করেন। তাই কালবিলম্ব না করে, চট্টগ্রামের এক বড়সড় সওদাগরের তৃতীয় বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক পাস ছেলের হাতে নাভিলাকে তুলে দিলেন তিনি।

নাভিলার বিয়ে হয়েছে প্রায় পাঁচ বছরের মতো। সে বেশ সুখেই আছে। ইতিমধ্যে

চাঁদের টুকরোর মতো এক কন্যারও মা হয়েছে সে।
ছোট মেয়ের নাম জামিলা।
কিশোরী জামিলার সবচেয়ে প্রিয় জিনিসগুলি হচ্ছে- খাওয়া, ঘুম ও অবিরাম হিন্দি ছবি দেখা। চকলেট, মিষ্টি, আইসক্রিম এইগুলি হচ্ছে তার প্রিয় খাবারগুলির অন্যতম। অনেক রাত অবধি জেগে থেকে বিভিন্ন স্যাটেলাইট চ্যানেলে এক বা একাধিক হিন্দি সিনেমা না দেখে বিছানায় গেলে তার যেন ঘুমই হবে না। ঘুমাবেও সকাল দশটা কী সাড়ে দশটা পর্যন্ত।
ফলে, গত বাৎসরিক পরীক্ষায় স্বভাবতই আর ক্লাশ নাইন থেকে ক্লাশ টেন-এ ওঠা হয়ে ওঠে না। অঙ্ক এবং ইংরেজি দুটোতেই ফেল মারে। ক্লাশ নাইনের চৌকাঠ আর পেরোনো হয় না; আটকে যায়।
রেজাল্ট শুনে 'পাজি মেয়ে' বলে, এমন কান মলা দিয়েছিলেন উকিল আবদুর রহমান যে, বেশ কিছু দিন ধরে দু'কান লাল হয়েছিল।
সঙ্গত কারণেই দুই মেয়ের ওপর ভরসা হারিয়ে, ছেলে দুটোকে নিয়ে উকিল আবদুর রহমানের স্বপ্ন দেখার শেষ নেই। বিশেষ করে সবুজকে নিয়েই তিনি স্বপ্ন দেখেন বেশি।
নিজে সারা জীবন কালো গাউন পরে আদালতে ওকালতি করার কারণে কি না কে জানে, এই কালো গাউনটার প্রতি বড় বেশি ভালবাসা উকিল আবদুর রহমানের। সবুজকে তিনি ব্যারিস্টার হতে বিদেশে পাঠাবেন, এই স্বপ্নটাও তাঁর অনেক দিনের।
সবুজ ব্যারিস্টার হবে, কালো গাউন পরে 'মাননীয় আদালত' বলে হাইকোর্ট অথবা সুপ্রীম কোর্টে বড়-বড় মামলা লড়বে। অন্তরের মধ্যে পোষা ময়নার মতো পুষে রাখা স্বপ্নটার কথা ভাবতে গেলেই, বুকের গভীরে অপরিসীম এক আনন্দের শিহরণ অনুভব করেন তিনি।
কিন্তু পিতার এই স্বপ্নটা বা ইচ্ছেটার সঙ্গে সবুজ একমত হতে পারে না। সবুজের একদম ইচ্ছে নয়, আইন পেশায় যোগ দেয়।
সেদিন রমনা পার্কে লেকের ধারে, নির্জনে মুখোমুখি বসে সবুজ তাই বলে, 'জানো শ্যামলী, আমার বাবার ইচ্ছে আমি আইন পেশায় যোগ দেই।'
শুনে শ্যামলী বলে, 'বেশ তো, যোগ দেবে। পিতার আদেশ অমান্য করবে, তা তো নয়।'
'করব। ঠিক করেছি, অমান্যই করব।'
মুচকি হেসে শ্যামলী বলে, 'অবাধ্য পুত্র বোধহয় একেই বলে।'
সবুজ হাসে। হেসে বলে, 'বাধ্য হচ্ছি অবাধ্য হতে, বুঝলে সুন্দরী ?'
'একটা শ্যামলা মেয়েকে এভাবে যখন-তখন সুন্দরী বলো কেন তুমি, বলো তো ?'
'কারণ সেই শ্যামলা মেয়েটা, আমার চোখে বিশ্ব সুন্দরীর চেয়েও সুন্দরী যে।'
'ছাই সুন্দরী ! তোমার মাথা-মুন্ডু সুন্দরী ! তা অবাধ্য হতে কেউ বাধ্য হয়

নাকি ? বললে বটে ! এমন কথা জন্মেও শুনিনি বাপু।'
'তা অবাধ্য হওয়ার কারণটা কি বলব ম্যাডাম ?'
'বলো, শুনি ? শুনে মন-প্রাণ সার্থক করি।'
'পিতার আদেশে রামায়ণের রামের মতো বনবাসে যেতে পারব না। সেজন্যে পিতার এই আদেশ অমান্যের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'
শ্যামলী অবাক হয়ে বলে, 'রামের মতো বনবাসী হবে কেন তুমি !'
সবুজ মুচকি হেসে বলে, 'তুমি কী বলো, ব্যারিস্টারি পড়তে ইংল্যান্ড যাব, নাকি যাব না ? তুমি যা বলবে, তাই করব।'
কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়ে। দ্রুত বলে, 'ইংল্যান্ড যাবে মানে ! বলছ কী তুমি !'
'এই বনবাসে যাওয়ার আগে বিয়ে করারও কোনও বুদ্ধি দেখছি না। সুতরাং সীতাকে বগলদাবা করে নিয়ে যাবারও কোনও প্রশ্নই ওঠে না। যেতে হবে কিন্তু একাই।'
'তার মানে ! কী বলছ তুমি এসব !'
সবুজ হেসে বলে, 'সে কথাই তো বলছি ম্যাডাম, এ আদেশ মান্য করার কোনও অবকাশ নেই। আমার দিল সাফ, কথাও সাফ। তুমি আমার বিরহ সহ্য করতে পারলেও, আমি কিন্তু পারব না।'
শ্যামলী দ্রুত বলে, 'আমি পারব কে বলল তোমাকে ? বললেই হল, না ? বরং তুমি পারবে।'
'হ্যাঁ। পারব তো নিশ্চয়ই।'
শ্যামলী অবাক হয়ে বলে, 'কী বলছ তুমি !'
সবুজ মুচকি হেসে বলে, 'সহ্য করতে পারব না কেন বলো ? পাগল-টাগল হয়ে গেলে, ঠিকই সহ্য করতে পারব।'
'পাগল হবে কেন তুমি ! কী ! বলছ কী এসব !'
'সমস্ত ইংল্যান্ড জুড়ে সুন্দরীরা কিলবিল-কিলবিল করছে, জানো তো ? ওরা আমাকে ছাড়বে ভেবেছ তুমি ?'
'ছাড়বে না !'
'না। কিছুতেই ছাড়বে না।'
'তার মানে হচ্ছে, আমাকে ভুলে যাবে তুমি !'
সবুজ হেসে বলে, 'হ্যাঁ। যাবই তো।'
শ্যামলী দ্রুত বলে, 'এমন মানুষ তুমি !'
সবুজ মুচকি হেসে বলে, 'বারে, এত সুন্দরীর পাল্লায় পড়লে, আমার মাথা ঠিক থাকবে নাকি ? মাথাটাই তো একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।'
শ্যামলী অভিমান করে বলে, 'এই তোমার কথা ! এমন মানুষ তুমি ! ছি !'
সবুজ হেসে বলে, 'ছাড়বেই বা কেন বলো ? ওরা কত ভাল। বাঙালি মেয়েদের মতো নাকি ওরা ? খুবই ভাল, খুবই উদার ওরা।'

শ্যামলী এবার সত্যি রেগে যায়। রেগে বলে, 'খুবই উদার, না ?'
সবুজ বলে, 'উদারই তো।'
শ্যামলী রেগে বলে, 'পটাপট কাপড় খুলে ফেলতে পারলেই উদার হওয়া যায়, না ?'
শ্যামলীর রাগ টের পেয়ে, সবুজ ভেতরে-ভেতরে মজাই পায়। বলে, 'হ্যাঁ। ওরা বাঙালি মেয়েদের মতো এত সংকীর্ণ নয়।'
আর পারে না, শ্যামলী এবার যেন ফোঁস করে ওঠে। বলে, 'নষ্টামি, বদমাইশি করতে পারলেই উদার হয়। না করতে পারলেই সংকীর্ণ হয়ে যায়, না ? বদমাইশ আর কাকে বলে !'
'আমার দিল সাফ, কথাও সাফ। আমি ইংলিশ মেয়েদের এই উদারতা বড় বেশি পছন্দ করি। বাঙালি মেয়েদের ধানাইপানাই একদম পছন্দ করি না।'
'আমারও দিল সাফ, কথাও সাফ। আমি স্বামী ছাড়া আর কারও সঙ্গে বিছানায় যাওয়ার কালচার ঘৃণা করি। আমি বাঙালি মেয়ে। মাছ-ভাত আমার পছন্দ। আমি পায়ে আলতা মাখতে চাই। দু'চোখে কাজল দিতে চাই। খোঁপা বেঁধে সেই খোঁপায় সুগন্ধি ফুল গুঁজতে চাই। শাড়ি আমার প্রিয় পোশাক। ধানাইপানাই বলো আর যাই বলো, নেংটো হওয়া কালচার কোনও বাঙালি মেয়েই পছন্দ করে না। আমিতো করিই না।'
সবুজ হেসে বলে, 'সুযোগ পেয়েই একটা বক্তৃতা ঝেড়ে দিলে, না ? তোমার এই নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা শুনে আমার কেমন লাগছে জানো ?'
'কেমন লাগছে ?'
'পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে। অসহ্য লাগছে। অবশেষে বুঝলাম, ট্রিপিক্যাল বাঙালি মেয়েদের মতো তুমিও বড় অনুদার, বড় সংকীর্ণ শ্যামলী।'
শ্যামলী হেসে বলে, 'তুমি দোয়া করো।'
সবুজ স্বভাবতই অবাক হয়ে বলে, 'দোয়া ! হঠাৎ দোয়া কেন, বলো তো ?'
ঘোরলাগা পিঙ্গল চোখে তাকিয়ে শ্যামলী বলে, 'সংকীর্ণ বলো, আর যাই বলো, চিরদিন যেন এরকমই থাকি। দোয়া করো তুমি। তোমাকে ছাড়া এ জীবনে যেন আর কোনও পুরুষকে ভুলেও স্পর্শ না করি।'
সবুজ দ্রুত বলে, 'ও দোয়া তোমার চাইতে হবে কেন ? রোজ এ যে আমি মন থেকেই করি। তাছাড়া আর কারও সঙ্গে লটরপটর করলে তোমাকে ছাড়ব নাকি আমি ? খুন করে ফেলব না একেবারে।'
একইরকম ঘোরলাগা চোখে তাকিয়ে শ্যামলী বলে, 'তুমিও কিন্তু এ জীবনে আর কাউকে ছোঁবে না। এই আমি বলে দিলাম, ব্যাস।'
সবুজ হেসে বলে, 'ওয়ান ফট্টি ফোর বা তার চেয়েও বড় কার্ফু জারি করেও কোনও লাভ হবে না।'
শ্যামলী অবাক হয়ে বলে, 'কেন !'
সবুজ মুচকি হেসে বলে, 'তোমার নির্দেশ অমান্য করব, তেমন ইচ্ছে আমার

নেই। কিন্তু সাদা চামড়ার সুন্দরীগুলি আমাকে ছাড়বে ভেবেছ ?'
শ্যামলী রেগে কটমট করে তাকায়। তাকিয়ে বলে, 'আগে বলেছি বদমাইশ। এখন বলছি, তুমি একটা আস্ত লুচ্চা, চরিত্রহীন।'
সবুজ হেসে বলে, 'এত বিশেষণের দরকার ছিল না। লুচ্চা বললেই হত। চরিত্রহীন বিশেষণটা অতিরিক্ত হয়ে গেল।'
শ্যামলী আনমনা হয়ে খানিক কী যেন ভাবে, তারপর বলে, 'আমি জানি, ঐ হোয়াইট স্কিনের লম্পট মেয়েগুলি তোমার মাথা ঠিকই চিবিয়ে খাবে।'
সবুজ শ্যামলীর কথা শুনে ফিক্ করে হেসে ফেলে। হেসে বলে, 'সে কথাই তো এতক্ষণ ধরে বলছি আমি। তোমার তো কানেই যাচ্ছে না।'
সবুজকে হাসতে দেখে শ্যামলী ভেতরে-ভেতরে ক্ষেপে-টেপে আগুন হয়ে যায়। রেগে-মেগে বলে, 'হাসছ কেন ! এই, হাসছ কেন তুমি !'
'আমার কথাই তো শেষমেষ তুমি বললে কিনা, সেজন্যেই হাসছি। সকল কথার শেষ কথা হল, আমি ভাল থাকতে চাইব। কিন্তু ঐ লুচ্চা মেয়েগুলিই আমাকে ভাল থাকতে দেবে না। নষ্ট করে তবে ছাড়বে।'
কটমট করে তাকায়। তাকিয়ে বলে, 'নিজে নষ্ট না হলে, কেউ কাউকে নষ্ট করতে পারে কখনও, বলো ?'
শ্যামলীর এ প্রশ্নের উত্তরে সবুজ মুচকি হেসে বলে, 'আরে, কত মুণি-ঋষিদেরও ধ্যান ভঙ্গ হয়েছে, আমি তো কোন ছার !'
শ্যামলী মাথা নিচু করে খানিক কী যেন ভেবে, মাথা তুলে তাকায়। খানিক ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলে, 'শোনো !'
সবুজ দ্রুত বলে, 'বলো শ্যামলী ?'
'তুমি যাবে না। যাবে না। যাবে না।'
সবুজ ঠোঁটের ফাঁকে একচিলতে দুষ্টুমির হাসি ঝুলিয়ে বলে, 'আমাকে আমার বাবার অবাধ্য হতে বলো তুমি ?'
'হ্যাঁ। যাবে না। যাবে না। তুমি যাবে না।'
'আমিও তো সে কথাই বলি শ্যামলী। আমি যাব না। যাব না। যাব না।'
'তুমি চলে গেলে, আমি বাঁচবই না। মরে যাব। নির্ঘাত দম বন্ধ হয়ে মরে যাব।'
সবুজ হেসে বলে, 'ভয়ে আর আতংকে, না ? ওরা আমার মাথা চিবিয়ে খাবে, এই জন্যে তুমি মরে যাবে, তাই না ?'
ঘোরলাগা দু'টি পিঙ্গল চোখে অপলক তাকিয়ে শ্যামলী বলে, 'ভয়ে নয়, আতংকেও নয়, ভালবাসায়। তুমি বেশ ক'বছরের জন্যে চলে যাবে, ভাবতে গেলেই আমার বুকটা কেঁপে ওঠে।'
সবুজও মুগ্ধ দুটো চোখ তুলে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে বলে, 'তুমি আমাকে এত ভালবাস শ্যামলী ?'
মাথা নিচু করে শ্যামলী বলে, 'ভাল যখন বেসেছি, তখন কম ভালবাসব কেন ?'
'হ্যাঁ, তাই শ্যামলী, তাই। জীবনভর আমরা কেউ কাউকে কম ভালবাসব না।

সারা জীবন একইরকম ভালবাসব।'
সবুজেরও যেন ঘোর লেগেছে। ঘোরলাগা চোখে তাকিয়ে খানিক থেমে আবার বলে, 'শ্যামলী !'
শ্যামলী দ্রুত বলে, 'বলো ?'
'আমার জীবন থেকে তুমি কখনও হারিয়ে যাবে না তো ?'
শ্যামলী মাথা নিচু করে ধীরে-ধীরে বলে, 'তুমি ছাড়া আর কে আছে আমার ? এই দুনিয়ার তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। জীবন বলো, মরণ বলো, সবই তো তুমি। শুধু তুমি। তোমার কাছ থেকে হারিয়ে কোথায় যাব আমি, বলো ?'
শ্যামলী অবচেতন মনে একটা দু'টো করে ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে লেকের শান্ত নীল জলে ছুঁড়ে মারে। ঢিল পড়ে লেকের জলে টুপটুপ করে শব্দ হয়।
লেকের জলের দিকে তাকিয়ে আনমনে কী যেন ভাবে সবুজ। খানিক ভেবে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে, 'শ্যামলী !'
মাথা নিচু করেই ছিল। সবুজের ডাক শুনে মাথা উঁচু করে বলে, 'বলো ?'
'কোথা থেকে কী হয়ে গেল, তাই না ?'
'হ্যাঁ। কোথা থেকে কী হয়ে গেল। বুঝতেও পারলাম না।'
'সাজাহানই আসলে এই উপকারটা করেছে।'
'উপকার, নাকি অপকার কে জানে !'
শ্যামলীর কথা শুনে দ্রুত বলে, 'উপকার। উপকার। উপকার। হাজারবার উপকার।'
শ্যামলী হেসে বলে, 'সাজাহান ভাই আসলে একটা বিশ্বসেরা মিথ্যুক। আমাকে ডেকে একদিন বললেন, তোমার নাম শ্যামলী, তাই না ? আমি বললাম, জ্বি, আমার নাম শ্যামলী রহমান। বললেন, তোমার জন্যে একটা মেধাবী জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তা কি তুমি জানো না ? আমি বললাম, না, জানি না। এরপরও ইনিয়ে-বিনিয়ে আরও কত কী বললেন তার ঠিক-ঠিকানা নেই। তারপর তোমার কাছেই শুনেছি, সব বোগাস কথা।'
সবুজ হেসে বলে, 'বন্ধু সাজাহানকে সালাম, সালাম, হাজার সালাম।'
শ্যামলীও হাসে। হেসে বলে, 'তবে হ্যাঁ, স্বীকার করতেই হবে সাজাহান ভাইয়ের সত্যি কেরামতি আছে। মিথ্যেকে এমন ভাবে বলেছেন, আমি তো ভেবেছি পুরোটাই সত্যি না হয়ে আর যায় না। বললেন, তুমি নাকি পটাসিয়াম সায়েনাইড কিনেই রেখেছ, খালি গেলার অপেক্ষা। শুনেই আমার পিলে চমকে উঠল। ব্যাস, পড়ি-কি-মরি করে ছুটে গেলাম।'
'সত্যি গ্রেট বোধহয় একেই বলে। সাজাহান আমার ইয়ার মেট, বন্ধু। নইলে ওকে রোজ সকাল-বিকেল পা ছুঁয়ে সালাম করতাম আমি।'
শ্যামলীর হঠাৎ কী হয় কে জানে। পিঙ্গল দুটো চোখে তাকিয়ে বলে, 'একটা কথা বলব তোমাকে ? আবার কিছু মনে করবে না তো ?'
সবুজ স্বভাবতই বলে, 'মনে করব কেন ? তুমি বলো ?'

'খেলতে-খেলতে ভালবেসে ফেলেছ। একদিন হঠাৎ খেলার শখ ফুরিয়ে গেলে, আবার ছুঁড়ে ফেলে দেবে না তো ?'
শ্যামলীর কথায় সবুজ ভেতরে ভেতরে যার-পর-নাই রেগে যায়। দাঁতে দাঁত চেপে চিবিয়ে-চিবিয়ে বলে, 'কী বলতে চাও তুমি !'
'ভয়। বড় ভয় আমার।'
সবুজ একইরকম রেগে-মেগে বলে, 'কিসের এত ভয় তোমার, বলো !'
'তোমাকে হারাবার ভয়। খেলতে-খেলতে ভালবেসেছ। একদিন খেলনা ভেবে যদি ছুঁড়ে ফেলে দাও, তাহলে ?'
'এত ভয় তোমার শ্যামলী ! আমাকে বিশ্বাস করো না তুমি, বলো ?'
'তোমাকে বিশ্বাস না করলে, আমার আর থাকে কী, তুমি বলো ?'
'তবে কিসের এত ভয় তোমার শ্যামলী ?'
'ভালবাসা তো দূরের কথা, কত লাথি-গুঁতো, কিল-চড় খেয়ে বড় হয়েছি। তুমি জানো না।'
কথা শেষ করতে পারে না, মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে সবুজ বলে, 'এত ভয় তোমার ? বিশ্বাস করো শ্যামলী, দেখে নিও, তুমি ঠকবে না।'
কখন কেঁদে ফেলেছে, নিজেও জানে না। দুটো জলেডোবা চোখ তুলে বলে, 'আমিও তোমাকে ঠকাব না। কখনও না। কোনওদিন না। দেখে নিও তুমি।'
সবুজ হেসে বলে, 'তোমার ওপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে শ্যামলী। তোমাকে আমি যতটা ভালবাসি, ঠিক ততটাই বিশ্বাস করি।'
সবুজের এ কথার উত্তরে শ্যামলী মাথা নিচু করে চুপচাপ থাকে। কেন যেন কিছু বলে না।
রমনা পার্কের ঘাসের ওপর শেষ বিকেলের এক চিলতে মরা রোদ গায়ে মেখে, দু'জন মুখোমুখি বসে থাকে।
বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে।
পার্কের সবুজ গাছ-গাছালির ওপর দিয়ে ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখিরা ঘরে ফেরে। এক পা-দু'পা করে ধীরে-ধীরে রাতও নামে।
রমনা পার্কের ল্যাম্পপোস্টের আলোগুলি দপ্ করে জ্বলে ওঠে।
দু'জনের কারও ইচ্ছে করে না উঠে যেতে। আরও বসতে পারলেই যেন ভাল হত। কিন্তু ইচ্ছে না থাকলেও দু'জনকে উঠতে হয়।

সবুজ যতই বলুক, শ্যামলীর কিন্তু বুক কাঁপে।

সত্যি তো, সারা জীবন ধরে অপরিসীম দুঃখের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে, এত ভালবাসা, এত সুখ আচমকা সামনে এসে দাঁড়ালে সইবে কেমন করে ? সবুজের দু'চোখ জুড়ে থরে-থরে সাজানো এত ভালবাসা দেখেও তাই মন মানে না, বারে-বারে বুকটা কেঁপে ওঠে তার।

এ কথা শ্যামলী ভালই জানে, আর দশজন মেয়ের মতো সে নয়। আগাগোড়া জীবনটাই তার দুঃখে-কষ্টে মোড়ানো। এতটুকু সুখও সেখানে অনুপস্থিত।

জীবনে যে আরও একবার নববধূর সাজে সেজেছিল, সে কথা ভুলে গেলে চলবে কেন ? নিজের দুঃখ-শোক সব না হয় কষ্ট করে হলেও ভুলে থাকল, কিন্তু এই যে দু'চার দিনের জন্যেও একটা পুতুল খেলার মতো বিয়ে, সেটা ভুলবে কী করে ? আর কিছু না হোক, এটা তো সত্যি, সে বিবাহিতা। সে বিধবা।

হ্যাঁ। এটা শ্যামলীর জীবনের যত লজ্জা বা কষ্টের ঘটনাই হোক, এটা সত্য, এতটুকু মিথ্যো নয়।

ইচ্ছে হয় চিৎকার করে। চিৎকার করে বলে, না, ওটা কোনও বিয়ে নয়। ওটা খেলা, পুতুল খেলা।

কিন্তু শ্যামলী জানে, ওটা খেলা নয়। ওটা বিয়ে। দু'দিনের জন্যে হলেও ওটা একটা বিয়ে ছিল।

ইচ্ছে হয়, অস্বীকার করে। কিন্তু এ তো আর খোকা-খুকুর বর্ণমালা শেখার শ্লেট নয়, যে ইচ্ছে হল লিখলাম, ইচ্ছে হল ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে মুছে দিলাম।

সবুজ তাকে ভালবাসে। সবুজের চোখে-মুখে অফুরান ভালবাসাই সে কেবল দেখেছে। কিন্তু তারপর ? তারপর কী হবে ?

সবুজের বাবা মানবেন তো ? সবুজের মা ? তিনিই বা কী বলবেন ?

একটা প্রশ্নই কেবল হামাগুড়ি দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়, কেন তাঁরা মানবেন ? একটা বিধবাকে কেন তাঁরা ছেলের বউ করতে রাজি হবেন ?

সবুজের মতো ব্রিলিয়ান্ট ছেলে আর ক'টা আছে ? জীবনে কোনও পরীক্ষায় দ্বিতীয় পর্যন্ত হয়নি। হাজারে এক নয়, লাখে এক নয়, কোটিতে এক, এরকমই বলা যায় সবুজকে। এমন মেধাবী ছেলের বাবা-মা তাঁদের ছেলের জন্যে একটা বিধবাকে সাজিয়ে বউ করে ঘরে তুলবেন কেন ?

প্রথমে আসলে ঘোরের মধ্যেই ছিল সে। সবুজের দু'চোখে কী যাদু ছিল, সবুজের আহবানের মধ্যে কী যাদু লুকিয়ে ছিল কে জানে ! শ্যামলী শুধু ভালবাসে না,

যেন ভেসে যায়।
দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়েই ভালবাসে শ্যামলী। একূল-ওকূল ভালবাসার জোয়ারে ভেসে বেড়ায় বেশ ক'বছর।
কিন্তু সবুজের এম, এ পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেই টনক নড়ে। শ্যামলী বুঝতে পারে, স্বভাবতই বাবা-মা এবার সবুজের বিয়ের কথা ভাববেন।
সেদিন বিকেলে রমনা রেস্তোরাঁয় মুখোমুখি বসে, চিকেন কাটলেট আর চা খেতে-খেতে শ্যামলী বলে, 'একটা কথা বলব তোমাকে ?'
সবুজ হেসে বলে, 'একটা নয়, হাজারটা বলো বিশ্ব সুন্দরী ?'
'ইয়ার্কি নয়। আমার কিন্তু খুব ভয় করছে।'
'এ আর নতুন কী ? জন্মের পর থেকেই তো তুমি ভয় পাচ্ছ।'
'কিন্তু এবারের ভয়টা ভয়াবহ।'
সবুজ হেসে বলে, 'কী রকম ?'
'তোমার তো পরীক্ষা শেষ, নাকি ?'
'আমার পরীক্ষা শেষের সঙ্গে তোমার ভয়ের যোগাযোগটা কী, বলো ?'
মাথা নিচু করে শ্যামলী বলে, 'ভয় পাব না ? এবার তো বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার জন্যে সবাই উঠে-পড়ে লাগবেন।'
সবুজ শ্যামলীর কথা বুঝতে পারে না। তাই বলে, 'বিড়াল ! বিড়ালের গলায় ঘণ্টা ! তোমার কথার মাথা-মুন্ডু আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না শ্যামলী।'
শ্যামলী মাথা নিচু করে বলে, 'এবার তোমার মা-বাবা সবাই তোমাকে বিয়ের জন্যে চাপ দেবেন না ভেবেছ ?'
শ্যামলীর কথা শুনে সবুজ হোঃ হোঃ করে হাসে। হেসে বলে, 'ও, এই কথা ? তো শোনো, বিড়ালটা কিন্তু গভীর আগ্রহ নিয়ে সেই অপেক্ষায় আছে। সেই হুলো বিড়ালটাও আর ঘণ্টা ছাড়া চলতে নারাজ। কিন্তু হতভাগ্য বিড়ালটার গলায় কেউ ঘণ্টা বাঁধছে না কেন, সেও বুঝতে পারছে না।'
'সব সময় ইয়ার্কি, না ? আমি বলছি শোনো, তোমার জাঁদরেল উকিল বাবা, তোমার মা এবার তোমাকে বিয়ের পিঁড়িতে না বসিয়ে ছাড়বেন না। দেখে নিও তুমি।'
'গুড। ভেরি গুড। বিয়ে হবে। বাসর রাত হবে। হানিমুন হবে। আরও কত কী যে হবে !'
'ভাল লাগে না। আবার ইয়ার্কি, না ?'
সবুজ মুচকি হেসে বলে, 'বেশ হয় কিন্তু। বিয়ে যখন করতে হবে, করে ফেলাই ভাল। শুভ কাজে কখনও বিলম্ব করা ঠিক না।'
শ্যামলী মাথা নিচু করে বলে, 'তা বর সাহেব, কনেটা কে ?'
সবুজ ঠোঁটের ফাঁকে এক টুকরো দুষ্টুমির হাসি ঝুলিয়ে বলে, 'একটা শ্যামলা মেয়ে। নাম তার শ্যামলী।'
'তোমার বাবা-মা রাজি হবেন ?'

'হতেই হবে।'
শ্যামলীর ভয়, শংকা কিছুই কাটে না। বলে, 'যদি রাজি না হন ?'
সবুজ হেসে বলে, 'মিয়া-বিবি রাজি তো, কায়া করেগা কাজী !'
দুটো মুগ্ধ চোখ তুলে তাকিয়ে শ্যামলী বলে, 'তুমি যাই বলো না কেন, আমার কিন্তু খুব ভয় করছে, জানো ?'
'কেন এত ভয় করছে তোমার ? আমাকে তুমি বিশ্বাস করো না শ্যামলী ?'
মাথা নিচু করে শ্যামলী বলে, 'বিশ্বাস করি। এত বিশ্বাস করি যে, বলে বোঝাতে পারব না। আবার ভয়ও লাগে।'
শ্যামলীর কথা শুনে সবুজ হাসে। হেসে বলে, 'আবার ভয়ও লাগে, না ? তা কিসের এত ভয় ? কেন এত ভয়, একটু খোলাসা করবে ম্যাডাম ?'
'তোমাকে হারাবার ভয়।'
সবুজ হেসে বলে, 'আমি বাচ্চা ছেলে নাকি যে হারিয়ে যাব ? আর ধরো, যদি হারিয়ে যাইও, দৈনিক পত্রিকায় একটা হারানো বিজ্ঞপ্তি দেবে, ব্যাস।'
খানিক মাথা নিচু করে কী যেন ভাবে। তারপর বলে, 'দেখে নিও, তোমার বাবা-মা কেউ মানবেন না। মানতে পারেন না।'
সবুজ দ্রুত বলে, 'কেন ?'
মাথা নিচু করে শ্যামলী বলে, 'দু'চার দিনের জন্যে হলেও আমার তো আর একবার বিয়ে হয়েছিল।'
সবুজ হেসে বলে, 'তাতে কী হয়েছে ?'
শ্যামলী অবাক হয়ে বলে, 'তাতে কিছু হয়নি !'
সবুজ একইরকম অম্লান হেসে বলে, ' না। হয়নি। কিচ্ছু হয়নি।'
শ্যামলী চোখ পাকিয়ে কটমট করে তাকায়। তাকিয়ে বলে, 'আমার কী মনে হয় জানো ?
'কী ?'
'জীবনে পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়া ছাড়া আর কোনও গুণই তোমার নেই।'
সবুজ মুচকি হেসে বলে, 'অবজেকশান মাননীয় আদালত। অবজেকশান। আপনাকে যে আমি ভালবাসি, শুধু ভালবাসি না, প্রাণ দিয়ে ভালবাসি, আপনাকে না পেলে যে আমি মরে পর্যন্ত যেতে পারি, আমার সেই অপরিসীম ভালবাসার গুণটা উল্লেখ না করায়, অবজেকশান।'
'তুমি কী বলো তো ? আমি কোথায় ভয়ে মরছি, আর তুমি অনবরত ঠাট্টা-মস্করা করছ ! তুমি কী ! সত্যি কী বলো তো !'
সবুজ হেসে বলে, 'আমার ডাক নাম সবুজ। এই সবুজ নামেই ভার্সিটির সবাই চেনে। আসল নাম, আবদুস শহীদ, হল ?'
শ্যামলী খানিক কী যেন ভেবে বলে, 'তোমার খুব প্রশংসা করতে ইচ্ছে করছে, জানো ?'
'তো করছ না কেন ? করও। প্রশংসা শুনতে কার না ভাল লাগে, বলো ?'

শ্যামলী সবুজের কথা হয়তো পুরোপুরি শোনেও না। ঘোরলাগা দুটো পিঙ্গল চোখে তাকিয়ে বলে, 'তুমি এত ভাল কেন বলো তো ?'

সবুজ হোঃ হোঃ করে হাসে। অট্টহাসির মতো প্রাণখোলা হাসি হেসে বলে, 'বলো ? বলে যাও, আমার শুনতে বড় ভাল লাগছে।'

'এত ভাল তুমি ? একটা বিধবাকেই কি না শেষমেষ ভালবাসলে ?'

হেসে বলে, 'একটা মেয়েকে ভালবেসেছি। যে আমার চোখে পৃথিবীর সেরা রমণী। সধবা, বিধবা জানি না।'

'একটা বিধবা মেয়ে। সারা জীবন দুঃখের আগুনে পোড়া, একটা নাম গোত্রহীন অতি গরিব ঘরের মেয়ে। তোমার বাবা মানবেন কেন বলো ?'

সবুজেরও হঠাৎ কী হয় কে জানে। শ্যামলীর চোখে চোখ রেখে বলে, 'আগুনে পুড়ে কী হয় জানো ? অঙ্গার হয়। সোনা হয়। সেই অনেক আগুনে পোড়ানো সোনা আমি ছুঁড়ে ফেলে দেব ভেবেছ তুমি ?'

যেন ঘোর লেগেছে। ঘোরলাগা দু'চোখে তাকিয়ে বলে, 'এত সুখ ! এত ভালবাসা ! আমার কপালে সইবে তো ?'

শ্যামলীর এ প্রশ্নের উত্তরে সবুজ কেন যেন কিছু বলে না। দূরে সবুজ গাছ-গাছালি এবং গাছ-গাছালির ওপর বসে থাকা হরেকরকমের জানা-অজানা পাখির দিকে তাকিয়ে থাকে।

'বড় অভাগী মেয়ে, বড় দুঃখী মেয়ে আমি।'

সবুজ মুচকি হাসে। হেসে বলে, 'এ ভাঙা রেকর্ড আর কতবার বাজাবে বলো তো ?'

শ্যামলী ছলছল চোখে তাকিয়ে বলে, 'জন্মের পর থেকে তুমি ছাড়া আর কেউ আমাকে ভালবাসেনি, জানো তুমি ?'

সবুজ হেসে বলে, 'কী ? বলছ কী তুমি ? আমি ছাড়া তোমাকে আবার কে ভালবাসবে ? ভালবাসা তো দূরের কথা, তোমার ঐ পুতুলের মতো সুন্দর মুখের দিকে কেউ চোখ তুলে তাকিয়েছে কী, তার সে দু'চোখ আমি উপড়ে ফেলব না ?'

সবুজ ঠাট্টা করে বলে, কিন্তু শ্যামলী শোনে কি না কে জানে ! মায়াবী চোখে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে বলে, 'একটা পচা মেয়েকে কিনা এত ভালবাসলে তুমি ?'

শ্যামলীর কথা শুনে সবুজ কপট রাগ দেখিয়ে বলে, 'পচা, না ? এরপর এসব পচা-ফচা বলেছ তো মারব এমন এক ঘুষি, সুশ্রী মুখের এই এত সুন্দর তো দূরের কথা, মুখের জিওগ্রাফি পর্যন্ত বেমালুম পাল্টে যাবে।'

শ্যামলী এবারও শোনে কী শোনে না, কে জানে ! মুগ্ধ চোখে সবুজের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বলে, 'কেন এত ভয় আমার জানো ?'

'জানি।'

'তো বলো, কেন ভয় পাই বলো তুমি ?'

সবুজ মুচকি হেসে বলে,'অনাহূত ভয় পাও। একেবারে বিনা কারণে ভয় পাও।'
শ্যামলী বলে, 'প্রথমত কোথায় তুমি, আর কোথায় আমি। এ যেন ঘুটে কুড়ানীর সঙ্গে রাজপুত্রের ইয়ে হচ্ছে।'
সবুজ হাসে। প্রাণখুলে হেসে বলে, 'বাজে কথা। একদম খোঁড়া যুক্তি। ঠিক আছে, দ্বিতীয়ত বলো ?'
মাথা নিচু করে শ্যামলী বলে, 'দ্বিতীয়ত ভার্সিটির কত সুন্দরী মেয়ে যে তোমার জন্যে দিওয়ানা তা তো তুমি জানো না।'
হেসে বলে, 'বলো ? জটজলদি বলো ? ইস্, এতদিন নাম বলোনি কেন তুমি ?'
'বললে কী করতে ?'
'কী আর করতাম ? দেহ-মনে প্রেম করতাম।'
শ্যামলী অবাক হয়ে বলে, 'দেহ-মনে প্রেম মানে !'
সবুজ গম্ভীর হওয়ার ভঙ্গিতে বলে, ' সে তুমি বুঝবে না। দেহটাকে ইয়ে করে প্রেম করা, এই আর কী !'
শ্যামলী সবুজের কথায় না হেসে পারে না। হেসে বলে, 'তুমি সত্যি একটা বদমাইশ। লুচ্চা। তা শুনবে নাকি দু'একটা মেয়ের নাম ? বলব ? একজন তো উন্মাদ হয়ে আছে।'
'শুনব না মানে ? একশ'বার শুনব। বলো ? চট করে বলো ? জলদি বলো তুমি ?'
শ্যামলী হেসে বলে, 'ওর নাম রাত্রি। ওর এখন এমনই অবস্থা যে,পারলে যে কোনও মুহূর্তে 'আমি তোমাকে ভালবাসি' বলে যেখানে-সেখানে তোমাকে পেলেই জাপটে ধরে।'
সবুজ হেসে বলে, 'গুড। ভেরি গুড গার্ল।'
শ্যামলী কটমট করে তাকিয়ে বলে, 'গুড বলছ কেন তুমি ! এই, গুড বলছ কেন !'
সবুজ মুচকি হেসে বলে, 'ভাল কাজ করলেও ভাল বলব না ? কী বলছ তুমি ?'
'গুণ্ডা হয়েছ ? গুণ্ডামি করতে ইচ্ছে হচ্ছে, না ?'
'ছিঃ ! গুণ্ডামি বলছ কেন শ্যামলী ? সুন্দরীর সাধ জেগেছে আমাকে জাপটে ধরবে। এমনি-এমনি তো আর জাপটে ধরবে না, ধরে হয়তো চুমু-টুমুও খাবে। একজনের সাধ অপূর্ণ রাখা কি ঠিক, বলো ?'
'নাহ্, আর সহ্য হচ্ছে না। ঘুষি মেরে তোমার নাকসা আর না ফাটালেই বোধহয় নয়।'
সবুজ হাসে। হেসে বলে, 'শোনো শ্যামলী, আমার কিন্তু দুটো হাত, দুটো চোখের মতো, দুটো নাক নয়। একটা মাত্র নাক। সেই একটা নাকই যদি ফাটিয়ে দাও, নিঃশ্বাস নেব কেমন করে বলো তো ? মরে যাব না তাহলে ? ওসব ফাটাফাটি-মারামারি বাদ দিয়ে জলদি মেয়েটার নাম কী বলো তো ?'
'নাম আগেও একবার বলেছি। রাত্রি। নুশরাত জাহান, রাত্রি।'

সবুজ হেসে বলে, 'চিনেছি এবং বুঝেছি।'
শ্যামলী স্বভাবতই অবাক হয়ে বলে, 'চিনেছ বুঝলাম। কিন্তু বুঝেছি বললে কেন ?'
'বাংলা বিভাগের ইংরেজ মেয়েটাতো ?'
শ্যামলী সবুজের কথা শুনে চোখ বড়-বড় করে বলে, ' আরে, ইংরেজ বলছ কেন তুমি ! ও রক্ত-মাংশে বাঙালি। ওর বাবা-মাসহ চৌদ্দ গোষ্ঠী নয়, চৌদ্দ দু'গুণে আটাশ গোষ্ঠী বাঙালি, বুঝেছ তুমি ?'
'বলছিলাম যেভাবে শার্ট-প্যান্ট পরে ক্লাশ করতে আসে, হাইহিল জুতার খট-খট আওয়াজ করে চলে, বাঙালি ভাবতে সত্যি কষ্ট হয় আমার।'
'তোমাকে কিন্তু মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসে।'
'কী করে বুঝলে ?'
সবুজের এ প্রশ্নের উত্তরে শ্যামলী খানিক কী যেন ভাবে। ভেবে বলে, 'ক' দিন আগে ক্লাশ করে ফেরার পথে আমাকে পাকড়াও করে কী বলছে জানো ?'
সবুজ হেসে বলে, 'না বললে জানব কী করে ?'
'বলল, শ্যামলী, সবুজ ভাইয়ের সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক, বলো তো ?'
'তুমি কী বললে ?'
'হঠাৎ এ প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে খানিক তাকিয়ে থাকলাম। একটা ঢোক গিলে এরপর বলল, ভার্সিটির সবচেয়ে হ্যান্ডসাম, প্রতিভাবান ছেলেটা যেভাবে তোমার পেছনে ইদানীং ঘুর-ঘুর করছে, তোমাদের মধ্যে কোনও সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি তো আবার ?'
শ্যামলী থামে। শ্যামলী থামতেই সবুজ বলে, 'তারপর ? তারপর শ্যামলী ?'
'আমিও মেয়ে। স্বভাবতই আমার খটকা লাগে। আমি তাই বলি, তুমি হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞেস করছ কেন রাত্রি ?'
সবুজের যেন তর সয় না। শ্যামলী থামতেই সবুজ দ্রুত বলে, 'তারপর ? তারপর কী বলল, বলো শ্যামলী ?'
'আমার প্রশ্ন শুনে খানিক কী যেন ভাবে। তারপর ছলছল চোখে খানিক তাকিয়ে কি বলে জানো ?'
সবুজ হেসে বলে, 'কী ?'
'বলল, আমি বোধহয় সবুজ ভাইকে ভালবাসি শ্যামলী। আমি দেখেছি তোমাদের খুব মেলামেশা। তোমরা দু'জন বেশ ভাল বন্ধু। তুমি কি এ ব্যাপারে আমাকে কোনও সাহায্য করতে পার শ্যামলী ? বিশ্বাস করো, আমি তোমার এ সাহায্যের কথা চিরদিন মনে রাখব।'
সবুজ মুচকি হেসে বলে, 'বাহ ! বেশ তো ! তুমি নিশ্চয়ই রাজি হয়ে গেলে, তাই না ? একটা মানুষ সাহায্য চাইতে আসবে, আর তুমি তাকে ফিরিয়ে দেবে, এরকম মেয়েই তুমি নও।'
সবুজের কথা শুনে শ্যামলী ম্লান হেসে বলে, 'আমাকেই কি না বলছে, তোমার

কলজেটা ছিঁড়ে আমাকে তুমি দেবে শ্যামলী ? কী ইচ্ছে হল জানো, ইচ্ছে হল কষে একটা চড় মারি ওর গালে।'

মৃদু হেসে বলে, 'তুমি আমার লাইলীর গালে চড় মারতে চাও ? এত সাহস তোমার ?'

'আমার সাফ কথা, তুমি কোনওদিন ওর সঙ্গে কথা বলবে না। এই আমি সাফ সাফ বলে দিলাম।'

শ্যামলীর কথা শুনে সবুজ হাঃ হাঃ করে হাসে। প্রাণখুলে হেসে বলে, 'তোমার কার্ফু অমান্য করব, সে সাহস আমার কোথায় ? আমি না হয় বলব না, কিন্তু ও যদি বলে, তখন ? তখন কী হবে ? তখনও আমি চুপ করে থাকব নাকি, বলো ?'

'না। বলবে না। তুমি কোনও কথা বলবে না। কিছুতেই বলবে না।'

'ও কথা বলবে, আর আমি হা করে মুখের দিকে চেয়ে থাকব, না ? তুমি যাই বলো না কেন শ্যামলী, এতটা বেরহম, এতটা নির্দয় হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে কি না কে জানে !'

সবুজের এ কথায় শ্যামলী বোধহয় রেগেই যায়। রেগে কটমট করে তাকিয়ে বলে, 'কথা বলতে খুব ইচ্ছে করছে, না ?'

'একটা ভেরি স্মার্ট হাইফাই সুন্দরী স্বেচ্ছায়-স্বজ্ঞানে আমাকে ভালবেসে কাছে পেতে চায়। আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। আর আমি মুখ ঘুরিয়ে রাখব ? নো, নেভার, কাভি নেহি। এ হতেই পারে না।'

সবুজের রসিকতা শুনেও এবার যার-পর-নাই রেগে যায়। রেগে বলে, 'তো যাও না, মানা করেছে কে তোমাকে ? যাও না কেন, গলার মালা হয়ে ঝুলে পড়ো গিয়ে। আমি মানা করব কেন বলো ? আমি মানা করার কে ?'

আর ক্ষেপায় না। এবার বলে, 'তুমিই তো আমার সব।'

সবুজের কথা শুনে, শ্যামলী এক পলক মাথা তুলে সবুজের দিকে তাকায়। কিন্তু কিছুই বলে না।

শ্যামলীকে চুপচাপ থাকতে দেখে, সবুজ আবার বলে, 'ঠাট্টাও বোঝ না তুমি ? সত্যি তুমি কী বলো তো ?'

কখন কেঁদে ফেলেছে বলতেও পারবে না। দুটো ভেজা চোখ তুলে শ্যামলী বলে, 'তোমাকে আমি কত ভালবাসি তা আমি নিজেও বোধহয় জানি না।'

শ্যামলীর এ কথা শুনে সবুজ কেন যেন কিছু বলে না। কেবল মুচকি হাসে।

শ্যামলী মাথা নিচু করে আবার বলে, 'তোমার জীবনে অন্য কোনও নারীর ছায়া পর্যন্ত আমি সহ্য করতে পারি না, তাকি তুমি বোঝ না ?'

সবুজেরও হঠাৎ কী হয় কে জানে ! বলে, 'ধর, বাবা-মা'র চাপে বা অন্য কোনও কারণে হুট করে একদিন একটা বিয়ে করেই ফেললাম। বিয়ে করার দু'একদিন পর তুমি শুনলে আমি বিয়ে করে ফেলেছি। তাহলে ? তাহলে তুমি কী করবে শ্যামলী ?'

সবুজের কথা শেষ হতে-না-হতেই হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে। কেঁদে বিড়বিড় করে কী বলে, বুঝতেও পারে না সবুজ।
শ্যামলীকে শিশুর মতো কাঁদতে দেখে সবুজ দ্রুত বলে, 'আরে ধ্যাৎ, এটা তো একটা কথার কথা। বোকা মেয়ে, তোমাকেই আমি ভালবাসি। তোমাকেই আমি বউ সাজিয়ে ঘরে তুলে নেব, বুঝলে ? এ্যান্ড দিস ইজ ফাইনাল।'
শাড়ির আঁচলে দু'চোখ মুছে বলে, 'তোমার বাবা-মা রাজি হবেন ? যদি শেষমেষ রাজি না হন, তাহলে কী হবে ?'
সবুজ শ্যামলীর কথা শুনে খানিক আনমনে কী যেন ভাবে। ভেবে বলে, 'আমার সুখ কী শুধু আমার সুখ, বলো তুমি ? আমার সুখ কি ওনাদের সুখ নয় ? আমি তো ওনাদেরই ছেলে।'
সবুজের কথা শ্যামলীর ভাল লাগে।
কিন্তু তাই বলে মন থেকে সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে যায় তাও নয়। একটা প্রশ্নই কেবল মনের মধ্যে বার-বার উঁকিঝুঁকি দেয়, সত্যি তো, কী যোগ্যতা আছে তার বউ সেজে সবুজের পাশে দাঁড়ানোর ? নিজেই বোঝে, না নেই, কোনও যোগ্যতাই তার নেই।

সবুজের ডাকসাইটে উকিল বাবা সব শুনে বেশ কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকেন। কিছুই বলেন না।

সবুজ বাবার এই গম্ভীর হয়ে যাওয়া দেখে ঘাবড়ে যায় না তা নয়। তবু কোনও মতে বলে, 'বিশ্বাস করো তুমি, মেয়েটা খুব ভাল বাবা।'

চোখ বন্ধ করে খানিক কী যেন ভাবেন প্রবীণ আবদুর রহমান। খানিক ভেবে চোখ খুলে সবুজের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'মেয়েটার আরও একবার বিয়ে হয়েছিল বললে, তাই না ?'

সবুজ আমতা-আমতা করে বলে, 'বিয়ে মানে, মাত্র দু'চার দিনের—'

সবুজের মুখের কথা শেষ হয় না। মুখ থেকে ছোঁ মেরে কথা কেড়ে নিয়ে উকিল আবদুর রহমান বলেন, 'বিয়ে মানে, বিয়ে বাবা। তা দু'চার দিনের হোক, দশ-বিশ বছরেরই হোক।'

বাবার কথা শুনে সবুজ এবার ঘাবড়ে গিয়ে বলে, 'বাবা, বিশ্বাস করো বাবা, আমি ওকে—'

এবারও মুখের কথা শেষ করতে পারে না। কথার মাঝেই আবদুর রহমান বলেন, 'জানি। তুমি কী বলতে চাও, আমি জানি। ওকে ভালবাস, এই তো ?'

সবুজ এতটাই ঘাবড়ে যায় যে, ফ্যালফ্যাল করে একবার বাবার মুখের দিকে, একবার বাবার পাশে বসা মা'র মুখের দিকে অসহায় চোখে তাকায়। কী বলবে-না-বলবে কিছুই বুঝতে পারে না।

গম্ভীর মুখে বসে থাকা প্রবীণ আবদুর রহমান আবার বলেন, 'কী যেন নাম বললে মেয়েটার ?'

সবুজ দ্রুত বলে, 'শ্যামলী। জেসমিন সুলতানা, শ্যামলী।'

এতক্ষণ বাপ-বেটার কথা শুনছিলেন। এবার সবুজের শান্তশিষ্ট মা তাহেরা খাতুন বলেন, 'আমি বলি কী বাবা, তোর বাবা তোর জন্যে যে মেয়েটাকে পছন্দ করেছেন, তাকে না হয় একবার দেখ। তোর পছন্দও তো হয়ে যেতে পারে।'

মা'র কথা শুনে সবুজ দ্রুত বলে, 'মা, তুমি বুঝতে পারছ না মা, শ্যামলীকে আমি'

এবারও সবুজকে কথা শেষ করতে দেন না। কথা শেষ করার আগেই থামিয়ে দিয়ে আবদুর রহমান বলেন, 'থাক। বেহায়ার মতো ভালবাসি কথাটা বাবা-মা'র সামনে উচ্চারণ না করলেও চলবে।'

এবার কী বলবে সবুজ ! কীই-বা বলার আছে তার ! তাই কী আর করে, পিতার রক্তচক্ষুর সামনে মাথা নিচু করে ঠায় বসে থাকে। কিছুই বলে না।

মা'র মন বলে কথা। ছেলের অসহায় অবস্থা দেখে তাহেরা খাতুন দ্রুত বলেন, 'ঠিক আছে। তুই এখন তোর ঘরে যা বাবা।'
মা'র কথা শুনে সবুজ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। তাই দ্রুত উঠে দাঁড়ায়।
এক পা-দু'পা করে সবুজ খোলা দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই তাহেরা খাতুন আবার বলেন, 'টেবিলের ওপর রাত্রি নামের একটা মেয়ের ছবি রেখে এসেছি আমি। দেখিস, কেমন ?'
তাহেরা খাতুনের কথা শেষ হতে-না-হতেই আবদুর রহমান এবার বলেন, 'বিখ্যাত ব্যারিস্টার আহমেদুল হকের একমাত্র মেয়ে। খানদানী বংশ। রূপে-গুণে সবদিক থেকেই ভাল মেয়ে। তোমার মা আর আমি মেয়েকে দেখে এসেছি। পছন্দও করেছি।'
তাহেরা খাতুন অসহায়ের মতো বলেন, 'আমরা ওঁদের কথা দিয়েছি বাবা।'
আবদুর রহমান বলেন, 'এখন তুমিই বলো, তুমি তোমার বাবা-মাকে ওঁদের কাছে অসম্মান করবে কি না ?'
তাহেরা খাতুন ছেলের অসহায় অবস্থা দেখে বলেন, 'ঠিক আছে। তুই এখন তোর ঘরে যা বাবা।'
আর দাঁড়ায় না। পা চালিয়ে দ্রুত নিজের ঘরে ঢুকে অসহায়ের মতো নিজের বিছানায় এসে বসে।
মা'র মুখে রাত্রির নামটা শুনেই খটকা লেগেছে।
এ রাত্রি ভার্সিটির সেই রাত্রি নয় তো ! ইচ্ছে না থাকলেও হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে খামটা নেয়। খাম খুলে ছবিটা বের করেই ভয়ানক চমকে ওঠে।
হ্যাঁ। যা ভেবেছে ঠিক তাই। রাত্রির ছবি।
ছবিতে রাত্রিকে অপূর্ব লাগছে সন্দেহ নেই।
না, শার্ট-প্যান্ট পরেনি। হালকা নীল রঙের একটা শাড়ি পরেছে। কপালে মানানসই একটা টিপ দিয়েছে। খোঁপায় একগুচ্ছ ফুলও গুঁজেছে।
চোখ ফেরাতে পারে না সবুজ। সন্দেহ নেই, শার্ট-প্যান্ট পরা হাইফাই রাত্রিকে এ পোশাক-আশাকে অনিন্দ্য সুন্দর লাগছে।
কিন্তু তাই বলে রাত্রিকে বিয়ে করবে একথা ভাবতেও পারে না সবুজ। না। শ্যামলী ছাড়া অন্য কাউকে জীবনে ভাবতেও পারে না।
শ্যামলী ! শ্যামলী ! শ্যামলী !
জীবনটা পুরোপুরি যেন শ্যামলীময় হয়ে গেছে তার।
ঘটনার আকস্মিকতায় হতচকিত সবুজ বুঝতে পারে না, এখন কী করবে।
মা ভার্সিটিতে পড়া পাড়ার এক জুনিয়র ছেলেকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিলেন। ছেলেটা এসে শুধু বলল, 'আপনার মা কেন যেন খবর পাওয়া মাত্রই আপনাকে বাড়ি যেতে বলেছেন।'
মা'র খবর পেয়েই ছুটে আসা কুমিল্লায়।
বাসে বসেই ঠিক করেছে, বাবাকে না পারলেও মাকে শ্যামলীর কথা বলবে।

কিন্তু এসে দেখে উল্টোটা। বাবা-মা দু'জন এক সঙ্গে গিয়ে রাত্রিদের বারিধারার বাড়িতে রাত্রিকে দেখে এসেছেন। পছন্দও করে এসেছেন।
এখন শুধু তার সম্মতির অপেক্ষা। ব্যাস, সে ইয়েস বলা মাত্রই যেন বিয়ের সব আয়োজন শুরু হয়ে যাবে।
কী আর করে, সবুজকেও শ্যামলীর কথা তাই বলতেই হয়।
শ্যামলীর কথা শুনে বাবা যেভাবে গম্ভীর হয়ে গেলেন, তা দেখে স্বভাবতই ঘাবড়ে যায় সবুজ। বুঝতে পারে না, এখন কী করবে।
রাতে খেতে যায়। টেবিলে বসে খাওয়া নিয়ে নাড়াচাড়া করে। কিন্তু কিছুই খেতে পারে না।
রাতভর ঘুমাতেও পারে না। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করেই সমস্ত রাত শেষ করে দেয়।
মা'র মন বলে কথা, ছেলের অবস্থা দেখে মা সবই বুঝতে পারেন। ভোর বেলা এক পা-দু'পা করে তাই ছেলের ঘরে এসে দাঁড়ান। দেখেন ছেলে বিছানায় নয়, জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।
পেছনে দাঁড়িয়ে সবুজের মাথায়, চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে তাহেরা খাতুন বলেন, 'তোর কি খুব কষ্ট হচ্ছে বাবা ?'
মা'র এ প্রশ্নের উত্তরে কী বলবে সবুজ ! কী-ইবা বলার আছে তার ! তাই কী আর করে, একইরকম জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকে। কিছুই বলে না।
তাহেরা খাতুন সস্নেহে ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে আবার বলেন, 'তোর বাবাকে তো তুই চিনিস বাবা।'
মা'র কথা শুনে সবুজ বোধহয় আর চুপ করে থাকতে পারে না। বলে, 'শ্যামলী খুব ভাল মেয়ে মা।'
'কিন্তু ওর তো একবার একটা বিয়ে হয়েছিল।'
'হ্যাঁ, হয়েছিল। কিন্তু তাতে কী হয়েছে মা ?'
সবুজের কথা শুনে তাহেরা খাতুন না হেসে পারেন না। হেসে বলেন, 'মেয়েটাকে এত ভালবাসিস বাবা ?'
সবুজ দ্রুত বলে, 'জানো না মা, কত ভাল মেয়ে ! এমন ভাল মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি মা। বিশ্বাস করো তুমি।'
সবুজের কথা শুনে তাহেরা খাতুন মৃদু শব্দে হাসেন।
তাহেরা খাতুনকে হাসতে দেখে সবুজ বলে, 'তুমি হাসছ মা ?'
সবুজের প্রশ্ন শুনে তাহেরা খাতুন পাল্টা বলেন, 'কেন হাসছি, জিজ্ঞেস করলি না ?'
'বলো ? কেন হাসছ ?'
'তোর এত ভালবাসা দেখে হাসছি। তুই সত্যি খুব ভাল ছেলে বাবা। ঠিক আছে, আমি এখন যাই। তোর বাবা হয়তো এতক্ষণে ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছেন।'
কথা শেষ করে দরজার দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে দু'পা বাড়িয়েওছিলেন, কিন্তু

সবুজের ডাকে আবার থমকে দাঁড়ান।
সবুজ বলে, 'মা ! শোনো !'
তাহেরা খাতুন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মুখ ঘুরিয়ে বলেন, 'বল বাবা ?'
'আমাকে কিছু বলে গেলে না ?'
সবুজের এ প্রশ্নের উত্তরে তাহেরা খাতুন কেন যেন কিছু বলেন না। খানিক হাসেন। তাই বলে যে দাঁড়ান, তাও নয়। দ্রুত চলে যান।
প্রবীণ আবদুর রহমান প্রতিদিন ভাত, মাছ, ডাল যা হোক কিছু নাকে-মুখে দিয়েই সকাল সাড়ে ন'টা-পৌনে দশটার মধ্যে আদালতের দিকে ছোটেন। আজও একই নিয়মে স্বামী আবদুর রহমান কোর্টের দিকে পা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই তাহেরা খাতুন আবার ছেলের ঘরে এসে দাঁড়ান। দেখেন, সবুজ বিছানায় মনমরা হয়ে শুয়ে আছে।
মাকে দেখেই সবুজ বিছানায় উঠে বসে বলে, 'এসো মা। বসো।'
তাহেরা খাতুন বিছানায় বসে, পরম মমতায় ছেলের পিঠে হাত রেখে বলেন, 'তোকে একটা কথা বলব বাবা ?'
সবুজ বলে, 'বলো মা ?'
'বল, আমার কথা তুই রাখবি ?'
'কী যে বলো মা ! শোনো, এই দুনিয়ায় তুমি কেবল আমার মা-ই নও, তুমিই আমার সব।'
তাহেরা খাতুন হেসে বলেন, 'ছিলাম। আগে ছিলাম। এখন আর নেই। এখন তো দেখি মা'র চেয়েও প্রিয় একজন এসে জুটেছে তোর জীবনে।'
'আরে ধ্যাৎ ! মা'র চেয়ে প্রিয় কেউ আছে নাকি এই দুনিয়ায় !'
'ঠিক বলছিস তো ? দুনিয়ার সবচেয়ে প্রিয় সেই মা এখন যা বলবে, তা ফেলবি না তো ?'
সবুজ ছেলে মানুষের মতো আবদারের সঙ্গে মা'র গলা জড়িয়ে ধরে বলে, 'শুধু শ্যামলীকে ছাড়তে বলবে না মা, বলো ? এছাড়া আর যা বলবে, সব আমি শুনব। কথা দিলাম।'
তাহেরা খাতুন হেসে বলেন, 'ঠিক তো ?'
'ঠিক মা, ঠিক। একশ'বার ঠিক। হাজারবার ঠিক।'
তাহেরা খাতুন খানিক আনমনে কী যেন ভাবেন। ভেবে বলেন, 'তোর বাবাকে আমি অনেক বলে-কয়ে, শ্যামলীকে বউ করে ঘরে আনতে রাজি করিয়েছি। কিন্তু—'
তাহেরা খাতুনকে থেমে যেতে দেখে সবুজ দ্রুত বলে, 'কিন্তু পর্যন্ত বলে থেমে গেলে কেন মা ? বলো ? বলো মা ?'
তাহেরা খাতুন কী যেন ভেবে আর কিছুই বলেন না।
মাকে চুপচাপ হয়ে যেতে দেখে সবুজ আবার বলে, 'তোমরা শুধু শ্যামলীকে মেনে নাও। আমি তোমাদের যে কোনও আদেশ মাথা পেতে নেব মা।'

তাহেরা খাতুন ছেলের দিকে তাকান। তাকিয়ে বলেন, 'তোকে আগে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরতে হবে। তুই রাজি কি না বল ?'
সবুজ মা'র কথা শুনে অবচেতন মনে দ্রুত বলে, 'তার মানে !'
'আগে বিয়ে নয়। আগে তোকে ব্যারিস্টারি পড়তে বিদেশে যেতে হবে।'
মা'র কথা শুনে সবুজ যেন একেবারে থ' হয়ে যায়।
তাহেরা খাতুন ছেলের বিষণ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বলেন, 'তোর বাবাকে তো তুই চিনিস বাবা। এমনই একরোখা যে, ভাঙবেন, তবু মচকাবেন না। উকিল মানুষ তো, তাই বোধহয় অনেক দিনের সখ, তুই ব্যারিস্টার হবি। উনি যখন কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না, তখন আমিই বললাম, ঠিক আছে, তোমার ছেলে ব্যারিস্টারি পড়তে লন্ডন যাবে, তুমি শ্যামলীকে বউ করে ঘরে তুলে আনতে রাজি আছ কি না বলো ? কী বলল শোন ?'
'বলো ?'
তাহেরা খাতুন ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বলেন, 'বলল, ওকে আগে বিদেশ থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরতে বলো।'
সব শুনে বেশ কিছুক্ষণ হতবাক্ সবুজ ড্যাবড্যাব করে মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।
ছেলেকে অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকতে দেখে, মায়ের অন্তর ভিজে ওঠে। তিনি ছেলের মুখ ও পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন, 'একটা কথা বলি বাবা ?'
অসহায়ের মতো বলে, 'বলো মা ?'
'তুই রাজি হয়ে যা বাবা। তোর শ্যামলী তোরই থাকবে। ক'টা বছর তো, দেখতে-দেখতেই কেটে যাবে।'
সবুজ বিষণ্ন চোখে মা'র মুখের দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থেকে বলে, 'তুমিও একথা বলছ মা ?'
'হ্যাঁ বাবা। বলছি। সন্তানের কাছে মা হয়ে মিথ্যে বলব না। উকিলের সঙ্গে ঘর করলাম বলে কি না কে জানে, তোর বাবার মতো আমারও খুব সখ, তুই ব্যারিস্টার হবি। তুই তোর বাবা-মা'র সে সাধ পূর্ণ করবি না বাবা, বল ?'
মাকে সে কত ভালবাসে নিজেও জানে না। মা'র অনুরোধ উপেক্ষা করে সে শক্তি তার কখনও ছিল না, আজও নেই। শেষমেষ তাই বলে, 'ঠিক আছে মা।'
মুখের কথা শেষ হতে-না-হতেই তাহেরা খাতুন ছেলেকে আবেগে, আনন্দে জড়িয়ে ধরে, কপালে একটা চুমু দিয়ে বলেন, 'বেঁচে থাক বাবা। বেঁচে থাক।'
মা'র অনুরোধ ফেলতে না পেরে যদিও রাজি হয়ে যায়, কিন্তু শ্যামলীকে না দেখে ইংল্যান্ড গিয়ে এতদিন থাকবে কেমন করে—কথাটা ভাবতে গিয়েই মনটা ব্যথায় ভরে ওঠে। ঢাকা গিয়ে শ্যামলীকেই বা কী বলবে সে !
ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ঢাকায় এসে রমনায় মুখোমুখি হতেই, সব শুনে কান্নায় ভেঙে পড়ে শ্যামলী। উদভ্রান্তের মতো বলে, 'এখন কী হবে !'
সান্ত্বনা দেবার মতো কোনও ভাষা যেন সবুজের কাছে নেই। তবু বলে, 'তুমি

আমাকে বিশ্বাস করো না শ্যামলী ?'
কেঁদে বলে, 'এ পৃথিবীতে বিশ্বাসের জায়গা আমার একটাই। সে তুমি। সারা জীবন কষ্ট পেয়ে, ঠকে, একবারই বিশ্বাস করেছি আমি। একজনকেই বিশ্বাস করেছি। সেও তুমি। তোমাকে অবিশ্বাস করলে আমার আর থাকে কী, বলো ?'
শ্যামলীর কথা শেষ হতেই সবুজ বলে, 'আমার কষ্ট হচ্ছে। তুমি কেঁদো না শ্যামলী। প্লিজ।'
'একটা জনমদুখী মেয়ে। কাঁদতে চাই। তাও দেবে না ? তাতেও বাধা দিচ্ছ তুমি ?'
খানিকক্ষণ কেউ কিছু বলে না। লেকের পাশে, ঝোপ-ঝাড়ের কাছে বসে থাকে দু'জন। থেমে-থেমে শ্যামলীর মৃদু কান্নার শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দও শোনা যায় না।
কী ভেবে সবুজ বলে, 'একটা কথা বলব শ্যামলী ?'
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। কেঁদে বলে, 'বলো ?'
'ঠিক আছে। তুমি যদি বলো, যেও না, আমি যাব না।'
সবুজের কথা শুনে শ্যামলী কেন যেন কিছু বলে না। মাথা নিচু করে কী যেন ভাবে, আর কাঁদে।
সবুজ আবার বলে, 'তুমি যা বলবে, আমি তাই করব। বলো শ্যামলী, আমি কী করব ?'
মাথা তুলে বড়-বড় চোখ করে সবুজের দিকে তাকায়। দুটো জলেডোবা চোখে তাকিয়ে বলে, 'শুনবে, তুমি কী করবে ?'
সবুজ দ্রুত বলে, 'বলো, শ্যামলী ?'
'তুমি যাবে।'
শ্যামলীর কথা শুনে হতবাক সবুজ অস্ফুট বলে, 'শ্যামলী !'
'হ্যাঁ। তুমি যাবে। নিশ্চয়ই যাবে।'
'তোমাকে কষ্ট দিয়ে আমি ইংল্যান্ডে পড়তে যাব শ্যামলী ?'
'তো তোমার মা-বাবাকে কষ্ট দেবে নাকি তুমি ?'
অস্ফুট বলে, 'শ্যামলী !'
শাড়ির আঁচলে দু'চোখ মুছে বলে, 'কে বড় ? তোমার মা-বাবা, নাকি আমি ? কে তোমার কাছে বড়, তুমি বলো ? তোমার শরীরের রক্ত, তোমার শিক্ষা, নিশ্চয়ই আমাকে বড় বলবে না ?'
শ্যামলী ভাল মেয়ে জানত। কিন্তু এত ভাল জানত না। শ্যামলীর কথা শুনে বিস্ময়ের যেন সীমা-পরিসীমা থাকে না। হতবাক হয়ে তাই বলে, 'তুমি কী বলছ শ্যামলী !'
অনেক দুঃখেও ম্লান হাসে শ্যামলী। হেসে বলে, 'না। মিথ্যে বলিনি। তোমার মা-বাবা বড়। অনেক বড়। তাঁদের মনে একটা মেয়ের জন্যে আঘাত দেবে তুমি ? এছাড়া ওনারা তো কথা দিয়েছেন, আমাকে বউ করে নেবেন। ঠিক কি না বলো ?'

সবুজ দ্রুত বলে, 'এত ভাল তুমি শ্যামলী !'
আবার ম্লান হাসে। হেসে বলে, 'এতে ভাল-মন্দের কী আছে ? আমি যা ঠিক, তাই বলছি। তাছাড়া তুমি মাকে কথা দিয়েছ। আমার জন্যে তুমি তোমার মা-বাবার কাছে মিথ্যেবাদী হবে, বলো ?'
'তুমি যেতে বলছ শ্যামলী ?'
আবারও ম্লান হাসে। হেসে বলে, 'যাবে। নিশ্চয়ই যাবে। তোমার বাবা-মা আজীবন তোমাকে নিয়ে একটা বড়সড় স্বপ্ন দেখেছেন। সে স্বপ্ন তুমি পূরণ করবে না, বলো তুমি ?'
হতবাক হয়ে সবুজ শ্যামলীর দিকে তাকিয়ে থাকে। এ শ্যামলীকে যেন চিনতে পারে না সে। মনে হয়, কোনও দিন দেখেওনি।

যে ছেলে জীবনে কোনও পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়নি, তার স্বভাবতই দেশের বাইরে এসে পড়াশোনায় অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। হয়ও না।

ডাকসাইটে উকিল বাপ। বাপের দেদার রোজগার। লন্ডনে বসেও মেধাবী ছেলের তাই টাকা-পয়সার কোনও কমতি হয় না।

ভালই কাটছিল সবুজের দিনকাল।

পড়াশোনা করে। প্রতিনিয়ত শ্যামলীর চিঠি আসে। নিজেও মন-প্রাণ উজাড় করে লেখে।

কিন্তু বছর খানেকের মাথায় লন্ডনে একদিন বাসে কোথা থেকে যেন কোথায় যাচ্ছিল, হঠাৎ ঐ বাসের মধ্যেই রাত্রির সঙ্গে দেখা।

সবুজ যে দেখে, তা নয়। রাত্রিই প্রথম দেখে। দেখেই চমকে বলে, 'আরে সবুজ ভাই, আপনি ! আপনাকে আমি কত খুঁজেছি, জানেন ?'

রাত্রি পাশে এসে বসে। সবুজ হেসে বলে, 'আমাকে খুঁজছেন কেন আপনি রাত্রি ? কী ব্যাপার, বলুন তো ?'

রাত্রির চোখে-মুখে যেন অফুরান আনন্দ। জলতরঙ্গের মতো খিলখিল করে হেসে রাত্রি বলে, 'বারে, আপনাকে খুঁজব নাতো কাকে খুঁজব আমি ? এই দুনিয়ায় খোঁজার মানুষ তো আমার আছে শুধু একটাই। সে আপনি।'

রাত্রির এ কথার অর্থ সবুজ বোঝে না। তাই বলে, 'কী বলছেন আপনি ! শুধু আমাকে খুঁজবেন ! কেন ! শুধু আমাকে খুঁজবেন কেন !'

রাত্রি খিলখিল করে হাসে। হেসে বলে, 'নো আপনি। এখন থেকে তুমি বলবেন। শুধু তুমি, বুঝেছেন ?'

সবুজ দ্রুত বলে, 'কিন্তু—'

মুখের কথা মুখেই থাকে। মুখ থেকে বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে কথা কেড়ে নিয়ে রাত্রি বলে, 'নো কিন্তু। তুমি বলবেন। তুমি। আর এত খোঁজাখুঁজি করছি কেন শুনবেন ?'

সবুজ হেসে বলে, 'বেশ তো, বলুন ?'

'বলুন নয়। বলো বলতে হবে। আর খোঁজার কারণ তো শুধু একটাই, প্রেমে পড়েছি যে।'

সবুজ স্বভাবতই অবাক হয়। অবাক হয়ে বলে, 'কার প্রেমে পড়েছেন ? বলতে দ্বিধা নেই, যার প্রেমে পড়েছেন সে সত্যি ভাগ্যবান। তাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাবেন।'

জলতরঙ্গের মতো খিলখিল করে হাসে রাত্রি। হেসে বলে, 'আরে ধ্যাৎ, যার প্রেমে পড়েছি, সে তো এখন এই বাসে আমার পাশে বসে আছে।'
এবার বুঝতে পারে না, তা নয়। তবু কী ভেবে বলে, 'তার মানে ! কার কথা বলছেন !'
হাসে। একইরকম হেসে বলে, 'তার মন সবুজ। তার প্রাণ সবুজ। তার নাম সবুজ।'
হতবাক হয়ে সবুজ বলে, 'তার মানে !'
প্রাণখোলা হাসি হেসে বলে রাত্রি, 'আপনিগো, আপনি। আপনার প্রেমে পড়েছি আমি, বুঝতে পারছেন না ?'
সবুজ এতটাই হতভম্ব হয়ে যায় যে, কী বলবে বুঝতেও পারে না। আমতা-আমতা করে কোনও মতে তাই বলে, 'কী বলছেন আপনি !'
একইরকম হেসে বলে, 'ইদানীং যে প্রেমে পড়েছি তাও নয়। এটা আমার পুরাতন ব্যাধি বা অনেক দিনের প্রেমরোগই বলতে পারেন। ভার্সিটিতে যেদিন প্রথম আপনাকে দেখলাম, সেদিনই দিল ধড়কান শুরু হয়ে গেল। ব্যাস, লাইলী পড়ে গেল মজনুর প্রেমে। প্রেম মানে, যা-তা প্রেম নয়। মহা প্রেমই বলতে পারেন। তো চলেন, সামনের স্টপেজেই নামতে হবে।'
সবুজ স্বভাবতই অবাক হয়ে বলে, 'নামতে হবে মানে !'
'আমি বাংলায় বলেছি। নামতে হবে মানে নামতে হবে। আজ সানডে। তার মানে, আজ হলি ডে। আশা করি কোনও অসুবিধা হবার কথা নয়।'
'কোথায় যাব ?'
'আমার আস্তানায়। সেখানে একজনের সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেব।'
সবুজ দ্রুত বলে, 'কে ?'
এবার সশব্দ মিষ্টি-মধুর হাসি নয়। অনেক কষ্টে ম্লান হাসে। হেসে বলে, 'আমার স্বামী।'
বিয়ে করেছে এবং স্বামী আছে শুনে, যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। বলে, 'বিয়ে করেছেন ?'
মাথা নিচু করে বলে, 'হ্যাঁ। করেছি।'
'কবে ?'
'বছর খানেক হবে।'
সবুজ বলে, 'খুশি হয়েছি।'
বিষণ্ন দুটো চোখ তুলে বলে, 'খুশি হয়েছেন, না ?'
বুঝতে পারে প্রসঙ্গটা রাত্রিকে যার-পর-নাই ব্যথা দিয়েছে। কিন্তু রাত্রির ভেতরের কষ্টটা কী বুঝতে পারে না। প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্যে তাই দ্রুত বলে, 'তোমার স্বামীর সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবে বললে। চিনি নাকি আমি ?'
মাথা নিচু করে খানিক কী যেন ভেবে বলে, 'আমি কিন্তু এবার খুশি হয়েছি।'
সবুজ স্বভাবতই বলে, 'কেন ?'

'আমাকে অবশেষে তুমি বললেন যে ?'
সবুজ আগের প্রসঙ্গে আবার বলে, 'কই, বললে না ? চিনি নাকি তোমার হাজব্যান্ডকে ?'
হাসে। হেসে বলে, 'চলুন না। গেলেই দেখতে পাবেন।'
কথা শেষ হতে-না-হতেই পরবর্তী স্টপেজে বাস থামে। রাত্রি বলে, 'চলুন।'
সবুজ হেসে বলে, 'আমি তো সামনে নামব। এখানে নয়।'
কটমট করে তাকায়। তাকিয়ে বলে, 'আপনি এখানেই নামবেন, বুঝেছেন ?'
কী আর করে, নামতেই হয়।
বাস স্টেশনের কাছেই বাসা। হাঁটা পথ। দু'জন হেঁটেই বাসার সামনে এসে দাঁড়ায়। রাত্রি কলিংবেলের বোতাম না টিপে, চাবি দিয়ে দরজা খোলে।
সবুজের মনে স্বভাবতই খটকা লাগে। বাড়িতে রাত্রি তার স্বামী আছে বলল। কিন্তু কলিংবেল না বাজিয়ে চাবি দিয়ে দরজা খুলল কেন ! বাড়িতে কেউ নেই নাকি !
সবুজ মনের মধ্যে ঘুরপাক খাওয়া প্রশ্নটা না করে পারে না। বলে, 'কলিংবেল বাজালে না, চাবি দিয়ে দরজা খুললে। বাড়িতে কেউ নেই নাকি ?'
রাত্রি এ প্রশ্নের উত্তরে খোলা দরজা দিয়ে ঢুকতে গিয়ে খানিক থমকে দাঁড়ায়। বলে, 'ভেতরে আসুন। ঘরে কেউ আছে কী নেই, দেখতে পাবেন।'
দু'জনে করিডোর পেরিয়ে লিভিংরুমের নরম কার্পেটে গিয়ে পা রাখে। রাত্রি খালি সোফা দেখিয়ে বলে, 'বসুন।'
লিভিংরুমের ভেতর দিয়ে কাঠের সিঁড়ি। রাত্রি সিঁড়ি ডিঙিয়ে তরতর করে ওপরে চলে যায়।
এবার বিশাল নরম সোফায় আয়েশে গা এলিয়ে বসে লিভিংরুমের চারদিকে চোখ বুলায়। সামনের দেয়ালে লেমিনেটিং করা একটা বিশাল যুগল ছবি দেখে চমকে উঠা নয়, ভয়ানক চমকে ওঠে।
কে ! ছবিতে রাত্রির পাশে কে হাসিমুখে বসে আছে !
সাজাহানকে চিনতে পারবে না, এমন তো নয়।
হতবাক হয়ে ছবিটার দিকে কতক্ষণ তাকিয়েছিল কে জানে !
এলোমেলো ভাবনা-চিন্তার মধ্যে রাত্রি আবার লিভিংরুমে এসে বলে, 'ঠাণ্ডায় তো জমে গেছেন, না ? আমি কফি বসিয়ে এসেছি। তো চলুন, আমার সাহেবের সঙ্গে আবার আমি নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেব, চলুন।'
দু'জন সিঁড়ি ভেঙে দোতলার শোবার ঘরে এসে ঢোকে।
ছবি দেখেই বুঝেছে, সাজাহানকেই দেখবে।
কিন্তু এ কোন সাজাহান ! বিছানায় যে জীর্ণশীর্ণ, রুগ্ন সাজাহান শুয়ে আছে, তাকে দেখে শুধু চমকে ওঠাই নয়, ভয়ানক চমকে ওঠে ! যেন চিনতেই পারে না। এ কী হাল হয়েছে !
নিজের অজান্তেই সবুজ অস্ফুট বলে, 'সাজাহান তুই !'
অসহায় দুটো চোখে তাকিয়ে সাজাহান বলে, 'কেন ? চিনতে পারছিস না ?'

অবচেতন মনে বলে, 'না।'
রাত্রি একটা খালি চেয়ার দেখিয়ে বলে, 'বসেন, সবুজ ভাই।'
সবুজ চেয়ারে নয়, সাজাহানের মাথার কাছে বিছানায় গিয়ে বসে।
রাত্রি সাজাহানের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তোমার বন্ধুর জন্যে ভাত বসিয়েছি। ভাত, ডাল, আলু সিদ্ধ, আর ডিম ভাজি। ডিপ ফ্রিজে সমস্ত মাছ-মাংশ জমে পাথর হয়ে আছে। তাড়াহুড়ো করে তোমার বন্ধুকে আর কী দেব বলো ?'
সবুজ রাত্রির কথা শেষ হতেই দ্রুত বলে, 'ডিম ভাজি, ডাল, আলু সিদ্ধ। কত দিন ডাল দিয়ে মেখে হাপুসহুপুস করে ভাত খাই না। বাঙালি ভাত না খেয়ে থাকতে পারে কখনও ? শুনেই জিভে পানি এসে গেছে দোস্ত, বিশ্বাস কর।'
সবুজের কথা শেষ হতেই, সাজাহান অনেক কষ্টে আস্তে-আস্তে বলে, 'শুধু আমার বন্ধু বলছ। তোমার কী রাত্রি ?'
সাজাহানের মুখে এ কথা শুনে যেন থ' হয়ে যায়।
দেখে রাত্রির চেহারায়ও কী যেন ফুটে উঠেছে। মাথা নিচু করে কেবল চোরের মতো এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। কী যেন লুকানোর চেষ্টা করছে। কী লুকানোর চেষ্টা করছে রাত্রি ?
প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্যে কি না কে জানে, সবুজ বলে, 'সাজাহানের কী হয়েছে ?'
প্রশ্নটা শুনেই রাত্রি মাথা তুলে বিষণ্ন দু'টি চোখে তাকিয়ে বলে, 'উত্তরটা না শুনলেই নয় ?'
রাত্রির এ কথার উত্তরে সবুজ কিছু বলার আগেই, সাজাহান অনেক কষ্টে বলে, 'বলতে তোমার খুব কষ্ট হয় রাত্রি ?'
রাত্রি মাথা নামিয়ে খানিক ভেবে বলে, 'হ্যাঁ, হয়।'
সাজাহান ম্লান হেসে বলে, 'তো আমি বলি ?'
রাত্রির হঠাৎ কী হয় কে জানে। কেঁদে ফেলে। কেঁদে বলে, 'না। বলবে না তুমি।'
সাজাহান একইরকম ম্লান হেসে বলে, 'আমি জানি, আমার জন্যে কষ্ট হয় তোমার। শুধু কষ্ট বললে কম বলা হবে, খুবই কষ্ট পাচ্ছ তুমি। এটা আমি জানি। ভালবাসতে পারলে না। অথচ আমার জন্যে রাত-দিন জ্বলেপুড়ে মরছ !'
মাথা নিচু করে ছিল। মাথা নিচু করেই বলে, 'একেবারে ভালবাসিনি, তাও কি ঠিক, বলো তুমি ?'
রাত্রির কথা শুনে অসুস্থ সাজাহানের মুখে অপরিসীম খুশি যেন ঝলমল করে ওঠে। অনেক খুশিতে ধীরে-ধীরে বলে, 'তোমার এই একটু ভালবাসা পাওয়ার জন্যেই বোধহয় আজও বেঁচে আছি রাত্রি।'
সাজাহানের মুখে বাঁচা-মরার কথা শুনে, সবুজ আবার বলে, 'সাজাহান, কী হয়েছে তোর দোস্ত ?'
সাজাহান বিছানায় শুয়ে, একবার বোধহয় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকা রাত্রির দিকে তাকায়। তারপর ম্লান হেসে বলে, 'শুনবি ?'
রাত্রি মাথা নিচু করে বলে, 'না বললে হয় না ?'

সাজাহান ধীরে-ধীরে বলে, 'শুনলে তোর ভাল লাগবে না। তবু বলছি, আমার ব্যাকবোনে ক্যান্সার ধরা পড়েছে।'

আর এক মুহূর্তও দাঁড়ায় না রাত্রি। ছুটে চলে যায়।

এমন জানলে সবুজ প্রশ্নটা সত্যি করত না। তাই দ্রুত বলে, 'এ কী বলছিস তুই সাজাহান !'

'যা সত্যি, তাই বলেছি। মিথ্যে কিছু বলছি না।'

সবুজের প্রতিবিন্দু রক্তের মধ্যে একটা দারুণ কষ্ট যেন দ্রুত ছড়িয়ে যায়। তাই বলে, 'না সাজাহান, না। এ হতে পারে না।'

ম্লান হেসে বলে, 'তবু হয়েছে।'

'কেন, কেন তোর ক্যান্সার হবে, বল ?'

'প্রশ্নটা সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে কখনও দেখা হলে জিজ্ঞেস করিস।'

এ সময় এক কাপ ধূমায়িত কফি নিয়ে রাত্রি এসে ঢোকে। কফির কাপ এগিয়ে দিয়ে বলে, 'নিন। কফি নিন।'

'সাজাহান আর তোমার কফি কোথায় ?'

মাথা নামিয়ে খানিক কী যেন ভাবে রাত্রি। ভেবে বলে, 'আমি কফি খাই না।'

'সাজাহান খাবে না ?'

সাজাহান ম্লান হেসে বলে, 'কফি আমার খুব প্রিয়।'

বিষণ্ণ দু'টি চোখ তুলে সবুজের দিকে তাকিয়ে রাত্রি বলে, 'ও বসতে পারে না। কফি খাবে কী করে ? ও সব সময় শুয়ে থাকে। লাঞ্চ, ডিনার সব আমি ওর মুখে তুলে খাওয়াই।'

বিছানায় শুয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সাজাহান বলে, 'অথচ কফি-চা আমার কত প্রিয় ছিল। দিনে সাত-আট কাপ চা-কফি না হলে কোনওদিন চলত না।'

সাজাহান একটা অন্তর্ভেদী দীর্ঘশ্বাস ফেলে এত অসহায়ের মতো বলে যে, মনে হয় সমস্ত রুমের বাতাস ভারী হয়ে ওঠে।

সাজাহানের এ কথার উত্তরে কী বলবে সবুজ বুঝতে পারে না। তাই কী আর করে, চুপচাপ থাকে।

আচম্বিতে সমস্ত শোবার ঘর জুড়ে নেমে আসে পিনপতন নীরবতা। থেমে-থেমে সাজাহানের এক-আধটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়া কিছুই শোনা যায় না।

পাষাণ প্রতিমার মতো মাথা নিচু করে বিষণ্নভাবে দাঁড়িয়ে ছিল রাত্রি। এবার বলে, 'আপনি বসেন, সবুজ ভাই। আমি খাওয়ার আয়োজন করি।'

কথা শেষ করে আর দাঁড়ায় না। দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নীচে চলে যায়।

সাজাহান বলে, 'ডাক্তার কী বলেছেন জানিস ?'

সবুজ স্বভাবতই বলে, 'কী ?'

'ডাক্তার এক মাস সময় দিয়েছেন।'

হতবাক হয়ে সবুজ বলে, 'তার মানে !'

ম্লান হেসে বলে, 'ডাক্তারের দেয়া সেই একমাস গতকাল শেষ হয়ে গেছে।'

এতটাই অবাক হয়ে যায় যে, কী বলবে বুঝতেও পারে না সবুজ।
সাজাহান অদ্ভুত রকমের হাসে। হেসে বলে, 'কষ্ট হচ্ছে তোর ? তা গতকালের পরও বেঁচে আছি কেন জানিস তুই ?'
মুখে কিছু বলে না। কেবল নেতিবাচক মাথা দোলায় সবুজ।
তাই বলে যে সাজাহান থেমে থাকে, তা নয়। ধীরে-ধীরে বলে, 'তোর সঙ্গে দেখা হবে বলেই বোধহয় বেঁচে আছি রে সবুজ।'
এতক্ষণ মনের মধ্যে যে প্রশ্নটা গুমড়ে মরছিল, এবার সে প্রশ্নটাই করে সবুজ। বলে, 'রাত্রির সঙ্গে তোর কবে বিয়ে হয়েছে ?'
'বছর খানেক হল। তুই লন্ডন আসার পনের-বিশ দিনের মধ্যেই আমরা বিয়ে করি।'
'বিয়ের আগে অসুখটা ধরা পড়েনি ?'
'না। বিয়ের মাস তিনেক পর অসুখটা ধরা পড়ে। বিয়ের আগে অসুখটা ধরা পড়লে রাত্রি যতই বলুক এ বিয়ে আমি করতাম না।'
সাজাহানের কথায় সবুজ স্বভাবতই অবাক হয়। অবাক হয়ে বলে, 'রাত্রির কথা কী বলছিস ! তোরা প্রেম করে বিয়ে করেছিস নাকি !'
'না।'
'তাহলে কী বলছিস !'
'শুনবি ?'
'বল ? শুনব।'
সাজাহান ধীরে-ধীরে বলে, 'হঠাৎ একদিন রাত্রি আমার হলের রুমে হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির। তখন বিকেল বেলা। আমি তো রাত্রিকে এভাবে দেখে অবাক। বললাম, বসো। একটা চেয়ার টেনে বসেই বলল, আপনার যদি কোনও আপত্তি না থাকে, আমি সোজাসুজি একটা কথা বলতে চাই আপনাকে। বলব কথাটা, বলেন ?'
একটানা কথা বলে সাজাহান থামে। খানিক বোধহয় দম নেয়। আবার বলে, 'কী বলল, জানিস ? আমি কস্মিনকালেও যা কল্পনা করতে পারিনি, তাই বলল।'
সাজাহান থামে। সাজাহানকে থামতে দেখে সবুজ দ্রুত বলে, 'তারপর ? কী বলল বল ?'
সাজাহান ম্লান হেসে বলে, 'বলল, আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই। তার মানে, আমি যে আপনার কাছে এখন ভালবেসে ছুটে এসেছি তাও নয়। হ্যাঁ, আমি এ কথা বলতে ছুটে এসেছি, আপনি সম্মতি দিলে আমাদের বিয়ে হবে। আর বিয়ের পর আমি আপনাকে ভালবাসতে আপ্রাণ চেষ্টা করব।'
সাজাহান থামে। সবুজের যেন তর সয় না। সাজাহানের কথা শেষ হতেই সবুজ বলে, 'তারপর ?'
হাসে। ম্লান হেসে বলে, 'আমি তো একেবারে থ' হয়ে গেলাম। রাত্রির কথা শুনে এতটাই হতভম্ব হয়ে গেলাম যে, রাত্রির মুখের দিকে বোকার মতো ফ্যালফ্যাল

করে চেয়ে থাকলাম। রাত্রি সুন্দরী। স্মার্ট। তাছাড়া বড়লোকের আদুরে মেয়ে। সবদিক বিবেচনা করলে রাত্রির মতো একটা মেয়েকে জীবনে পাওয়া, সত্যি ভাগ্যের কথা। তবু কিছু বললাম না।'

'ফিরিয়ে দিলি ?'

'না।'

'তাহলে ?'

'আসলে ঝড়ের মতো এসে, ঝড়ের মতো এমন একটা প্রস্তাব দেয়া দেখে এতটাই হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে, কী বলব-না-বলব বুঝতে পারলাম না। শেষমেষ অবশ্য বললাম।'

সবুজ দ্রুত বলে, 'কী বললি ?'

হাসে। খানিক ম্লান হেসে বলে, 'কী আবার বলব ? এমন একটা সুন্দর মেয়ে নিজে প্রস্তাব নিয়ে এলে ফিরিয়ে দেয়া যায়, বল ?'

'রাজি হয়ে গেলি ?'

'হ্যাঁ। হয়ে গেলাম। কিন্তু—'

'কিন্তু' পর্যন্ত বলেই সাজাহানকে থেমে যেতে দেখে সবুজ বলে, 'আবার কিন্তু কী, বল ?'

খানিক কী যেন ভাবে। ভেবে বলে, 'আমার অভিভাবকরা কেউ আপত্তি তুলল না, ওরও নয়। ব্যাস, বিয়ে হয়ে গেল। তারপর—'

'তারপর' পর্যন্ত বলেই থেমে যায়। সাজাহানকে থেমে যেতে দেখেই সবুজ বলে, 'কী হল, থামলি কেন ? তারপর কী, বল ?'

একটা বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সাজাহান বলে, 'বিয়ের পর ভালবাসবে বলেছিল।'

'ভালবাসেনি !'

'না। চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ভালবাসতে পারেনি।'

সবুজ অবাক হয়ে বলে, 'তার মানে !'

একটা অন্তর্ভেদী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'চেষ্টা করেও আমাকে ভালবাসতে পারেনি রাত্রি।'

সবুজ কী ভেবে বলে, 'তোর ধারণাটা তো ভুলও হতে পারে। হয়তো ভালবেসেছে। তুই বুঝতে পারছিস না।'

'না। ভালবাসেনি।'

'তুই কী করে বুঝলি যে, তোকে ভালবাসে না ?'

'প্রথম-প্রথম অবশ্য বুঝতে পারিনি। কিন্তু হঠাৎ আবিষ্কার করি, রোজ রাতে আমি ঘুমিয়ে পড়লে, বারান্দায় একা গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে। শুধু দাঁড়িয়ে থাকে না, কাঁদেও।'

সবুজ স্বভাবতই বলে, 'কেন ! কাঁদে কেন !'

'কারণটা বলব ?'

'বল ?'
ম্লান হেসে বলে, 'কারণ ওর অন্তরের মধ্যে, প্রতি ফোঁটা রক্তের মধ্যে, অন্য এক পুরুষের বসবাস যে।'
যেন কেঁপে ওঠে সবুজ। অস্ফুট বলে, 'সত্যি !'
হাসে। ম্লান হেসে সাজাহান বলে, 'হ্যাঁ। সত্যি।'
খানিকক্ষণ দু'জন কেউ আর কিছু বলে না। শোবার ঘর জুড়ে অসহ্য এক নীরবতা নেমে আসে।
সবুজ নয়, সাজাহানই আবার বলে, 'সেই পুরুষের নাম শুনবি না ?'
সবুজ বলে, 'বল ? শুনি।'
'তার নাম সবুজ।'
সবুজ কী আর করে, আমতা-আমতা করে কোনও মতে বলে, 'ইয়ে মানে, আমি তো—'
সবুজের কথা শেষ হওয়ার আগেই, সাজাহান বলে, 'তোর কোনও দোষ নেই।'
সবুজ আমতা-আমতা করে আবারও বলে, 'বিশ্বাস কর তুই, আমি—'
এবারও শেষ করতে পারে না। থামিয়ে দিয়ে সাজাহান বলে, 'আত্মপক্ষ সমর্থন করার কোনও দরকার নেই। আমি জানি, তোর কোনও দোষ নেই।'
সবুজ অবাক হয়ে বলে, 'কী করে জানলি ?'
'আমি ওর ডাইরি পড়েছি। অবশ্য লুকিয়ে-চুরিয়ে পড়িনি। ওই পড়তে দিয়েছে।'
সবুজ অবাক হয়ে বলে, 'নিজেই পড়তে দিয়েছে !'
'হ্যাঁ। দিয়েছে। যখন ভালবাসতে পারছে না, তখন একদিন ডাইরিটা এগিয়ে দিয়ে বলল, পড়ো। পড়ে দেখো, কেন ভালবাসতে পারছি না। অপরাধ হলে যা শাস্তি দেবে, মাথা পেতে নেব।'
'পড়লি বুঝি ?'
'হ্যাঁ, পড়লাম। দেখলাম প্রচ্ছদে, ভেতরে, সবখানে ছড়িয়ে আছিস তুই। প্রতিটি লাইন, প্রত্যেকটি বাক্য শুধু তোকে নিয়েই লেখা। তোকে না পাওয়ার কষ্ট আর দীর্ঘশ্বাসে ভরা।'
'কী বলছিস তুই সাজাহান !'
সবুজের কথার উত্তরে সাজাহান কিছু বলার আগেই, রাত্রি একটা প্লেটে খাবার নিয়ে ঢোকে। ঢুকেই বলে, 'আমার বিরুদ্ধে বন্ধুর কাছে নালিশ দিচ্ছিলে বুঝি ?'
কথা শুনে হাসে। হেসে সাজাহান বলে, 'তোমাকে এত ভালবেসেছি রাত্রি, তোমার কোনও দোষ বা অপরাধই আমার আর চোখে পড়ে না। নালিশ দেব কী, বলো ?'
কথা শুনে রাত্রি মিষ্টি হেসে সাজাহানের বিছানার পাশে এসে দাঁড়ায়। নিজ হাতে ভাত মেখে ধীরে-ধীরে ওর মুখে তুলে দেয়। এমন পরম ভালবাসার সঙ্গে খাওয়ায় যে, সবুজ দেখে অবাক হয়ে যায়।
রাত্রি সাজাহানকে একেবারে ভালবাসে না, কথাটা আর বিশ্বাস করতে পারে না

সে। খাওয়ার পর মুখ ধুয়ে দিয়ে, তোয়ালে দিয়ে পরম যত্নে মুখ মুছে দেয়। দেখে ভাল লাগে। চোখ জুড়িয়ে যায় সবুজের।

খাওয়া শেষ হতেই মুচকি হেসে সাজাহান বলে, 'অদ্ভুত এক মানুষের পাল্লায় পড়েছি, বুঝেছিস ? ভালবাসে না। অথচ যত্ন করে, আদর করে। যেন মরতেও দেবে না। জোর করে বাঁচিয়ে রাখবে।'

রাত্রিও হাসে। সাজাহানের কথা শুনে হেসে বলে, 'ভাল না বাসলে যত্ন করা যায়, সবুজ ভাই বলেন ?'

সবুজ দ্রুত বলে, 'ঠিকই তো। রাত্রি ঠিক কথাই বলেছে সাজাহান।'

'চলেন। খেতে হবে না ? চলেন।'

রাত্রির কথায় উঠে রাত্রির পেছন-পেছন ডাইনিং টেবিলে এসে বসে। মুখোমুখি বসে খায়।

খেতে-খেতে রাত্রি বলে, 'আপনি আবার কবে আসবেন ?'

'দেখি।'

'দেখি নয়। কবে আসবেন বলেন ? আপনি এলে এ সময় আপনার বন্ধু খুব খুশি হবে।'

হঠাৎ কী ভেবে সবুজ বলে, 'আর কেউ খুশি হবে না ?'

আচমকা কী হয় কে জানে ! ঝরঝর বৃষ্টির মতো কেঁদে ফেলে রাত্রি।

রাত্রিকে কাঁদতে দেখে হতবাক হয়ে সবুজ বলে, 'আমি দুঃখিত রাত্রি। প্রশ্নটা করে আমি ভুল করেছি। তোমাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে সত্যি দুঃখিত আমি।'

খাওয়া হয়ে যায়। রাত্রি চোখ মুছে বলে, 'চলুন। বেসিনে হাত ধুয়ে নিন।'

হাত ধুয়ে দু'জন আবার দোতলায় শোবার ঘরে এসে ঢোকে।

সবুজ বলে, 'এখন তাহলে যাই রে সাজাহান।'

সাজাহান দ্রুত বলে, 'এখনই যাবি মানে ! তোকে দেখে কত ভাল লাগছে জানিস ?'

রাত্রির হঠাৎ কী হয় কে জানে, হেসে বলে, 'রাতেও খেয়ে যান না, সবুজ ভাই।'

সবুজ বলে, 'আজ না। আর একদিন।'

রাত্রি একইরকম হেসে বলে, 'আপনার বন্ধু কিন্তু খুশি হত।'

সাজাহানও হাসে। হেসে বলে, 'হতামই তো।'

হঠাৎ কী হয় কে জানে। বিষণ্ন দুটো চোখে তাকিয়ে বলে, 'কেমন অসহ্য রকমের ভাল মানুষ দেখুন সবুজ ভাই। স্ত্রীর মনের মানুষকে দেখেও কোনও রাগ নয়, ঈর্ষা নয়, বরং ভাল লাগছে।'

রাত্রির কথা শুনে সবুজ যেন থ' হয়ে যায়।

প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্যে কি না কে জানে, সাজাহান বলে, 'ঠিক আছে। তুই আজ না হয় যা। আগামী রোববারে আবার আসবি। কথা দে।'

সবুজ মাথা নেড়ে বলে, 'ঠিক আছে। আসব।'

রাত্রি শুধু দরজা পর্যন্ত নয়, বাস স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দিতে আসে। বাস স্টেশনে

পৌঁছে বলে, 'শ্যামলী কেমন আছে, সবুজ ভাই ?'
চমকে ওঠে সবুজ। দ্রুত তাকায় রাত্রির মুখের দিকে। কিন্তু ভাবলেশহীন মুখের দিকে চেয়ে কষ্ট, ঈর্ষা কিছুই বুঝতে পারে না।
সবুজকে চুপচাপ থাকতে দেখে, রাত্রি আবার বলে, 'আমাকে আপনার মা-বাবা দু'জনে পছন্দ করার পরও, আপনি রাজি হলেন না। জানলাম, আপনার পছন্দের মানুষ শ্যামলী। শ্যামলীকে বিয়ে করার বিষয়ে বাবা-মার সম্মতি পেয়ে আপনি লন্ডনে উড়াল দিলেন। আমার যে কী হল কে জানে ! ঝোঁকের মাথায় সাজাহানের কাছে ছুটে গেলাম।'
সবুজ বলে, 'সাজাহান খুব ভাল। এত ভাল যে—'
সবুজকে কথা শেষ করতে দেয় না। মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে বলে, 'জানি। খুব জানি। বলেছি তো, এত ভাল যে, নিজের স্ত্রীর ভাল লাগার মানুষকে দেখেও এতটুকু ঈর্ষা হয় না। দুনিয়াতে এমন ভাল মানুষ আমি আর দেখিনি, বিশ্বাস করুন।'
'ভাল লাগল। তোমার মুখে সাজাহানের প্রশংসা শুনে খুব ভাল লাগল আমার রাত্রি।'
'শ্যামলী কেমন আছে, সবুজ ভাই ?'
কোনও মতে বলে, 'ভাল।'
সবুজের কথা শেষ না হতেই বাস এসে সামনে দাঁড়ায়।
রাত্রি দ্রুত বলে, 'কই, ঠিকানা দিলেন না ? যোগাযোগটা রাখতে চান না, নাকি ?'
সবুজ মানিব্যাগ থেকে ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার লেখা কার্ড বের করে হাতে গুঁজে দিয়ে বাসে চেপে বসে।
বাসে বসেই রাত্রিকে নিয়ে ভাবে।
ভাবতেও পারেনি রাত্রির সঙ্গে এভাবে দেখা হবে।
শুধু দেখা হওয়া নয়, রাত্রি তাকে আজও ভুলতে পারেনি, আজও ভালবাসে দেখে হতবাক হয়ে যায় !
সত্যি বলতে কী, একটা মৃতপ্রায় মানুষকে নিয়েই রাত্রি দিন-রাত পরিশ্রম করছে, তবু যদি বাঁচিয়ে রাখা যায়। কিন্তু মনে-মনে কি না তাকেই ভালবাসে ! এ কেমন অদ্ভুত মেয়ে রাত্রি, বুঝতে পারে না।

রোববার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ সবুজ আবার রাত্রিদের বাড়িতে যায়। দরজা খুলে রাত্রি আনন্দে যেন লাফিয়ে ওঠে। বলে, 'আমি জানতাম আপনি আসবেন। না এসেই পারেন না। আমার জন্যে না হলেও বন্ধুর জন্যে যে আসবেন, জানতাম।'
সবুজ দরজা দিয়ে ঢুকতে গিয়ে হেসে বলে, 'কেন ? তোমার জন্যে আসিনি ভাবলে কেন ?'
'ধ্যাৎ ! আমাকে এ কথা বিশ্বাস করতে বলেন আপনি ?'
রাত্রির এ কথার উত্তরে সবুজ প্রসঙ্গ পাল্টে বলে, 'সাজাহান কেমন আছে ?'
সবুজের এ কথায় রাত্রি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'বেঁচে আছে।'
'চলো, যাই।'
'চলেন। সকাল থেকে শুধু আপনার কথা একশ'বার জিজ্ঞেস করেছে, জানেন ?'
'কী জিজ্ঞেস করেছে ?'
'আপনি এলেন কি না কেবল তাই জিজ্ঞেস করেছে।'
কথা বলতে-বলতে দু'জন দোতলায় শোবার ঘরে এসে ঢোকে।
চোখ বন্ধ করে ছিল। শব্দ পেয়েই চোখ খুলে বলে, 'এসেছিস সবুজ ?'
সবুজ বিছানায় গিয়ে বসে বলে, 'এসেছি দোস্ত। তুই বলবি, আর আমি আসব না !'
'তোর সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে দোস্ত।'
রাত্রি হেসে বলে, 'আমার বিরুদ্ধে নালিশ তো ? দাও। যত খুশি নালিশ দাও। মানা করব না। আমি যাই। খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করি।'
রাত্রি চলে যায়।
রাত্রি চলে যেতেই সাজাহান বলে, 'আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। ঘুমও হয় না। আর বাঁচব না রে সবুজ।'
সবুজ দ্রুত বলে, 'না। ঠিক না। তুই মরে যাবি ! এটা কিছুতেই হতে পারে না।'
খানিক কী যেন ভাবে। তারপর বলে, 'খাওয়ার পর তোকে একটা কথা বলব। আগে বল, আমার সে কথা তুই রাখবি ?'
সবুজ হেসে বলে, 'তোর কথা আমি ফেলতে পারি কখনও, বল ?'
সাজাহান ধীরে-ধীরে বলে, 'আমি জানি দোস্ত, তুই আমার কথা ফেলবি না।'
এ সময় রাত্রি এক কাপ ধূমায়িত কফি নিয়ে ঢুকে হাসিমুখে সবুজের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে, 'নিন। কফি খান। তা আমি ভালবাসি না, পছন্দ করি না, একঝুড়ি

নালিশ দেয়া হয়ে গেছে নিশ্চয়ই।'
রাত্রির কথা শুনে সাজাহান হেসে বলে, 'তুমি আমার কী, এখনও তা কি তুমি জানো না রাত্রি ? তুমি শুধু আমার ভালবাসা নও, তুমি আমার জীবন-মরণ, সব। তোমার বিরুদ্ধে এ জীবনে আমার কোনও নালিশ নেই, জানো না তুমি ?'
রাত্রি মাথা নিচু করে বলে, 'জানি। তবু বার-বার জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে ইচ্ছে করে।'
সাজাহান বলে, 'রান্না-বান্নার কত দূর রাত্রি ?'
'সকাল থেকেই শুরু করেছি। প্রায় শেষ। আমি বরং রান্না ঘরে যাই। তোমরা গল্প করো।'
কথা বলে আর দাঁড়ায় না। দ্রুত নীচে কিচেন রুমের দিকে চলে যায়।
রাত্রি চলে যেতেই সাজাহান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'পৃথিবীতে আর সবাই বেঁচে থাকবে। আমিই শুধু মরে যাব, এমন হল কেন সবুজ ?'
সবুজ বলে, 'আমার কেন যেন বিশ্বাসই হয় না, তুই এভাবে হঠাৎ মরে যাবি। আমি বলছি দেখ, তুই বাঁচবি। অনেক দিন বাঁচবি।'
হাসে। ম্লান হেসে বলে, 'তুই আমাকে খুব পছন্দ করিস, ভালবাসিস, আমি জানি সবুজ।'
'তোকে একটা খবর দেব।'
'কী খবর ?'
'আগামী সপ্তাহে শ্যামলী লন্ডন আসছে।'
'হঠাৎ লন্ডন আসছে কেন ?'
'শ্যামলী এখন একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীর জুনিয়র একজিকিউটিভ। তাদেরই কী একটা সেমিনারে অংশগ্রহণ করার জন্যে, সপ্তাহ খানেকের জন্যে লন্ডন আসা।'
সাজাহান দ্রুত বলে, 'বেশ হবে। আমার এখানে আসবে না ?'
'কেন আসবে না ? নিশ্চয়ই আসবে।'
ঠিক এ সময় রাত্রি একটা প্লেটে নানা রকমের খাবার সাজিয়ে রুমে এসে ঢোকে। রাত্রিকে দেখেই সাজাহান বলে, 'শুনেছ রাত্রি, আগামী সপ্তাহে শ্যামলী আসছে লন্ডনে। বেশ হবে, তাই না ?'
সবুজ দেখে শ্যামলীর কথা শুনেই, রাত্রির চোখে-মুখে এতক্ষণ ধরে জ্বলতে থাকা অফুরন্ত খুশির রোশনাই কোথায় যেন উধাও হয়ে যায়। মুখে কিছুই বলে না। কেবল প্লেট থেকে যত্ন করে এটা-ওটা খাবার তুলে সাজাহানকে পরম যত্নে, পরম মমতায় খাওয়ায়।
এত মমতা, এত যত্ন দেখে অবাক না হয়ে পারে না সবুজ। এর মধ্যে কোনও ভালবাসা নেই, বিশ্বাস করতে একেবারে মন চায় না। খাওয়া শেষে মুখ ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছে দেয়।
ভালবাসা না থাকলে এত মমতা ভেতরে কী করে জন্ম নিল ! সবটাই কি তবে

রাত্রি রুটিন মাফিক কর্তব্য করে যাচ্ছে ! একজন মৃতপ্রায় মানুষের জন্যে এক স্ত্রীর এটা কি শুধু কর্তব্য ! আর কিছু নয় !

সবুজের এলোমেলো ভাবনা-চিন্তার মধ্যেই রাত্রি বলে, 'খেতে চলুন, সবুজ ভাই।' রাত্রির আহবানে সবুজ রাত্রির সঙ্গে হেঁটে নীচে ডাইনিং টেবিলে এসে মুখোমুখি বসে। রাত্রি সরিষা ইলিশ, মুগ ডাল আর রুই মাছের কালিয়া রান্না করেছে।

খেতে-খেতে রাত্রিই প্রথম কথা বলে, 'আমি আপনাকে বোকার মতো ভালবাসলাম কেন বলুন তো ?'

রাত্রির এ প্রশ্নের উত্তরে সবুজ কী বলবে ! কীই-বা বলার আছে তার !

সবুজকে চুপচাপ খেতে দেখে রাত্রি আবার বলে, 'কী অদ্ভুত দেখুন ! আমি আপনাকে ভালবাসি। অথচ আপনি আমাকে ভালবাসেন না। ভালবাসেন অন্য একজনকে।'

সবুজ এবারও কিছু বলে না। সবুজকে চুপচাপ খেতে দেখে, রাত্রি খেতে-খেতে আবার বলে, 'তবে একটা কথা সেদিন ঠিক বলেছেন, সাজাহান সত্যি ভাল মানুষ।'

সবুজ এবার দ্রুত বলে, 'হ্যাঁ। সাজাহান সত্যি ভাল মানুষ।'

মাথা নিচু করে খেতে-খেতে রাত্রি বলে, 'আমি দেবতা দেখিনি। ফেরেশতা দেখিনি। ওঁরা কি এর চেয়েও ভাল হয় কি না তাও জানি না ! তবে সাজাহান সত্যি ভাল।'

সবুজের খাওয়া হয়ে যায়। সে উঠে বেসিনে হাত ধোয়।

রাত্রিও ওঠে। দু'জন আবার দোতলায় শোবার ঘরে এসে ঢোকে।

সবুজ বিছানায় সাজাহানের শিয়রে গিয়ে বসে।

সাজাহান দু'জনকে ঢুকতে দেখেই বলে, 'রাত্রি, তুমি একটু নীচে যাও। আমি সবুজের সাথে কিছু দরকারি কথা বলব।'

রাত্রি হেসে বলে, 'যাচ্ছি।'

'যাচ্ছি' বলেই রাত্রি চলে যায়।

রাত্রি চলে যেতেই সাজাহান আমতা-আমতা করে বলে, 'একটা কথা বলব বলেছিলাম তোকে।'

'হ্যাঁ। বলেছিলি।'

'এখন সে কথাটা বলি, কী বলিস ?'

সবুজ বলে, 'বল ?'

'আমি তো মরে যাব, তাই না সবুজ ?'

'নাও তো মরতে পারিস।'

একটা অন্তর্ভেদী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে সাজাহান, 'আমি তো আর বেশি দিন বাঁচব না। তাই একটা অনুরোধ করব তোকে।'

সবুজ হেসে বলে, 'বল না, কী বলবি ?'

'তুই আমাকে কথা দিয়েছিস, আমার কথা তুই রাখবি।'

সবুজ হেসে বলে, 'হ্যাঁ। কথা দিয়েছি।'
মুক্তোর বিন্দুর মতো পর-পর কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়ে দু'চোখ বেয়ে। কেঁদে বলে, 'রাত্রিকে তোর কাছে রেখে গেলাম।'
সাজাহানের কথার অর্থ সবুজ পুরোপুরি বুঝতে পারে না। তাই বলে, 'ঠিক আছে। রাত্রির খোঁজ-খবর আমি সব সময় রাখব। কথা দিলাম তোকে।'
'শুধু খোঁজ-খবর নিলেই তো হবে না সবুজ। রাত্রির দায়িত্ব নিতে হবে তোকে।'
এই প্রথম সবুজের খটকা লাগে। দ্রুত বলে, ' তোর কথা আমি বুঝতে পারলাম না সাজাহান।'
আরও কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়ে দু'চোখ বেয়ে। কেঁদে বলে, 'রাত্রি তোকে ভালবাসে। ঠিক কি না, বল ?'
এ প্রশ্নের উত্তরে কিছু বলে না। কেবল মাথা নিচু করে থাকে।
সাজাহান আবার বলে, 'মৃত্যুর আগে তোর কাছে আমার জীবনের এটা শেষ অনুরোধ। তুই রাত্রিকে বিয়ে কর। কথা দে, আমি মরার পর তুই ওকে ঘরে তুলে নিবি। কথা দে সবুজ।'
শুধু চমকে ওঠা নয়, হৃদপিণ্ডের স্পন্দনও যেন থেমে যায়। কোনও মতে বলে সবুজ, 'তুই এ কী বলছিস সাজাহান !'
দু'গণ্ড বেয়ে ভরা শ্রাবণের বৃষ্টির মতো ফোঁটা-ফোঁটা জল ঝরে পড়ে।
সাজাহান বলে, 'তোকে পেলেই রাত্রির সবচেয়ে বড় আনন্দ, সবচেয়ে বড় সুখ। ঠিক কি না, বল ?'
সাজাহানের কথার উত্তরে সবুজ কিছু বলার আগেই, রাত্রি ঝড়ের মতো শোবার ঘরে এসে ঢোকে।
উত্তেজনায় যেন থরথর করে কাঁপতে থাকে রাত্রি। বলে, 'আমি ভাল মানুষ দেখেছি। এমন অসহ্য রকমের ভাল মানুষ আর দেখিনি। মৃত্যুর আগেও নিজের স্ত্রীর প্রেমিককে বলে যাচ্ছে, নিজের প্রিয়তমা স্ত্রীকে বউ করে ঘরে তুলে নিতে। কী ! সত্যি, তুমি কী বলো তো !'
কেউ কিছু বলে না।
সাজাহান না, সবুজও না।
শোবার ঘর জুড়ে থেমে-থেমে রাত্রির কান্নার শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ শোনা যায় না।
ঘটনার আকস্মিকতায় সবুজ এতটাই হতবাক হয়ে যায় যে, কী বলবে বুঝতেও পারে না। তাই কী আর করে, উঠে দাঁড়ায়। বলে 'তাহলে আমি এখন যাই রে সাজাহান। তো, আমি এখন আসি রাত্রি।'
কথা শেষ করে আর দাঁড়ায় না। মাথা নিচু করে দ্রুত দরজার দিকে পা বাড়ায়। সাজাহান সবুজকে চলে যেতে দেখেই দ্রুত বলে, 'কোথায় যাচ্ছিস সবুজ ? আমার কাছে আয় তুই।'
কী আর করে, দরজার কাছাকাছি গিয়েও সাজাহানের ডাকে আবার থমকে

দাঁড়িয়ে বলে, 'আর কী বলবি, বল ?'
সাজাহান দ্রুত বলে, 'তোর সঙ্গে তো আমার কথা শেষ হয়নি সবুজ। তুই এভাবে চলে যাচ্ছিস যে !'
আবার এসে বিছানার কাছে দাঁড়ায়। বলে 'কী বলবি, বল ?'
কোনও মতে সাজাহান বলে, 'আমি রাত্রিকে সত্যি ভালবাসি। বিশ্বাস কর সবুজ, এত ভালবাসি যে—'
আবেগে-উত্তেজনায় যেন থরথর করে কাঁপতে থাকে। কথা শেষও করতে পারে না। মুখের কথা মুখেই আটকে যায়।
সাজাহানকে এভাবে থেমে যেতে দেখে সবুজ দ্রুত বলে, 'আমি জানি সাজাহান। রাত্রিকে তুই খুব ভালবাসিস। এটা আমি জানি।'
কখন কেঁদে ফেলেছে বলতেও পারবে না। দু'গণ্ড বেয়ে ফোঁটা-ফোঁটা জল ঝরে পড়ে। হাত দিয়ে কোনও মতে নিজের দু'গাল বেয়ে ঝরে পড়া জল মুছে বলে, 'আমি ভালবাসি রাত্রিকে। অথচ দেখ, রাত্রি কিনা ভালবাসে তোকে ! কী অদ্ভুত, তাই না রে !'
আবার থেমে যায়। আবার কাঁদে।
সবুজ কী বলবে বুঝতে পারে না। সাজাহান ও রাত্রির সামনে এভাবে আর দাঁড়িয়ে থাকতেও ভাল লাগছে না। তাই বলে, 'আমি তাহলে এখন যাই সাজাহান ?'
সোফায় বসে দু'হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে এতক্ষণ ধরে অবিরাম কাঁদছিল রাত্রি। সবুজের কথা শুনে আর বোধহয় চুপচাপ থাকতে পারে না। এবার মাথা তুলে বলে, 'কী বলছ তুমি ! কাকে বলছ তুমি এসব, বলো !'
দু'চোখে জল নিয়েও ম্লান হাসে। হেসে বলে, 'কেন ? সবুজকে বলছি।'
অদ্ভুত রকমের মায়াবী এক দৃষ্টিতে তাকায় রাত্রি। তারপর বলে, 'তোমার সেই বন্ধুর এসব কথা শোনার এতটুকু আগ্রহও নেই, এটাও বুঝতে পারছ না তুমি ! এত বোকা তুমি ! অবিরাম কেঁদে চলেছ। কত কী আবোলতাবোল মিনতি করছ বন্ধুর কাছে। কিন্তু তোমার সেই অকৃত্রিম বন্ধু এসব শোনা তো দূরের কথা, এখানে আর এক সেকেন্ডও দাঁড়িয়ে থাকতে চাইছে না। কেবল আমি যাই, আমি এখন যাই বলে চলেছে। ঠিক আছে সবুজ ভাই, আপনি এখন যান। প্লিজ, যান তো।'
রাত্রির কথা শেষ হতে-না-হতেই সবুজ বলে, 'তো, যাই রে সাজাহান। আবার না হয় আসব।'
কথা শেষ করে যে দাঁড়ায় তা নয়। দ্রুত পা ফেলে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু তাই বলে যে যেতে পারে, তাও নয়। পেছন থেকে সাজাহান আবার ডাকে। সাজাহানের ডাকে দাঁড়াতেই হয়। সাজাহান কেমন যেন কঠিন করে চিবিয়ে-চিবিয়ে বলে, 'না। তুই এখন যাবি না সবুজ।'
সাজাহানের কথা শুনে হতচকিত সবুজ কী আর করে, আগের জায়গায়

একইরকম এসে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে অসহায়ের মতো দ্রুত একবার ক্রন্দনরত রাত্রির মুখের দিকে, একবার সাজাহানের মুখের দিকে তাকায়।
সাজাহান এবার খানিক বোধহয় কী ভাবে। ভেবে বলে, 'রাত্রি, তুমি একটু ভেতরে যাও তো। সবুজের সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। ওর সঙ্গে আমার যা কিছু কথা তা আমি আজই শেষ করতে চাই।'
ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে শুধু কাঁদছিল। দুটো ভেজা চোখ তুলে এবার কেমন যেন তাকায়। তাকিয়ে বলে, 'কী এমন কথা যা আমার সামনে বলা যায় না ! বলো, কী এমন কথা !'
'আছে। কথা আছে। তুমি ভেতরে যাও রাত্রি।'
সাজাহানের কথা শেষ হতে-না-হতেই কী ভেবে দুটো জলে ডোবা চোখে কেন যেন সাজাহানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সবুজের দিকে, খানিক পলকহীন তাকায়। তারপর দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে চলে যায় রাত্রি।
রাত্রি চলে যেতেই সাজাহান বলে, 'আয়। আমার কাছে আয় সবুজ।'
সাজাহানের ডাকে সবুজ সাজাহানের মাথার কাছে বিছানায় এসে বসে। বসে বলে, 'বল ? কী বলবি বল ?'
সবুজের দিকে তাকায়। চোখে-চোখ রেখে সাজাহান বলে, 'তোর কি মনে হয় সবুজ, রাত্রি আমাকে একটুও ভালবাসে না ?'
এ প্রশ্নের উত্তর দিতে সবুজকে ভাবতে হয় না। তাই দ্রুত বলে, 'আমার কিন্তু মনে হয় রাত্রি তোকে ভালবাসে। খুব ভালবাসে।'
সবুজের কথা শুনে খানিক আনমনা কী যেন ভাবে। তারপর বলে, 'হ্যাঁ। আমারও তাই মনে হয় রে সবুজ। একটু-একটু করে বোধহয় ভালবেসে ফেলেছে। তাই না রে ?'
সবুজ দেখে সাজাহানের দু'চোখে জল টলমল করছে। ইচ্ছে করে পকেট থেকে রুমাল বের করে দু'চোখ মুছে দেয়। কিন্তু কেন যেন তা করে না। দু'গাল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে পড়ে। কেমন যেন নিঃশব্দে কাঁদে সাজাহান।
সাজাহানকে এভাবে কাঁদতে দেখে সবুজের নিজের ভেতরটাও বোধহয় ভিজে ওঠে। সবুজ বলে, 'এভাবে কাঁদছিস কেন সাজাহান ! প্লিজ, থাম।'
'পিপাসার্ত চাতকের মতো একটু ভালবাসা চেয়েছি ওর কাছে। কিন্তু পাইনি। অথচ আজ—'
বলতে পারে না। থেমে যায়।
সাজাহানকে থেমে যেতে দেখে সবুজ বলে, 'কী হল ? থেমে গেলি কেন ? বল সাজাহান ?'
ভেজা চোখে কেমন করে যেন তাকায়। তাকিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, সবুজ। তোর কথাই বোধহয় ঠিক। আজকাল আমারও মনে হয়, বোধহয় ভালবেসে ফেলেছে।'
সাজাহানের কথা শুনে সবুজ দ্রুত বলে, 'এখনও বোধহয় বলছিস কেন সাজাহান ? আমার ধারণা, রাত্রি এখন তোকে সত্যিই ভালবাসে।'

আবার কেমন অসহায় চোখে তাকায়। তাকিয়ে বলে, 'সত্যি বলছিস তুই ! সত্যি বলছিস তো সবুজ ?'
না হেসে পারে না। হেসে বলে, 'হ্যাঁ। ঠিকই বলছি আমি।'
আগের মতো অশ্রুভেজা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, 'কী জানি, রাত্রিকে আমি বোধহয় আজও কেন যেন ঠিক বুঝতে পারি না রে সবুজ। ভালই যদি না বাসে তো আমাকে নিয়ে এত সব করছে কেন ও ? এত সেবা-যত্ন, বাঁচিয়ে রাখার জন্যে এত সব করছে কেন, বল ? এটা কি শুধুই কর্তব্য ? আর কিছু নয় ? না। আমার কিন্তু তা ইদানীং মনে হয় না রে সবুজ।'
'আমার কী মনে হয় জানিস সাজাহান ? রাত্রি বোধহয় নিজেও জানে না ধীরে-ধীরে সে তোকে এত ভালবেসে ফেলেছে। আমার ধারণা, নিজের অজান্তেই অল্প-অল্প করে তোকে ভালবেসে ফেলেছে রাত্রি।'
সবুজের কথা শুনে সাজাহান দ্রুত বলে, 'হ্যাঁ। ঠিক বলেছিস। ভালবাসে। কিন্তু এতদিন পর আজ কাকে ভালবাসে রাত্রি, তুই বল ?'
সাজাহানের কথা বুঝতে পারে না। তাই বলে, 'কেন ! কাকে আবার ভালবাসবে ! তোকে ভালাবাসে।'
সবুজের এ কথায় দু'চোখে জল নিয়েও ম্লান হাসে। বলে, 'জীবিত সাজাহানকে ভালবাসতে পারেনি। মৃত সাজাহানকেই কিনা শেষমেশ ভালবেসেছে রাত্রি !'
'তুই মরে গেছিস নাকি ? এসব কী বলছিস বল তো ?'
একটা অন্তর্ভেদী দীর্ঘশ্বাস ফেলে খানিক কেন যেন কিছু বলে না। মনে হয় কী যেন ভাবে। তারপর একইরকম ভেজা চোখে তাকিয়ে বলে, 'আর বোধহয় বাঁচব না রে সবুজ। সময় বোধহয় সত্যি শেষ হয়ে এল।'
সাজাহানের এ কথায় প্রতিবাদ না করে পারে না। বলে, 'এসব কথা কেন বলছিস্ তুই ? না। মরে যাবার কথা বলবি না তুই। একদম বলবি না। শেষমেশ রাত্রিও তো তোকে ভালবেসেছে, নাকি ?'
এত কষ্টের মধ্যেও ম্লান হাসে সাজাহান। হেসে বলে, 'হ্যাঁ। স্বীকার করছি। অনেক দেরিতে হলেও অবশেষে একটু-একটু করে রাত্রি আমাকে ভালবেসেছে।'
সাজাহানের কথার পিঠে সবুজ দ্রুত বলে, 'যে রাত্রিকে তুই প্রাণ দিয়ে ভালবাসিস, অবশেষে সে তোকে ভালবেসেছে। তাকে ভালবাসার জন্যে হলেও তো তোকে বেঁচে থাকতে হবে, সাজাহান।'
উদভ্রান্তের মতো এদিক-ওদিক তাকায়। খানিক মনমরা হয়ে কী যেন ভাবে। তারপর অসহায়ের মতো বলে, 'ধ্যাৎ, গাধার মতো এসব কী বলছিস তুই ! ইচ্ছে করলেও কি আমি আর বেঁচে থাকতে পারব রে সবুজ ? তাছাড়া আমি কি বেঁচে আছি নাকি, বল তুই ? এ কী রকম বেঁচে থাকা রে সবুজ ? ঘাটের মরা। রাত্রির কাঁধে একটা অহেতুক বোঝা হয়ে আছি। রাত্রি অবশ্য হাসিমুখে সব করছে। তবু আজকাল কী মনে হয় জানিস্ তুই ?'
সবুজ বলে, 'কী ?'

'মনে হয়, আমার বোধহয় এবার মরে যাওয়াই উচিত। কেন রাত্রিকে দিন-রাত এভাবে কষ্ট দেব ? কেন অহেতুক এভাবে মৃত্যুর দুঃস্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকব ? হ্যাঁ। এবার আমি মরে যেতে চাই রে সবুজ। তবে তার আগে তুই বল, আমার শেষ অনুরোধটা তুই রাখবি কি না ?'

সাজাহানের কথা বুঝতে পারলেও চুপ করে থাকে। কিছু বলে না।

সবুজকে চুপ করে থাকতে দেখে সাজাহান আবার বলে, 'কী হল, কিছু বলছিস না যে ? আমার জীবনের অন্তিম সময়ে বলা অনুরোধটা তুই রাখবি না, বল ?'

না। সবুজ এবারও কিছু বলে না। মাথা নিচু করে কেবল চুপচাপ বসে থাকে।

'কী হল ? কথা বলছিস না কেন সবুজ ? বল ? বল সবুজ, তুই রাত্রির দায়িত্ব নিতে রাজি কি না বল ?'

ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব সবুজ মাথা নিচু করে বিছানায় ঠায় বসে থাকে। না, এবারও কিছুই বলে না। তাছাড়া কী-ই-বা বলবে সে ! কী-ই-বা বলার আছে তার !

'রাত্রি খুব ভাল রে সবুজ। এ পৃথিবীতে এত ভাল আমি আর দেখিনি, বিশ্বাস কর তুই। রাত্রির এত সেবা-যত্ন দেখে আমি অবাক হয়ে যাই, জানিস ? মৃত একটা মানুষকে যেন জোর করে বাঁচিয়ে রাখতে চায় রাত্রি।'

সাজাহানের কথা শেষ হতে-না-হতেই উদভ্রান্তের মতো রাত্রি একটা খাম হাতে আবার দ্রুত ঝড়ের মতো রুমে এসে ঢোকে। সবুজ কিছু বলার আগেই চিৎকার করে বলে, 'না। আপনাকে কিছু বলতে হবে না। দয়া করে আপনি যান। চলে যান, সবুজ ভাই। প্লিজ।'

রাত্রির কথা শুনে সাজাহান কেমন যেন দিশেহারার ভঙ্গিতে রাত্রির দিকে তাকায়। দ্রুত বলে, 'তুমি আবার এ ঘরে কেন এসেছ ? কেন এসেছ, রাত্রি ?'

মাঝ দরিয়ায় হঠাৎ কাল বৈশাখীর উদ্দাম ঝড়ের দোলায় দুলতে থাকা ডিঙ্গি নৌকার মতো যেন দুলতে থাকে রাত্রি। ঝরঝর বৃষ্টির মতো অবিরাম কেঁদে বুক ভাসিয়ে বলে, 'না। তোমাকে ছেড়ে এক চুলও নড়ব না আমি। যে এত ভালবাসে, তাকেই তো ভালবাসব আমি।'

সাজাহান যে হাসে, তা নয়। একইরকম কেঁদে বলে, 'আরে ধ্যাৎ, বোকার মতো কথা বলছ কেন তুমি ! একটা লাশকে কেউ ভালবাসে বুঝি !'

উত্তেজনায়, আবেগে যেন থরথর কাঁপতে থাকে রাত্রি। চিৎকার করে বলে, 'কে লাশ ! বলো, কে !'

'কেন আমি ?'

হাতের খামটা ছুঁড়ে দেয় সাজাহানের দিকে। কেঁদে বলে, 'রিপোর্টটা আমি গত পরশুই পেয়েছি। কিন্তু তোমাকে বলিনি। ঢাকা, কলকাতা, দিল্লীর টেস্ট রিপোর্টে ভুল ছিল। তোমার ক্যান্সার নয়। টিউমার।'

শুনেই আনন্দ-খুশিতে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে সাজাহান।

রাত্রি চোখের জল মুছে, ধীরে-ধীরে বলে, 'যে আমাকে ভালবাসে না, তাকে নয়।

যে আমাকে ভালবাসে, তাকেই আমি ভালবাসব। হ্যাঁ। চিরদিন ভালবাসব।'
কথা শেষ করে এক পা-দু'পা করে, বিছানায় শায়িত সাজাহানের কাছে এগিয়ে যায়। পরম মমতায়, পরম ভালবাসায় কপালে হাত রাখে।
সবুজ আগেই অনুমান করেছে, ধীরে-ধীরে রাত্রি নিশ্চয়ই সাজাহানকে ভালবাসতে শুরু করেছে। সত্যি তো, ভেতরে ভালবাসা না থাকলে এত মমতা, এত যত্ন কী ভাবে করে ?
সাজাহানেরও ক্যান্সার নয়। মনটা অফুরন্ত ভাল লাগায় ভরে যায় সবুজের।
সবুজ কী ভেবে উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে বলে, 'এখন আমি আসি রাত্রি। যাই রে সাজাহান।'
দেখে সাজাহানের চোখ-মুখে এখন আর মৃত্যুকাতর মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা নয়, বরং অনেক খুশির ঝিলিক। অপরিসীম খুশিতে হেসে সাজাহান বলে, 'এখনই যাবি ?'
সাজাহানের কথার উত্তরে সবুজ কিছু বলার আগেই, রাত্রি বলে, 'শ্যামলীকে নিয়ে আসবেন, সবুজ ভাই। আর হিংসে করব না। বরং এবার ওকে নিজের হাতে রান্না করে পেট ভরে খাওয়াব। কথা দিলাম।'
রাত্রির কথা শেষ হতেই, অনেক খুশিতে সাজাহান হেসে বলে, 'অবশেষে শ্যামলা মেয়েটার জয় হল, তাই না রে সবুজ ?'
সবুজ হাসে। হেসে বলে, 'শ্যামলী নয়। রাত্রিও নয়। অবশেষে ভালবাসার জয় হল বল।'
অফুরান খুশির রোশনাই যেন সাজাহানের চোখে-মুখে। অনেক খুশিতে সাজাহান যেন অনেক দিন পর প্রাণ খুলে হাসে। হেসে বলে, 'ভালবাসাই তো বড়, নাকি বল ?'
সাজাহানের কথার উত্তরে রাত্রি কিছু বলার আগেই, সবুজ হেসে বলে, 'হ্যা। ভালবাসাই বড়। ভালবাসার চেয়ে আর বড় কিছু নেই।'
একইরকম হাসে। হেসে সাজাহান বলে, 'অর্থ বলিস্, বিত্ত বলিস্, কোনও কিছুই কিন্তু মানুষের ভালবাসার চেয়ে বড় নয়, জানবি সবুজ।'
'ঠিক আছে। তো চলি রে সাজাহান। আসি রাত্রি। তোমরা সুখী হও। কামনা করি, তোমরা অনেক সুখী হও রাত্রি।'
কথা শেষ করে দরজার দিকে দু'পা বাড়াতেই, রাত্রি বলে, 'আসুন। আপনাকে নীচে পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি, সবুজ ভাই।'
সবুজ আর কিছু বলে না। সাজাহানও না।
দু'জন নীচে লিভিংরুমে এসে দাঁড়াতেই, রাত্রি বলে, 'সবুজ ভাই, আপনার সঙ্গে আমার কিন্তু কথা আছে।'
'এখনই বলবে ?'
'হ্যাঁ। এখনই বলব। আপনি বসুন।'
রাত্রি বসে। সবুজও মুখোমুখি একটা সোফায় বসে।

সোফায় বসেই সবুজ বলে, 'বেশ, এবার কী বলবে, বলো ?'

'এতক্ষণ আপনি যা শুনেছেন, এর কিন্তু এক বিন্দুও সত্যি নয়।'

রাত্রি মাথা নিচু করে কোনও মতে ধীরে-ধীরে বলে। রাত্রির কথা সবুজের বোঝার কথা নয়, স্বভাবত বুঝতেও পারে না। সবুজ তাই বলে, 'তোমার কথার মাথা-মুন্ডু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি কী বলতে চাও, স্পষ্ট বলো ?'

মাথা নিচু করে শাড়ির আঁচলে চোখের জল মুছে কোনও মতে বলে, 'আমি আজ একটা বড় মিথ্যে কথা বলেছি, জানেন ?'

সবুজ যার-পর-নাই অবাক হয়ে বলে, 'কেন ! হঠাৎ কেন তুমি মিথ্যে বলতে গেলে ! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

নিচু মাথা আরও নিচু করে ধীরে-ধীরে বলে, 'বড় প্রয়োজনে মিথ্যেটা বলতে হল, সবুজ ভাই।'

সবুজ হতবাক হয়ে বলে, 'কী মিথ্যে বলেছ, বলো ?'

'একটু আগে যে টেস্ট রিপোর্ট আপনাদের দেখিয়েছি, ওটা ঠিক না। ওটা আমি টাইপ করেছি।'

মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়লেও সবুজ এতটা অবাক হত কি না সন্দেহ ! হতভম্ব হয়ে বলে, 'তার মানে !'

ডুকরে কাঁদে। কেঁদে বলে, 'না। ও আসলে আর বেশি দিন বাঁচবে না। ওর সত্যি ক্যান্সার হয়েছে, সবুজ ভাই।'

এতক্ষণ ধরে শরীরের প্রতি ফোঁটা রক্ত অফুরন্ত এক খুশিতে ভরে ছিল। এবার আবার যার-পর-নাই বিষাদে ছেয়ে যায় মন-প্রাণ। কোনও মতে বলে, 'তুমি সত্যি বলছ ! সত্যি বলছ রাত্রি !'

মাথা নিচু করে অবিরাম ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদে। কেঁদে বলে, 'হ্যাঁ। ওর সত্যি ক্যান্সার, সবুজ ভাই।'

এতক্ষণ ধৈর্য ধরে ছিল। এবার বোধহয় ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। কতটা কী রেগে গেছে বুঝতে পারে না। তবে ভীষণ রাগ হচ্ছে এটা বুঝতে পারে। রেগেমেগে দাঁতে দাঁত চেপে সবুজ কোনও মতে বলে, 'হঠাৎ করে এ মিথ্যে নাটকটা কেন করলে তুমি ! কেন ! কেন এই মিথ্যে অভিনয়টা করলে রাত্রি ! বলো তুমি, কেন করলে !'

মাথা নিচু করে আবার ডুকরে কেঁদে ওঠে। কান্নাজড়িত কণ্ঠে কোনও মতে বলে, 'আমি আসলে—'

আবেগে—উত্তেজনায় কী যেন বলতে চেয়েও পারে না। থেমে যায়।

খানিক পলকহীন চোখে ক্রন্দনরত রাত্রির দিকে তাকিয়ে থাকে সবুজ। রাগে-অভিমানে মাথায় বোধহয় এক চিলতে রক্তই উঠে যায়। দাঁতে দাঁত চেপে চিবিয়ে-চিবিয়ে বলে, 'একটা মৃত প্রায় মানুষের সঙ্গে এতবড় একটা ছলনা, এতবড় একটা প্রতারণা করতে তোমার বিবেকে এতটুকু বাধল না রাত্রি ! এ তুমি কী করেছ রাত্রি ! বলো রাত্রি, কী করেছ !'

দু'টি ভেজা চোখ তুলে দিশেহারার মতো তাকায়। খানিক কী যেন ভাবে। তারপর বলে, 'হ্যাঁ। বলব। আজ আমি আগাগোড়া সব বলব। বলব বলেই তো এভাবে ডেকে বসিয়েছি আপনাকে, সবুজ ভাই।'

রাত্রি থামে। রাত্রিকে থামতে দেখেই সবুজ দ্রুত বলে, 'তো কী বলবে, বলো ?'

মাথা নিচু করে ক্রন্দনরত রাত্রি বলে, 'আপনি শ্যামলীকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়ে চলে এলেন লণ্ডন। আমার যে কী হল কে জানে ! সদা হাসি- খুশি প্রাণবন্ত মানুষ সাজাহানকে দেখছিলাম অনেক দিন থেকেই। আপনি চলে আসার পরই দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে কাজটা করে বসলাম। কেন যেন ছুটে গেলাম ওর কাছে। কোনও কিছু ভাবনা-চিন্তা না করেই বিয়ে করে বসলাম ওকে।'

একটানা কথা বলে থামে রাত্রি। শাড়ির আঁচলে দু'চোখ মুছে আবার বলে, 'ভালবাসি না জানতাম। ভেবেছিলাম বিয়ের পর বোধহয় সব ঠিক হয়ে যাবে। চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই ভালবাসতে পারব। কিন্তু পরে বুঝলাম, ভালবাসা অন্তরের জিনিস, চেষ্টার জিনিস না। একই ছাদের নীচে থেকেছি, রাতে একই বিছানায় ঘুমিয়েছি। কিন্তু ভেবেছি অন্য এক পুরুষকে। না। অনেক চেষ্টার পরও ভালবাসতে পারিনি, সবুজ ভাই।'

থামে। থেমে আবার বলবে বলে বোধহয় খানিক দম নেয়। চোখ মোছে।

রাত্রিকে থামতে দেখেই, সবুজ বলে, 'কী বলছ তুমি রাত্রি ! সাজাহানকে এখনও ভালবাসতে পারোনি তুমি !'

এই প্রথম চকিতে মাথা তুলে তাকায়। এক পলক তাকিয়েই আবার বলে, 'হ্যাঁ। ভালবেসেছি। বলতে বড় ভাল লাগছে। অবশেষে সাজাহানকে সত্যি ভালবেসেছি আমি। কবে থেকে, কখন থেকে ভালবেসেছি বলতে পারব না। একদিন আবিষ্কার করলাম, সত্যি-সত্যি ভালবেসে ফেলেছি।'

এক মুহূর্ত কী যেন ভাবে সবুজ। তারপর বলে, 'বলছ, ভালবাস। অথচ সেই ভালবাসার মানুষকে এত বড় একটা মিথ্যে বললে তুমি ! এত বড় একটা ছলনা করলে ! কিন্তু এ তুমি কেন করলে রাত্রি !'

কী হয় কে জানে। মাথা তুলে হঠাৎ কেমন যেন তাকায় রাত্রি। তাকিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মিথ্যে বলেছি আমি। প্রতারণা করেছি। ধোঁকা দিয়েছি ওকে। কিন্তু কেন মিথ্যে বলেছি, শুনুন তাহলে। ডাক্তার বলেছেন, ওর মনোবল ধরে রাখতে হবে। ওর মনোবল আসলে ভেঙে পড়েছে। মনোবল ফিরে এলে ও হয়তো আরও ক'টা দিন বাঁচবে। ব্যাস, তাই মিথ্যেটা বললাম। তবু যদি ক'টা দিন বেঁচে থাকে। অন্যায় করলে করেছি। ভুল করলে করেছি।'

কথা শেষ করে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে রাত্রি।

সব শুনে সবুজের ভেতরটাও ভিজে ওঠে। কোনও মতে সবুজ বলে, 'তুমি সাজাহানকে এত ভালবাস রাত্রি !'

সবুজের এ কথার উত্তরে রাত্রি দু'চোখ মুছে বলে, 'আপনি জানেন না, শ্যামলী নিশ্চয়ই আপনাকে এর চেয়েও বেশি ভালবাসে। শুধু এই একটা কারণে এত বড় একটা মিথ্যে

বলেছি তা কিন্তু নয়, সবুজ ভাই।'
রাত্রির কথা শুনে, সবুজ দ্রুত বলে, 'আর কী কারণ আছে ?'
মাথা তুলে দুটো জলে ভেজা চোখে খানিক তাকায়। বলে, 'কেমন মানুষ দেখুন, স্ত্রীকে মৃত্যুর পরও সুখী দেখতে চায়। আমি এটুকু মিথ্যের আশ্রয় না নিলে কী হত, বলেন ? ও যে করেই হোক, যে ভাবেই হোক, আপনার কাছ থেকে আমাকে বউ করে ঘরে তুলে নেয়ার কথা আদায় করে ছাড়ত। কিন্তু শ্যামলী তো কোনও অপরাধ করেনি। সে কেন আপনাকে পাবে না, বলেন সবুজ ভাই ?'
এতটাই হতবাক হয়ে যায় যে, কী বলবে-না-বলবে কিছুই বুঝতে পারে না। ফ্যালফ্যাল করে কেবল রাত্রির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।
দেখে, মাথা নিচু করে কেঁদে চলেছে। কী ভেবে উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'আমি তাহলে এখন আসি রাত্রি।'
চোখের জল মুছে রাত্রিও উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে বলে, 'একটা অনুরোধ করব, সবুজ ভাই। অনুরোধটা রাখবেন কি না বলেন ?'
সবুজ বুঝতে পারে না, কী বলবে। তাই বলে, 'বলো ? কথাটা রাখার মতো হলে অবশ্যই রাখব রাত্রি। '
মাথা নিচু করে এক মুহূর্ত কী যেন ভাবে ! তারপর বলে রাত্রি, 'সাজাহান তো আর বেশি দিন বাঁচবে না। তখন তো আমি আবার ঢাকা ফিরে যাব। আপনাদের বিয়েওতো ঢাকাতেই হবে। বিয়ের দিন শ্যামলীকে সাজানোর অনুমতি দেবেন আপনি আমাকে, সবুজ ভাই ? আমি নিজ হাতে শ্যামলীকে সাজাব। আমি সাজিয়ে দিলে সাজানো বাসরে আপনার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। দেবেন অনুমতি ?'
সবুজ দ্রুত বলে, ' দেব না কেন ? দেব। নিশ্চয়ই দেব। হ্যাঁ রাত্রি, কথা দিলাম তুমিই সাজাবে শ্যামলীকে।'
কথা বলতে গিয়ে কখন নিজেরও দু'চোখও ঝাপসা হয়ে এসেছে বলতেও পারবে না সবুজ।
দেখে মাথা নিচু করে রাত্রি একইরকম ঝরঝর বৃষ্টির মতো অবিরাম কাঁদছে।

বিমানটা ঠিক সময়ে ল্যান্ড করে হিথরোতে।

বিমান বন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে বেরিয়েই শ্যামলী দেখে, সবুজ ঠিকই বিমান বন্দরের বাইরে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে।

ঢাকায় যে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীতে চাকরি করে তারা শ্যামলীর জন্যে হোটেল ঠিক করেই রেখেছে।

বিমান বন্দর থেকে বেরিয়ে গাড়ি লন্ডন সিটির দিকে ছুটে চলে।

এতদিন পর দেখা দু'জনের, কত যে ভাল লাগছে নিজেও বুঝতে পারছে না সবুজ ! পাশাপাশি বসে আড়চোখে শুধু একবার নয়, ইতিমধ্যে অনেকবারই শ্যামলীকে দেখা হয়ে গেছে। একটু কি শুকিয়ে গেছে ? নাকি ঠিক আগের মতোই আছে, বুঝতে পারে না। তাই বলে, 'তুমি কেমন আছ শ্যামলী ?'

শ্যামলী হেসে বলে, 'না। ভাল ছিলাম না।'

সবুজ অবাক হয়ে বলে, 'কেন ! ভাল ছিলে না কেন তুমি !'

শ্যামলী হাসে। হেসে বলে, 'কতদিন তোমাকে দেখি না, বলো তো ? আমার তো মনে হয় বুঝি হাজার বছর ধরেই তোমাকে দেখি না। বিরহ কী, বিরহ কাকে বলে, হাড়ে-হাড়ে টের পাওয়া হয়ে গেছে, বুঝেছ ? আরে, আর কিছুদিন গেলে তো ফটাস করে একদিন দম বন্ধ হয়েই মারা যেতাম আমি।'

সবুজ কিন্তু শ্যামলীর কথা শুনে হাসে না। বরং গম্ভীর হয়ে বলে, 'এতে কী আর হত ?'

শ্যামলী সবুজের এ কথা শুনে কটমট করে তাকায়। তাকিয়ে বলে, 'কী আর হত মানে ! তোমার প্রেয়সী তোমার বিরহে কি না ছটফট করতে-করতে একদিন মরে ভূত হয়ে যেত ! আর তুমি কি না বলছ, কী আর হত ! আরে, এসব কী বলছ তুমি, বলো তো !'

সবুজ এবারও হাসে না। যথাসম্ভব গম্ভীর হয়ে থাকার চেষ্টা করে সবুজ বলে, 'হ্যাঁ। কী আর এমন হত ? কখনও-না-কখনও তো দেশে ফিরতাম। দেশে ফিরলে সময় করে কখনও হয়তো বা তোমার কবরে গিয়ে ফুল দিয়ে আসতাম। ব্যাস।'

'ব্যাস ! শেষ হয়ে গেল ! তোমার-আমার এই যে এত বড় প্রেম, তা সময় করে কখনও একবার কবরে কিছু ফুল দেয়ার মধ্যেই শেষ হয়ে গেল ! এই তোমার প্রেম ! এই তোমার ভালবাসা !'

না, এবারও হাসে না। অনেক কষ্টে হাসি চেপে রেখে সবুজ বলে, 'তো কী করব ? পার্বতীর বিরহে কাতরাতে-কাতরাতে দেবদাস হয়ে যাব নাকি ? শোনো

শ্যামলী, সাফ-সাফ একটা কথা তুমি শুনে রাখো, লাইলীর বিরহে মজনু হওয়া আমার কর্ম নয়। ওসব মজনু-ফজনু হওয়া আমার কিন্তু ধাতে সইবে না। আমার দিল সাফ। আমি তোমাকে ভালবেসেছি। বলা নেই-কওয়া নেই, হুট করে একদিন যদি মরেও যাও, নগদ পয়সা দিয়ে কিছু ফুল কিনে কবরে দিতে কিন্তু কার্পণ্য করব না।'

যতই গম্ভীর হয়ে অভিনয় করে বলুক না কেন, শ্যামলী যে বুঝতে পারে না তা নয়। গাড়িতে বসে লন্ডন সিটিতে ঢোকার নির্জন রাস্তার দিকে তাকিয়ে শ্যামলী মুচকি হেসে বলে, 'পড়াশোনা ক'দ্দূর হচ্ছে-না-হচ্ছে জানি না। তবে অভিনয়টা যে ভালই শিখেছ তা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি। বাপ রে, এমন অভিনয় শিখলে কবে, বলো তো ? এ তো দেখছি দিলীপ কুমার, উত্তম কুমারও ফেল।'

এবার আর না হেসে পারে না। হেসে বলে, 'অবশেষে তা হলে এটাও স্বীকার করলে, অভিনেতা হিসেবেও আমি ফেলনা নই।'

গাড়ি ছুটে চলে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থেকে খানিক আনমনে কী যেন ভাবে শ্যামলী। তারপর ঘোরলাগা দুটো পিঙ্গল চোখে তাকিয়ে বলে, 'বিমানে বসে বারে-বারে কী ভাবছিলাম, জানো ?'

সবুজ হাসে। ঠোঁটের ফাঁকে এক চিলতে মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে সবুজ বলে, 'না বললে জানব কী করে ? তো বলো, কী এমন গুরুত্বপূর্ণ কথা ভাবছিলে, বলো ?'

আবার খানিক কী যেন ভাবে। তারপর বড়-বড় চোখ করে সবুজের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আচ্ছা হঠাৎ করে যদি আকাশে প্লেনটা ক্র্যাশ করত ! তা হলে তো প্লেনটা পুড়ে ছাই হয়ে যেত, তাই না ?'

সবুজ মুচকি হেসে বলে, 'হ্যাঁ। যেত। অবশ্যই পুড়ে ছাই হয়ে যেত। তবে আংশিক ছাই হত, নাকি পুরোটাই ছাই হত, তা বলা মুস্কিল। তবে পুড়ে যেত এবং ছাই হত, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

বিষন্ন দৃষ্টিতে অসহায়ের মতো খানিক তাকায়। তাকিয়ে বলে, 'আমিও তো তা হলে মরে যেতাম। পুড়ে যেতাম, তাই না ?'

শ্যামলীর কথায় সবুজ মজা পায়। বিষন্ন শ্যামলীর দিকে তাকিয়ে তাই দ্রুত বলে সবুজ, 'শুধু পুড়ে যেতে, এটা ঠিক নয়। পুড়ে নিশ্চয়ই ছাইও হয়ে যেতে।'

বিস্মিত চোখে সে দ্রুত বলে, 'তুমি তাহলে আমাকে ভুলে যেতে, না ?'

শ্যামলীর কথায় কেন যেন সবুজ কিছু বলে না। কেবল মুচকি হাসে।

বিষন্ন দুটো চোখে গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে শ্যামলী আবার বলে, 'ভুলবে না তো কী ? কেউ কাউকে চিরদিন মনে রাখবে, তা তো নয়। যত প্রিয়ই হোক, একদিন-না-একদিন তো ঠিকই ভুলে যায় মানুষ।'

সবুজ কেন যেন এবারও কিছু বলে না। কেবল মুচকি হেসে শ্যামলীকে দেখে।

একটা অন্তর্ভেদী দীর্ঘশ্বাস ফেলে খানিক কী যেন ভাবে শ্যামলী। তারপর বলে, 'আচ্ছা, আমি যদি কোনওদিন মরে যাই, তুমি তো নিশ্চয়ই কাউকে-না-কাউকে বিয়ে করবে, তাই না ?'

শ্যামলীর কথা শুনে সবুজ ভেতরে ভেতরে বেশ মজাই পায়। তাই বলে, 'ধরো, হঠাৎ একদিন তুমি হুঁট করে মরে গেলে। তুমি মরে গেলে আমি বিয়ে করলাম কী করলাম না, তাতে তোমার কী হবে, বলো তো ?'
'হবে না ! আমার কিছুই হবে না ! শেষমেষ এ কথা বলছ তুমি !'
শ্যামলীর কথা শেষ হতে-না-হতেই সবুজ মুচকি হেসে বলে, 'না, হবে না। এতে তোমার ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছুই হবে না।'
কথা শুনে 'থ' হয়ে তাকিয়ে থেকে, অসহায়ের মতো বলে, 'তোমার কী হয়েছে, বলো তো ! এতদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা। অথচ এসব কী বলছ তুমি !'
সবুজ হাসে। হেসে বলে, 'আরে, তুমি তো মরেই যাবে। এই দুনিয়ায় তখন তুমি কি থাকবে নাকি ? তুমি মরে গেলে আমি বিয়ে করলাম কী করলাম না, আমার কী হল-না-হল তাতে তোমার কী, বলো তো ? তুমি তো তখন মরে ভূত হয়ে গেছ।'
'নেই, না ! এতে আমার কোনও কিছু লাভ-ক্ষতি নেই ! সত্যি, তোমার কী হয়েছে, বলো তো ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। কী সব উল্টা-পাল্টা কথা বলছ !'
'তবে হ্যাঁ, হবে। একটা লাভ অবশ্য তোমার হবে।'
সবুজের এ কথায় শ্যামলী অবাক না হয়ে পারে না। বলে, 'কী বলছ তুমি সবুজ ! এসব কী বলছ তুমি, বলো তো ? তোমার বিয়ে হয়ে যাবে। অন্য এক নারী এসে আমার কাছ থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নেবে। উড়ে এসে জুড়ে বসবে, সে তোমাকে ভালবাসবে। আর তুমি কি না বলছ, আমার লাভ হবে !'
ঠোঁটের ফাঁকে এক চিলতে দুষ্টুমির হাসি ঝুলিয়ে সবুজ বলে, 'হ্যাঁ। আবারও বলছি, হবে। তোমার লাভ হবে। নিশ্চয়ই একটা লাভ হবে।'
শ্যামলী কটমট করে তাকায়। তাকিয়ে বলে, 'আবারও সেই একই কথা বলছ ! তোমার নতুন বউ আসবে। সেই বউয়ের সঙ্গে একই বিছানায় আরামসে তুমি রাত কাটাবে। আবার উল্টো বলছ কি না, আমার একটা লাভ হবে !'
সবুজ হাসে। হেসে বলে, 'হবেই তো। তোমার তো লাভই হবে। মরে ভূত হয়ে আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে পারবে তুমি।'
'কী করে !'
'ভূত হয়ে এসে নতুন বউয়ের ঘাড় মটকে দেবে। ব্যাস, কেল্লা ফতে। নতুন বউয়ের সঙ্গে আর রাতে একই বিছানায় শোয়া হবে না। নতুন বউকে আর আদর-সোহাগও করা হবে না আমার। এতে তোমার লাভ হবে না, বলো !'
সবুজের কথা শুনে, শ্যামলী ঠোঁট উল্টে বলে, 'ইস্, বয়ে গেছে আমার ঘাড় মটকাতে !'
'অস্বীকার করব না। এতেও অবশ্য পরোক্ষভাবে আমারই লাভ হবে।'
সবুজের কথা বুঝতে পারে না শ্যামলী। তাই বলে, 'আমার কী লাভ হবে তাতো

বুঝলাম। কিন্তু তোমার আবার লাভ হবে মানে !'
মুচকি হেসে সবুজ বলে, 'হবে। আমারও লাভ হবে। তুমি তো আমার নতুন বউয়ের ঘাড় মটকে রক্ত খেয়ে চলে যাবে। আমিও যে একেবারে চুপচাপ হয়ে বসে থাকব তা তো নয়। আমিও আবার ঠিকই বিয়ে করব। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যে তুমিও ভূত বা পেত্নী হয়ে আবার আসবে। এসে ঘাড় মটকাবে। এ ভাবে তোমার নিয়মিত ঘাড় মটকানো চলতে থাকবে। আবার অন্যদিকে আমারও বিয়ে করা যথানিয়মে চলতে থাকবে। এর ফলাফল কী দাঁড়ায়, বলো ? ফলাফল হচ্ছে একটাই, আমি নিত্য-নতুন সুন্দরী বউ পাব। দু'-এক রাতের জন্যে হলেও সুন্দরী বউদের নিয়ে এক বিছানায় শুয়ে ইয়ে-টিয়ে করতে পারব। এতে আমার লাভ, নাকি ক্ষতি, তুমি বলো ?'
'ক্ষতি। হ্যাঁ। খুব ক্ষতি হবে তোমার।'
শ্যামলীর কথা সবুজের বোঝার কথা নয়। বুঝতে পারেও না। তাই বলে, 'ক্ষতি হবে ! বলছ কী তুমি !'
শ্যামলী চলন্ত গাড়ির কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থেকে বলে, 'হ্যাঁ। হবে। তোমার ক্ষতিই হবে। কারণ, হিসেবে তোমার বড়সড় একটা ভুল আছে। ভুলটা কি বলব আমি ?'
সবুজ বুঝতে পারে, শ্যামলী যতই গম্ভীর মুখ করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলুক, সে মজা করছে। তাই হেসে বলে, 'বেশ তো, কী ক্ষতি হবে, বলো তুমি ?'
'আমি কিন্তু নতুন বউয়ের ঘাড় মটকাবো না। তবে হ্যাঁ, ঘাড় ঠিকই মটকাবো। তবে অন্য একজনের।'
সবুজ বুঝতে পারে তাকেই উদ্দেশ্য করে বলছে। তাই হেসে বলে, 'আমার ঘাড় মটকাবে নাকি তুমি ? ছিঃ শ্যামলী ! ছিঃ ! এ কথা মুখে আনতে পারলে তুমি ? তুমি না আমাকে ভালবাস ? সেই আমারই কি না ভূত হয়ে এসে ঘাড় মটকাবে তুমি ?'
এতক্ষণ হাসি চেপে রেখেছিল, এবার বোধহয় আর পারে না। ফিক্ করে হেসে ফেলে শ্যামলী। হেসে বলে, 'শুধু ঘাড় মটকাবো, তাও কিন্তু নয়। ঘাড় মটকে তাজা রক্তও খাব।'
'আমি হচ্ছি তোমার ভালবাসা। তোমার প্রেম। তোমার স্বপ্ন। নতুন বউগুলিকে ফেলে সেই আমারই কি না ঘাড় মটকাবে তুমি ! ঘাড় মটকে আবার রক্তও খাবে ! ইস রে, এসব কথা কী বলছ তুমি !'
শ্যামলী চোখে-মুখে এক চিলতে দুষ্টুমির হাসি ছড়িয়ে দ্রুত বলে, 'হ্যাঁ। তাই। তোমাকেই তো শাস্তি পেতে হবে। 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' হলে তো চলবে না। বিশ্বাসঘাতকতা করবে তুমি, আর শাস্তি পাবে ঐ নিরপরাধ মেয়েগুলি, তাই না ? নো, নেভার, কাভি নেহি।'
শ্যামলীর কথা শেষ হতে-না-হতেই গাড়ি নির্দিষ্ট হোটেলের সামনে এসে থামে।

কথার পিঠে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও স্বভাবতই সবুজের আর কিছু বলা হয় না।
শ্যামলী ভাড়া দেয়ার চেষ্টা করলেও, মানিব্যাগ বের করে সবুজই ভাড়া মেটায়। ভাড়া চুকিয়ে মালপত্র নামিয়েই সবুজ বলে, 'কী হল, গাড়ির ভাড়া দেয়ার জন্যে ভ্যানেটিব্যাগ খুললে ? বাপ রে, এ যে দেখছি, হঠাৎ করে বড় টাকার গরম হয়েছে তোমার ?'
সবুজের কথা শুনে, শ্যামলী হাসে। হেসে বলে, 'আমি চাকরি করি। আই মিন, রোজগার করি। সেটা ভুললে চলবে কেন ?'
শ্যামলীর কথায় সবুজও হাসে। হেসে বলে, 'আর আমি ছাত্র, তাই না ?'
দুষ্টুমির হাসি হেসে শ্যামলী বলে, 'তুমি কি ? তুমি চাকরিজীবী ? তুমি ছাত্র নও ?'
সবুজও হাসে। হেসে বলে, 'হয়েছে, হয়েছে। অত চাকরির দেমাগ দেখাতে হবে না। তো এসো, এবার রুমের দিকে যাই।'
দু'জন কাউন্টার থেকে রুম নম্বর জেনে, লিফটে চেপে রুমে এসে ঢোকে।
রুমে ঢুকতে-না-ঢুকতেই শ্যামলী বলে, 'আজ তো রোববার। আগামী সোম, মঙ্গল ও বুধবার আমার সেমিনার আছে। এ ক' দিন নো ডিস্টার্ব, বুঝেছ ? বৃহস্পতিবার থেকে আমি অবশ্য ফ্রি। বৃহস্পতিবার থেকে রোববার পর্যন্ত এই চারদিন কেবল তোমার উদ্দেশে নিবেদিত হবে । ঠিক আছে কি না, বলো ?'
শ্যামলীর কথা শুনে, সবুজ স্বভাবতই বলে, 'না, নেই। ঠিক নেই। এই তিন দিন ধরে তা হলে আমি কী করব ? ঘোড়ার ঘাস কাটব ? এ কেমন কথা তোমার, বলো শ্যামলী ? দিনের বেলা না হয় সেমিনার। কিন্তু বিকেলে তো আর সেমিনার না। বিকেলের জন্যেও তুমি ওয়ান ফট্টি ফোর জারি করবে, তা তো হয় না।'
সবুজের কথা শেষ হতেই, শ্যামলী দ্রুত বলে, 'আরে ধ্যাৎ, এখন বোকার মতো কথা বলছ কেন তুমি ? বিকেল বেলা, সন্ধ্যা বেলার কথা তো আমি কিছু বলিনি।'
সবুজ হাসে। হেসে বলে, 'তাই বলো, দিবসের ওয়ান ফট্টি ফোর, বিকেল থেকে শিথিলযোগ্য।'
শ্যামলী এ সময় কী ভেবে নিজের সঙ্গে বয়ে আনা স্যুটকেস খোলে। সবুজের কথা শেষ হতে-না-হতেই স্যুটকেস থেকে একটা বড় প্যাকেট বের করে সবুজের হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, 'ধরো। এতে দুই রকমের ডাল আছে। আর আছে নানা রকমের কিছু গুঁড়া মশলা।'
সবুজ দ্রুত বলে, 'এগুলো কেন এনেছ ? কার জন্যে এনেছ ? কী হবে এতে ?'
শ্যামলী হেসে বলে, 'কেন ? তোমার জন্যে এনেছি। আবার কার জন্যে আনব ? এখানে আমার আর আছেই বা কে ?'
খুশি হয় না তা নয়। যার-পর-নাই খুশি হয়ে সবুজ বলে, 'আমি উকিলের ছেলে ব্যারিস্টার হতে সাত সমুদ্র তের নদীর পাড়ে এত দূর এসেছি। রন্ধন বিশারদ হতে কিন্তু আসিনি।'
সবুজের কথা শুনে, শ্যামলী অবাক হয়ে বলে, 'কী বলছ ? তুমি এখানে রেঁধে

খাও না ?'

সবুজ হেসে বলে, 'হ্যাঁ, খাই। কোনওদিন হয়তো হাত-টাত পুড়ে যা হোক কিছু রেঁধে খাই। কোনওদিন হয়তো বাইরে কোথাও কিছু খেয়েনি। কোনওদিন হয়তো খাইও না।'

শ্যামলী হেসে বলে, 'তো কী কী রাঁধতে পারো তুমি ?'

এবার আর হাসে না। গম্ভীর হয়ে বলে, 'হ্যাঁ, পারি। ভাত আর ডিমের অমলেট রাঁধতে পারি। ডালটা রাঁধার জন্যে গত কয়েক মাস ধরেই অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু কেন যেন হচ্ছে না। তবে মনে হচ্ছে শেষমেষ হয়তো হয়ে যাবে। আর ভাত নিয়েও হয়েছে এক জ্বালা। কোনওদিন হয়তো দেখা গেল, অনেক বেশি সিদ্ধ হয়ে গেছে। কোনওদিন হয়তো দেখা গেল, ভাত সিদ্ধই হয়নি, বেশ শক্ত।'

সবুজের কথা শুনে এই প্রথম শব্দ করে হাসে। হেসে বলে, 'ঠিক আছে। আমি বৃহস্পতিবার ঠিক ন'টায় তোমার ফ্ল্যাটে আসছি। হ্যাঁ, বৃহস্পতি থেকে রোববার এই চারদিন আমিই তোমাকে নিজ হাতে রেঁধে খাওয়াব, বুঝেছ ?'

সবুজ শ্যামলীর কথা শুনে মুচকি হেসে বলে, 'বাপ রে, তোমার রান্নার কথা শুনে, আমার তো এখনই ক্ষিধেয় পেট চো চো করছে। কিন্তু সকাল আটটা থেকে তো আমার ক্লাশ আছে ম্যাডাম। ঠিক হ্যায়, কুচ পরোয়া নেই। এখনই ডুপ্লিকেট চাবিটা রাখো তোমার কাছে।'

রিং থেকে খুলে চাবি দেয় সবুজ। শ্যামলী হাত বাড়িয়ে চাবি নেয়।

শ্যামলীর হাতে চাবি গুজে দিয়েই উঠে দাঁড়ায়। মিষ্টি হেসে বলে, 'জার্নি করে এসে তুমি ক্লান্ত শ্যামলী। আমি বরং এখন যাই। কাউন্টার থেকে নাম্বার নিয়ে যাচ্ছি। টেলিফোনে কথা বলব। তুমিও টেলিফোন কোরো।'

শ্যামলী দ্রুত বলে, 'সন্ধ্যায় একবার আসবে না তুমি ?'

সবুজ হেসে বলে, 'আরে ধ্যাৎ, বোকার মতো কী বলছ তুমি ? আমার তো যেতেই মন চাইছে না। সন্ধ্যা তো অনেক পরে হয়, আমি দুপুরে না এলেও বিকেলে যে এসে হাজির হব, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

সবুজের কথা শুনে শ্যামলী হাসে।

সবুজও নিজের কথায় নিজে হাসে না তা নয়।

ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় ন'টার সময় শ্যামলী সবুজের ছোট্ট কোয়ার্টারের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামে।

জানে সবুজের এখন ক্লাশ আছে। সে থাকবে না।

চাবি দিয়ে রুমের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে চতুর্দিকে একবার হাল্‌কা চোখ বোলায়। চারিদিকে তাকিয়ে দেখে শুধু অবাক হওয়া নয়, নিজের অজান্তে ফিক্‌ করে হেসে ফেলে। কোথাকার জিনিস কোথায় রেখেছে তার যেন কোনও ঠিক ঠিকানা নেই।

আর চুপ থাকে কী করে ?

ঘরের এই এলোমেলো দেখে, রান্নাবান্নায় হাত লাগানোর আগে ঘর গোছানোতেই আগে হাত লাগায় সে। ঘরময় যত্রতত্র ছড়ানো-ছিটানো জিনিসপত্র সব ঠিকঠাক মতো গোছগাছ করতে গিয়ে আধঘণ্টার ওপরে লেগে যায়।

ঘর গোছাতে গিয়েই চাল, ডাল, মশলাপাতি কোথায় কী আছে সব আসলে জানা হয়ে যায়। ফ্রিজ খুলে মুরগীর মাংশ বের করে, খুব দ্রুত ডাল, ভাত ও মুরগীর মাংস রেঁধে ফেলে। রান্না শেষ হতেও খুব বেশি হলে ঘণ্টা দেড়েকের ওপরে সময় লাগে না।

রান্নাবান্না সব শেষ করে একটু জিরিয়ে নেবে বলে বিছানায় বোধহয় খানিক গা এলিয়ে দিয়েছিল। এ সময় হাসিমুখে সবুজ এসে ঢোকে।

ওকে দেখেই বিছানায় উঠে বসে শ্যামলী।

ঘরে ঢুকেই চর্তুদিকে চোখ বুলিয়ে, স্বভাবতই চোখ বড়-বড় করে সবুজ বলে, 'ঠিক ঘরে ঢুকেছি তো আমি ! এটা আমারই ঘর তো ?'

শ্যামলী হেসে বলে, 'কেন ? তোমার অন্য কারো ঘর মনে হয় নাকি ?'

সবুজ হেসে বলে, 'না, এটা কিছুতেই আর আমার ঘর মনে হচ্ছে না। বিছানার ওপর একগাদা বই, খাতা, কলম ছিল। সে সব কোথায় ? এছাড়া এখানে-ওখানে ছড়ানো-ছিটানো জিনিসপত্রই বা কোথায় ?'

শ্যামলী মুচকি হাসে। হেসে বলে, 'যথাস্থানে রাখা হয়েছে।'

'যথাস্থানে মানে ?'

'বইয়ের জায়গা বিছানায় নয়। বই বিছানায় শুয়ে বালিশে মাথা রেখে ঘুমায় না। বই থাকে টেবিলে। বই-খাতা সব গুছিয়ে টেবিলে রাখা হয়েছে। বুঝেছ ?'

'এ কী করেছ তুমি ! হায়-হায়রে, এখন আমার কী হবে রে ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

সবুজের কথা শুনে, শ্যামলী দ্রুত বলে, 'কী হবে মানে !'

'এত গোছগাছ করেছ কেন, বলো তো ? এমন বিছানায় রাতে আমার ঘুম হবে ভেবেছ ? না, হবে না। কিছুতেই হবে না।'
শ্যামলী সবুজের কথা শুনে, যার-পর-নাই অবাক হয়ে বলে, 'ঘুম হবে না কেন ! বলো তুমি ?'
'অনেক দিনের অভ্যাস তো। ভার্সিটিতে পড়ার সময় হলে এভাবেই থেকেছি। এখানেও এভাবেই আছি। হঠাৎ তুমি এসে বলা নেই কওয়া নেই ঘরটা একদম ঝকঝকে-তকতকে করে ফেললে। এখন আমার কী হবে, বলো তো ?'
'কেন ! কী আবার হবে !'
'গরিবের পেটে ঘি হজম হয় না, শোনোনি ? হবে না। এমন নিট এ্যান্ড ক্লিন বিছানায় আমার ঘুম-টুম কিচ্ছু হবে না, দেখে নিও।'
সবুজের কথা শুনে, শ্যামলী হেসে বলে, 'আরে রাখো তোমার ফাইজলামো। এখন এসো তো। খাবে এসো।'
খাওয়ার কথা শুনে সবুজ হেসে বলে, 'খাওয়ার কথা শুনেই জিভে আমার পানি এসে গেছে, জানো ? সত্যি, তোমার তুলনা শুধু তুমি ! রিয়েলি, ক্ষিদেয় পেট চো চো করছে। এটেনশান, কুইক মার্চ। এসো, জলদি এসো। খাওয়া-দাওয়া শুরু করা যাক।'
ডাইনিং টেবিলে এসে দু'জনে মুখোমুখি খেতে বসে।
শ্যামলী নিজে খেতে-খেতে সবুজের প্লেটে খাবার তুলে দেয়। দেখে সবুজ গো-গ্রাসে খাচ্ছে। হাপুস-হুপুস করে খাওয়ার ধরন দেখেই শ্যামলী বুঝতে পারে, এখানে ডাল দিয়ে মেখে ভাত খাওয়া তার বরাতে খুব কমই হয়তো জোটে।
দু'জনে খেয়ে উঠতেই, সবুজ বলে, 'তুমি কিন্তু হোটেলে যাবে না। বাকি তিন-চারদিন এখানেই থাকবে।'
শ্যামলী সবুজের কথা শুনে, অবাক হয়ে বলে, 'কী বলছ তুমি ! এখানেই থাকব ! তার মানে !'
'আমি মাতৃভাষা বাংলায় বলেছি। তোমার বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় শ্যামলী।'
সবুজের কথা শুনে হাসে। হেসে শ্যামলী বলে, 'এমনভাবে বলছ যেন আমি তোমার বিয়ে করা বউ।'
শ্যামলীর কথা শেষ হতে-না-হতেই সবুজ দ্রুত বলে, 'ঠিক বলেছ তুমি। বউই তো। তুমি যদি আমার বউ না হও, তা হলে কে আমার বউ, তুমি বলো ? হ্যাঁ, বউ। তুমিই আমার বউ।'
সবুজের কথায় শ্যামলী ঠোঁট উল্টে ব্যঙ্গ করে বলে, 'ইস্, শখ কত ! বিয়ে-শাদীর নাম-গন্ধ নেই। উনি বউ বলা শুরু করে দিয়েছেন !'
শ্যামলীর কথা শেষ হতেই, সবুজ দ্রুত বলে, 'একদিন-না-একদিন তোমার সঙ্গেই তো আমার বিয়ে হবে। আজ বাদে কাল তুমিই তো আমার নির্ঘাত বউ হবে। ঠিক কি না, বলো তুমি ?'

'না, বিয়ের আগে বউ ভাবলে চলবে না, বুঝেছ ? কোনও মেয়ে কোনও পুরুষের বিয়ের পরই বউ হয়। বিয়ের আগে বউ হয়, শুনেছ কখনও ? গাধার মতো বললেই হল, না ?'
'শোনো শ্যামলী, মুখোমুখি বসে এই যে তৃপ্তি সহকারে ঢেকুর তুলে খেলাম, অসুবিধা হয়েছে কিছু, বলো ? পাশাপাশি বসে এই যে কথা বলছি, অসুবিধা হচ্ছে কিছু ? আর একই ঘরে, একই বিছানায় পাশাপাশি ঘুমালেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে, তাই না ?'
'এই, কী হয়েছে তোমার, বলো তো ? এত গুণ্ডার মতো কথা বলছ কেন তুমি ? বিয়ের আগে আমি তোমার সঙ্গে একই বিছানায় রাত কাটাব, তাই না ? বাপ রে, শখ দেখে আর বাঁচি না।'
শ্যামলীর কথা শুনে, সবুজ আর হাসে না। যথাসম্ভব মুখ গম্ভীর করে বলে, 'এতে শখের কী দেখলে তুমি শ্যামলী, বলো তো ? তোমাকে আমি ভালবাসি না ? তোমার ওপর আমার কোনও দাবি নেই ?'
সবুজ মন খারাপ করেছে ভেবে, শ্যামলী দ্রুত বলে, 'শোনো মিস্টার, হবে। সবই হবে। আগে বিয়ে-টিয়ে হোক। তারপর আর মুখ ভার করতে হবে না। দাবির কথাও বলতে হবে না। তখন কোনও কিছুই বাদ থাকবে না, বুঝলে ?'
সবুজ কিন্তু থামে না। এরপরও বলে, 'আমি বলছিলাম কী শ্যামলী, হবু বউ, আর বউয়ের মধ্যে তেমন আর পার্থক্য কী, তুমি বলো ? আমার কী মনে হয়, জানো ? নেই, তেমন কোনও পার্থক্যই নেই।'
শ্যামলী সবুজের কথা শুনে হাসে। হেসে বলে, 'আছে। পার্থক্য আছে। বউ মানে, বিয়ে করা বউ। আর হবু বউ মানে, ভবিষ্যতে কখনো হয়তো বিয়ে হবে এবং বিয়ের পরে বউ হবে। এবার তুমিই বলো, কোনও পার্থক্য নেই, না ?'
সবুজ কিন্তু হাসে না। যথাসম্ভব মুখ গম্ভীর করে বলে, 'এত পার্থক্য ধরার দরকারই বা কী, বুঝি না।'
সবুজের কথা শুনে, শ্যামলী এবার চোখ কটমট করে তাকিয়ে বলে, 'এই, এত গুণ্ডার মতো কথা বলছ কেন তুমি, বলো তো ?'
শ্যামলীর এ প্রশ্নের উত্তরে, সবুজ মাথা নিচু করে খানিক কী যেন ভাবে। তারপর মাথা নিচু করেই বলে, 'একটা কথা বলব, শ্যামলী ?'
'বলো ?'
'তুমি কিন্তু আরও সুন্দর হয়েছ।'
ব্যাস, কী হয় কে জানে ! কোথা থেকে এত লজ্জা এসে ভিড় করে নিজেও বুঝতে পারে না ! না, আর কিছুতেই চোখ তুলে তাকাতে পারে না।
শ্যামলীকে চুপচাপ হয়ে যেতে দেখে, সবুজ বলে, 'তোমার কাছে একটা অনুমতি চাই শ্যামলী ? যদি বলো অনুমতি দেবে, তবেই বলব।'
মাথা তুলতে পারে না। মাথা নিচু করেই শ্যামলী বলে, 'গুণ্ডা মার্কা কথা বলবে না কিন্তু। গুণ্ডা মার্কা কথা বাদ দিয়ে অন্য কিছু থাকলে, বলো ?'

শ্যামলীর কথা শেষ হতে-না-হতেই সবুজ দ্রুত বলে, 'আর কিছু নয়, তোমার কাছে তোমার একটা হাত ধরার অনুমতি চাই শ্যামলী। তুমি দেবে অনুমতি ?'

দেখে শ্যামলীর চোখ-মুখ এতেই লাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাই বলে যে প্রতিবাদ করে, কিছু বলে, তাও নয়।

শ্যামলীকে মাথা নিচু করে চুপচাপ থাকতে দেখে, সবুজ কিন্তু আর চুপ করে থাকে না। এক পা-দু'পা করে ধীরে-ধীরে শ্যামলীর কাছে এগিয়ে যায়। ধীরে-ধীরে শ্যামলীর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নেয়।

শ্যামলীর নরম একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে ধরে রেখে খানিকক্ষণ কেন যেন ফ্যালফ্যাল করে শ্যামলীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তবে খুব বেশিক্ষণ যে চুপচাপ থাকে তাও নয়। বলে, 'আরও একটা অনুমতি চাইব শ্যামলী ?'

এতক্ষণ বোধহয় ক্ষণিকের জন্যে হলেও একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। সবুজের কথা শুনে, দ্রুত বলে, 'আরও চাই ? আরও অনুমতি চাই তোমার ?'

মাথা নিচু করে কোনও মতে বলে, 'তোমাকে একটা চুমু দিতে চাই। দেবে শ্যামলী ? দেবে অনুমতি ?'

যেন ফোঁস করে ওঠে শ্যামলী। দ্রুত বলে, 'বসতে দিলে শুতে চাও, না ?'

তাই বলে যে সবুজ হাল ছেড়ে দেয় তা নয়। কোনও মতে বলে, 'আমি তোমাকে নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসি শ্যামলী। সেই ভালবাসার দাবিতে বলছি। দেবে না অনুমতি ?'

শ্যামলী কটমট করে তাকিয়ে বলে, 'না, দেব না আমি। এ অনুমতি কিছুতেই দেব না।'

সবুজ বুঝতে পারে শ্যামলী রেগে গেছে। তাই দ্রুত বলে, 'কত দিন দেখিনি তোমাকে। দেখে মনে হচ্ছে আরও অনেক সুন্দর হয়েছ তুমি। কী করব বলো ? দেখেই তোমাকে যে আদর করতে ইচ্ছে করছে।'

সবুজের কথা শুনেই উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'ঠিক আছে। আমি উঠলাম। আর যাতে চোখের সামনে না থাকতে হয়, আর যাতে দেখতে না হয়, তার জন্যে চললামও।'

সবুজ শ্যামলীকে উঠতে দেখেই বলে, 'চললাম মানে ! কোথায় চললে তুমি !'

শ্যামলী এবার আর রাগ নয়, বরং হাসে। হেসে বলে, 'তোমার মাথা যে ঠিক নেই, মাথায় যে গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে তা তো বুঝতেই পারছি। যতক্ষণ বসে থাকব ততক্ষণই ননস্টপ এসব আবোল-তাবোল আবদার চলতে থাকবে। তার চেয়ে চললাম। পরে না হয় আবার আসব।'

সবুজের কী হয় কে জানে ! ঘোরলাগা দু'চোখে তাকিয়ে বলে, 'আরও একটু বসো না শ্যামলী। কথা দিলাম, আর কিছু চাইব না। তোমার একটা হাত ধরে আমি শুধু বসে থাকব।'

'না, আর বসব না। সত্যি এবার যাব।'

শ্যামলী আর বসবে না বুঝতে পেরে, সবুজ বলে, 'ঠিক আছে। তুমি একটু বসো।

আমি টয়লেট থেকে আসছি।'

সবুজ টয়লেটে ঢুকতেই শ্যামলী দ্রুত হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে, সবুজের ডাইরিটা ভ্যানিটিব্যাগে ভরে নেয়। ঘর গোছানোর সময়ই ডাইরিটা বিছানার ওপর পায়। কৌতূহলবশত দু'-এক পাতা উল্টাতে গিয়েই, রাত্রি ও সাজাহানের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা জানতে পারে।

দু'-এক পাতা পড়েই তখন ডাইরিটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়েছিল। ভেবেছিল রান্নাবান্নার পর পুরোটা পড়বে। কিন্তু রান্না শেষ হতে-না-হতেই সবুজ এসে পড়ায় তা আর হয় না।

রাত্রি সবুজকে ভালবাসে, এটা জানে। তাই রাত্রির সঙ্গে সবুজের দেখা হওয়ার পর কী হল, তা জানার আগ্রহ মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারে না। কাজটা ঠিক নয় জেনেও, শ্যামলী তাই চোরের মতো ডাইরিটা দ্রুত তার ব্যাগে ভরে নেয়।

সবুজ হাসি মুখে হোটেল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যায়।

সে জানতেও পারে না, তার প্রতিদিন বা দু'-এক দিন পর-পর লেখা ব্যক্তিগত ডাইরিটা এখন শ্যামলীর ভ্যানেটিব্যাগে।

একবার নয়, পুরো ডাইরিটা পর-পর কয়েকবার পড়ে। কতবার যে পড়ে তা বোধহয় নিজেও জানে না শ্যামলী।

রাতভর ঘুমাতে পারে না। সমস্ত রাত বলতে গেলে সোফায় বসে থেকে, আর বিছানায় এপাশ-ওপাশ করেই কাটিয়ে দেয়।

ডাইরির পেছনে বেশ কয়েকটা ঠিকানার সঙ্গে রাত্রি ও সাজাহান ভাইয়ের ঠিকানাও লেখা আছে।

সারারাত ধরে কত কী এলোমেলো ভাবনা-চিন্তা করে তার কোনও ঠিকঠিকানা নেই। সকাল বেলা গোসল ও হালকা প্রসাধন সেরে, অল্প ব্রেকফাস্ট করে, একটা টেক্সিতে উঠে বসে।

একটা ঘোরের মধ্যেই যেন রাত্রি ও সাজাহানের কোয়ার্টারের সামনে এসে নামে। কিন্তু কোয়ার্টারের সামনে এসেই হতভম্ব হয়ে যায়। কলিং বেলের বোতাম টিপতে গিয়েই, ভেতরে নারী কণ্ঠের কান্না শুনতে পেয়ে স্বভাবতই থমকে দাঁড়ায়। কে যেন ভেতরে কাঁদছে।

কে কাঁদছে ! কান্নার শব্দ শুনে অবশ্য বুঝতে পারে না, রাত্রি, নাকি অন্য কেউ ! সবার আগে যে প্রশ্নটা হামাগুড়ি দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায় তা হচ্ছে, অসুস্থ সাজাহান ভাইয়ের কিছু হয়নি তো !

এটা-ওটা ভাবনা-চিন্তার মধ্যে কখন কলিং বেলের বোতাম টিপেছে, নিজে বলতেও পারবে না শ্যামলী।

ক্রন্দনরত রাত্রি শাড়ির আঁচলে চোখ মুখে দরজা খুলে এসে দাঁড়াতেই হুঁশ হয়। শ্যামলী কিছু বলার আগেই রাত্রি ডুকরে কেঁদে বলে, 'শ্যামলী তুমি এসেছ ! তো এসেছই যখন, আরও আগে কখনও এলে না কেন শ্যামলী ?'

রাত্রির কথা কিছুই বুঝতে পারে না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে তাই বলে, 'কী হয়েছে রাত্রি ! সাজাহান ভাই ভাল আছেন তো ?'

মাথা নিচু করে কোনও মতে বলে, 'না, নেই। একদম ভাল নেই।'

রাত্রির মুখে এ কথা শুনে, শ্যামলী কী বলবে বুঝতে পারে না।

চোখের পানি মুছে, রাত্রিই আবার বলে, 'আর কতক্ষণ বাঁচবে, কে জানে ! কিছুক্ষণ আগে তো একবার ভেবেছিলাম, আর বোধহয় নেই। সব শেষ।'

রাত্রির কথা শেষ হতে-না-হতেই শ্যামলী বলে, 'চলো যাই। সাজাহান ভাইয়ের কাছে যাই রাত্রি।'

প্রথমে ক্রন্দনরত রাত্রি এবং পেছন—পেছন হেঁটে শ্যামলী দোতলায় শোবার ঘরে অসুস্থ সাজাহানের বিছানার কাছে এসে দাঁড়ায়।

ঘরে পা রেখে শ্যামলী এতটাই হতবাক হয়ে যায় যে, কী বলবে-না-বলবে কিছুই বুঝতে পারে না। বিছানায় শায়িত এ কাকে দেখছে সে ! এ কি সেই সাজাহান ভাই ! টগবগে তরুণ, প্রাণ মাতানো যে সাজাহান ভাইকে সে চিনত, এ যেন সেই সাজাহান ভাই নয়। না, একে সে চিনতে পারছে না।

একটা অসুখ একটা মানুষকে এতটাই বদলে দিতে পারে ! এটা সত্যি জানা ছিল না শ্যামলীর।

সাজাহানের রোগ যন্ত্রণা কাতর অসহায় মুখের দিকে ড্যাবড্যাব করে কতক্ষণ তাকিয়ে ছিল, বলতেও পারবে না। রাত্রির কথায় হুঁশ হয়। রাত্রি বলে, 'কী ? চেনা-চেনা লাগে ? চিনতে পারছ ? দেখো, ভার্সিটির তোমাদের সেই প্রিয় প্রাণচঞ্চল, হাসি-খুশি সাজাহান ভাই। চিনতে অসুবিধা হচ্ছে, তাই না ?'

শ্যামলী এ ঘরে ঢুকে, সাজাহানকে দেখে এতটাই হতবাক হয়ে যায় যে, কী বলবে-না-বলবে কিছুই বুঝতে পারে না। তা ছাড়া কী ই-বা বলবে সে ! রাত্রি তো ঠিক কথাই বলেছে। বিছানায় শায়িত মৃত্যু পথযাত্রী এ সাজাহানকে তো সত্যি সে চিনতে পারছে না। এ যেন তার অনেক দেখা সেই সাজাহান ভাই নয়। এ যেন অন্য কেউ।

রাত্রি সাজাহানের বিছানায়, সাজাহানের পাশে গিয়ে বলে, 'বলো তো, কে এসেছে ?'

এ প্রশ্নে বিষন্ন সাজাহান মৃদু হেসে বলে, 'আমাকেই কী না জিজ্ঞেস করছ, চিনতে পেরেছি কি না ? শ্যামলীকে আমি ভুলতে পারি কখনও ?'

সাজাহানের এ কথার উত্তরে শ্যামলী কিছু বলার আগেই, রাত্রি বলে, 'শ্যামলী তোমাকে দেখতে এসেছে।'

সাজাহান মৃদু হেসে বলে, 'সবুজ বলেছিল, তুমি আসবে। তা ঢাকা থেকে কবে এলে, শ্যামলী ?'

শ্যামলী দ্রুত বলে, 'কয়েক দিন হল।'

শ্যামলীর কথা শেষ হতে-না-হতেই সাজাহান বলে, ' একে কি বলে, জানো ? একেই বোধহয় বলে, মেঘ না চাইতেই জল। আমি কোথায় মনে-মনে ভাবছিলাম, শেষবারের মতো যদি আর একবার অন্তত সবুজের সঙ্গে দেখা হত। তা হলে ওকে শেষ কথাগুলো বলে যেতাম। এখন দেখি তুমি এসে হাজির।'

শ্যামলী বিছানার আরও কাছে গিয়ে বলে, 'আমি আসাতে আপনি খুশি হয়েছেন ?'

বিষন্ন মুখেও সাজাহান হেসে বলে, 'খুশি বলে খুশি ! যাকে বলে, মহাখুশি হয়েছি। তোমার সঙ্গে আমার জরুরী কথাও আছে। সে সব কথা বলার জন্যে আমি মনে-মনে সবুজকে খুঁজছিলাম। কিন্তু সবুজটার যে কী হল, বেশ ক'দিন ধরে লাপাত্তা হয়ে আছে।'

সাজাহানের কথা শুনে, খানিক কী যেন ভাবে ! তারপর বলে, 'আমিও কথা বলতেই এসেছি। আমারও আপনার সঙ্গে কথা আছে, সাজাহান ভাই।'

শ্যামলীর কথা শেষ হতেই, সাজাহান বলে, ' বেশ তো, বলো ?'
এ সময় রাত্রি বলে, 'তুমি এ সোফাটায় বসো শ্যামলী।'
বিছানার কাছে সোফা। সোফায় বসে শ্যামলী বলে, 'আপনি আগে বলুন ? আমি আপনার কথা আগে শুনতে চাই, সাজাহান ভাই।'
শ্যামলীর কথা শুনে সাজাহান চোখ বন্ধ করে, মনে হয় এক মুহূর্ত কী যেন ভাবে। তারপর বলে, 'আমার অবস্থা তুমি তো নিশ্চয়ই জেনেছ। না, আর বাঁচব না শ্যামলী। জীবনে শেষ ছুটির ঘণ্টা বুঝি বাজাল প্রায়।'
সাজাহানের এ কথায় শ্যামলী কী বলবে বুঝতে পারে না। তাই চুপচাপ থাকে। সাজাহানই আবার বলে, 'আমি জানি, আমার কথায় তুমি ব্যথা পাবে। আমাকে তুমি ক্ষমা করে দিও শ্যামলী। তবু আমাকে আজ বলতে হবে। কী জানি, পরে যদি আর সময় না পাই।'
শ্যামলী দ্রুত বলে, 'ঠিক আছে। আপনি বলুন ? যত কষ্টের বা দুঃখেরই হোক, আমি শুনব। আপনি বলুন সাজাহান ভাই ?'
সাজাহান বলে, 'হুট করে রাত্রি একদিন বিয়ে করে বসল আমাকে। বিয়ের পর জানলাম, অনেক চেষ্টা করেও রাত্রি আমাকে ভালবাসতে পারছে না। সে যাকে ভালবাসে, সে অন্য একজন।'
এ সময় দু'টি ভেজা চোখে তাকিয়ে রাত্রি দ্রুত বলে, 'এই একই কথা আর কতবার বলবে তুমি, বলো ? কতবার ?
রাত্রির এ কথার উত্তরে সাজাহান কেন যেন দু'চোখ বন্ধ করে রাখে। কিছু বলে না। ভেজা চোখে রাত্রি শ্যামলীর দিকে তাকিয়ে আবার বলে, 'আমি নীচে গিয়ে তোমার খাওয়ার যোগাড় করি শ্যামলী। তোমরা কথা বলো।'
কথা শেষ করে শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে দরজার কাছে এগিয়ে যায়। তবে ঘর থেকে একেবারে চলে যায় তাও নয়। দরজার কাছে গিয়ে আবার দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে বলে, 'তুমি কিন্তু খেয়ে যাবে শ্যামলী। আমি কিন্তু তোমার কোনও ওজরআপত্তি শুনব না।'
কথা শেষ করে আর দাঁড়ায় না। এবার চলে যায়।
রাত্রি চলে যেতেই দু'চোখ বুজে খানিক কী যেন ভাবে সাজাহান। তারপর বলে, 'আমি তোমাকে একটা অনুরোধ করব শ্যামলী। জানি না, অনুরোধটা তুমি রাখতে পারবে কি না, রাখবে কি না !'
সাজাহান থামতেই, মাথা নিচু করে শ্যামলী বলে, 'আপনি বলুন সাজাহান ভাই ?'
খানিক দিশেহারার মতো এদিক-ওদিক তাকায়। তাকিয়ে বলে, 'বলছিলাম, তুমি জানো-কী-জানো না, আমি জানি না। রাত্রি কিন্তু অনেক আগে থেকেই সবুজকে ভালবাসে।'
সাজাহান থামতেই, শ্যামলী বলে, 'আমি জানি।'
শ্যামলীর মুখে 'আমি জানি' শুনে, অপরিসীম খুশিতে ঝলমল করে উঠে সাজাহান

বলে, 'তুমি তাহলে সব জানো ? সবুজ তোমাকে সব বলেছে বুঝি ?'
শ্যামলী দ্রুত বলে, 'না। সবুজ কেন যেন রাত্রির সঙ্গে দেখা হওয়া, আপনার এখানে আসা থেকে আরম্ভ করে, সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই আমার কাছে গোপন করেছে।'
এবার অবাক হবার পালা। অবাক হয়ে সাজাহান বলে, 'বুঝলাম, সবুজ বলেনি। কিন্তু বুঝলাম না, তাহলে তুমি এসব জানলে কী করে ?'
মাথা নিচু করে কোনও মতে বলে, 'আমি লুকিয়ে সবুজের ডাইরি পড়েছি।'
হতবাক হয়ে সাজাহান বলে, 'ডাইরিতে সব লেখা আছে ! '
'হ্যাঁ। সব লেখা আছে। আপনি ওকে কী বলেছেন-না- বলেছেন সবই আছে।'
দিশেহারা ভঙ্গিতে তাকায়। তাকিয়ে বলে, 'তা হলে তো তুমি সবই জানো শ্যামলী। আমার মনে হয় আমার আর বেশি কিছু বলার দরকার নেই। আমি শুধু তোমাকে একটা অনুরোধ করব। মরতে চলেছি তো, এটা আমার শেষ অনুরোধও বলতে পারো।'
সাজাহান থামে।
সাজাহানকে থামতে দেখেই, শ্যামলী বলে, 'থামলেন কেন ? আপনি বলুন, সাজাহান ভাই ?'
না, একটানা বলতে পারে না। খানিক বোধহয় কী ভাবে। আবার এদিক-ওদিক তাকায়। তাকিয়ে কোনও মতে বলে, 'আচ্ছা শ্যামলী, আমার মুখ চেয়ে, রাত্রির মুখ চেয়ে, তুমি কি সবুজকে ভুলে যেতে পারবে ? বলো, পারবে ?'
ব্যাস, ঝরঝর বৃষ্টির মতো কেঁদে ফেলে শ্যামলী। কেঁদে বলে, 'আপনি আমাকে আমার এই দুটো চোখ উপড়ে দিতে বলুন। হয়তো আমি তাও দেবো। কিন্তু এ কথা বলবেন না।'
শ্যামলী ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদে। দু'চোখ জুড়ে যেন অশান্ত শ্রাবণের ঢল নামে তার।
শ্যামলীর হঠাৎ এত কান্না দেখে, বোধহয় ঘাবড়েই যায়। কী বলবে- না- বলবে কিছুই বুঝতে পারে না সাজাহান।
কাঁদে। কেঁদে শ্যামলীই আবার বলে, 'বিশ্বাস করুন, এ জীবনে কারো কাছে এতটুকু স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালবাসা পাইনি আমি। একটু ভালবাসা ওর চোখেই প্রথম দেখেছি। একটু স্বপ্নও এই প্রথম দেখেছি আমি।'
আর বলতে পারে না। হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে।
দিশেহারার মতো ক্রন্দনরত শ্যামলীর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। না, এবারও কিছু বলতে পারে না সাজাহান।
চোখ মুছে শ্যামলীই আবার বলে, 'এ জীবনে সবুজের ভালবাসা পেয়েছি। এ জন্য আপনার কাছে আমার ঋণের শেষ নেই। আমি আপনার পায়ে পড়ি সাজাহান ভাই। আমাকে আপনি এ অনুরোধ—'
এবার আর চুপ করে থাকে না। কথার মাঝেই বাধা দিয়ে বলে, 'তুমি সবুজকে

এত ভালবাস, শ্যামলী !'

কান্নার রেশ একটু বোধহয় কমে ছিল। সাজাহানের কথা শুনে আবার হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে বলে, 'এই একটা মানুষ সবুজ আর সবুজের ভালবাসা ছাড়া আমার আর কেউ নেই, কিচ্ছু নেই, সাজাহান ভাই। সেই সবুজও যদি আমার জীবনে না থাকে–'

কথা শেষ করতে পারে না। মুখের কথা বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে রাত্রি বলে, 'থাকবে। সবুজ ভাই চিরদিন, চিরকাল তোমারই থাকবে শ্যামলী।'

রাত্রি কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে বলতেও পারবে না। মাথা ঘুরিয়ে দেখে হাসিমুখে রাত্রি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হাসি-হাসি মুখ করে রাত্রি আবার বলে, 'এত ভালবাস তুমি সবুজকে ! শোনো, তোমার এ ভালবাসার কাছ থেকে সবুজকে কেড়ে নেয়, সে সাধ্য এ পৃথিবীতে কারো নেই শ্যামলী।'

কী হয় কে জানে, সাজাহান হাত বাড়িয়ে কাঁপা হাতে শ্যামলীর একটা হাত খানিকক্ষণ ধরে রাখে। তারপর চোখ বুজে বলে, 'তুমি কেঁদো না শ্যামলী। তোমার এত কান্না, এত ভালবাসা দেখে সত্যি আমি অবাক হয়ে গেছি, জানো ?'

সাজাহানের কথা শুনে, রাত্রি কিছু বলে না, শ্যামলীও না।

সাজাহান থাকে। থেমে খানিক বোধহয় দম নেয়। আবার বলে, 'না। রাত্রির কথা আর বলব না। আমি এখন শুধু, তোমাকে আর সবুজকে দোয়া করব। প্রাণ ভরে দোয়া করব। হ্যাঁ। এত ভালোবাসা নিয়ে তোমরা অনেকদিন বেঁচে থাক। দু'জন-দু'জনকে এভাবে অনেকদিন ধরে বেঁচে থেকে ভালবাস।'

তখনও শ্যামলীর একটা হাত কাঁপা হাতে ধরে রেখেছে।

না। সাজাহানের হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নেয় না শ্যামলী। কিন্তু সাজাহানের কথা শুনে, যে চুপ করে থাকে তা নয়। আবেগে, খুশিতে ঠিকই কেঁদে ফেলে।

শ্যামলীকে কাঁদতে দেখে, সাজাহান কিছু বলার আগেই রাত্রি বলে, 'তুমি এবার আমার সঙ্গে নীচে এসো তো শ্যামলী। রান্না করতে—করতে দু'জনে গল্প করব। তোমার সঙ্গে আমারও যে কথা আছে শ্যামলী।'

দু'জনে নীচে কিচেনের সামনে ডাইনিং-এ মুখোমুখি দু'টি চেয়ার টেনে বসে।

শ্যামলী নয়, বসেই মিষ্টি হেসে রাত্রি বলে, 'আমারও যে তোমার কাছে কিছু চাইবার আছে শ্যামলী।'

বুকের ভেতরটায় ধক্ করে ওঠে। হৃদপিণ্ডের স্পন্দন বুঝি থেমে যায়। চোখের জলের বন্যা বইয়ে দিয়ে কোনও মতে সাজাহানকে বুঝিয়েছে। আবার কী বলবে রাত্রি ! আবার কী চায় সে !

রাত্রি হেসে বলে, 'বলব কথাটা ?'

কী ভেবে শ্যামলী দ্রুত বলে, 'আমাকে সাজিয়ে দেবে, এই তো ? তুমি সাজিয়ে দিলে, আমি সাজানো বাসরে সবুজের সামনে গিয়ে দাঁড়াব। বেশ তো, আমি রাজি রাত্রি।'

রাত্রি হেসে বলে, 'সে তো সবুজের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েই রেখেছি। তোমার কাছে আমি অন্য কিছু চাই শ্যামলী।'
বুকটা আবার ধক্ করে ওঠে। আবার হৃদযন্ত্রের স্পন্দন বুঝি বেড়ে যায়। কোনও মতে বলে, 'বলো ? কী চাই তোমার, বলো ?'
আর হাসিমুখ থাকে না। বিষন্ন দু'টি চোখ তুলে তাকিয়ে ধীরে-ধীরে বলে, 'কেমন জীবন আমার, বলো শ্যামলী ! এ জীবনে প্রথমে একবার, পরে আবার, পর-পর দু'বার ভালবাসলাম। প্রথমে তো বুঝে-না-বুঝেই কেবল ভালবেসে গেলাম। কী অদ্ভুত দেখ, এত ভালবাসলাম, অথচ সে ভালবাসে কী বাসে না খোঁজখবর পর্যন্ত করিনি কখনও। এরপরও অনেক কষ্টে আবার ভালবাসলাম। কিন্তু যখন প্রাণ দিয়ে ভালবেসে ফেলেছি, তখন দেখলাম তার ছুটির ঘণ্টা বেজে গেছে। সে আর নেই বললেই চলে।'
একটানা কথা বলে থামে। কখন কেঁদে ফেলেছে বোধহয় নিজেও জানে না। আঁচলে দু'চোখ মুছে রাত্রি আবার বলে, 'সাজাহান আর ক'ঘন্টা বাঁচবে কে জানে ! এ জীবনে আমার তো আর কিছুই রইল না। স্বপ্ন রইল না। ভালবাসা রইল না। বাকি জীবনটা কী নিয়ে আমি বাঁচব, শ্যামলী ?'
রাত্রির অন্তর্ভেদী এ প্রশ্নের উত্তরে কী বলবে শ্যামলী ! কী ই-বা বলার আছে তার !
শ্যামলী নয়, খানিক থেমে রাত্রিই আবার বলে, 'দেবে শ্যামলী ? তোমার কাছে কঠিন একটা কিছু চাইব আমি। দেবে তুমি ?'
না। শ্যামলী এতটাই হতবাক হয়ে যায় যে, এবারও কিছু বলে না। বোকার মতো কেবল ফ্যালফ্যাল করে ক্রন্দনরত রাত্রিকে দেখে।
দু'চোখ মুছে রাত্রি আবার বলে, 'আমারও তো বেঁচে থাকার জন্যে একটু ভালবাসা চাই, একটু অবলম্বন চাই। ছেলে হোক, মেয়ে হোক, তোমাদের প্রথম সন্তানটি তুমি আর সবুজ আমাকে দেবে শ্যামলী ? এ জীবনে তো আমার আর মা হওয়া হল না। তোমাদের সন্তানকে মায়ের স্নেহ দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে বড় করব। দেবে শ্যামলী ? দেবে তুমি ?'
রাত্রির কথা শেষ হতে-না-হতেই, শ্যামলী দ্রুত বলে, 'হ্যাঁ। দেবো।'
কী করে বলল এ কথা, নিজেও বুঝতে পারে না ! নিজের রক্তের মধ্যে তিল-তিল করে বেড়ে উঠবে যে সন্তান, নিজের কোল থেকে অন্য একজনের কোলে কী করে তুলে দিতে এক কথায় রাজি হয়ে গেল, নিজেও আসলে জানে না।
শুধু রাত্রি নয়, শ্যামলী বুঝতে পারে কথাটা বলতে গিয়ে নিজের অজান্তে সে নিজেও ঝরঝর বৃষ্টির মতো কেঁদে ফেলেছে।
নিজের সন্তানকে এক মা হয়ে অন্যের কোলে তুলে দেয়া যে কত কষ্টের, তা জানে না তাতো নয়। তবু ভাললাগে শ্যামলীর। সব হারানো রাত্রিকে একটু খুশি করতে পেরে কি না কে জানে, বড় ভাল লাগে তার।